বইঘর নিবেদন

ওয়েস্টার্ন

শায়েস্তা

কাজী মায়মুর হোসেন

সেবা প্রকাশনী

শুভম

শুভম

বইঘর নিবেদন

ওয়েস্টার্ন

শায়েস্তা

কাজী মায়মুর হোসেন

বন্ধুর খুনীকে অনুসরণ করে সুদূর কলোরাডোতে এলো রে জনসন, সিডার শহরের সেলুনে অন্যায় ভাবে পেটানো হলো ওকে। একটা শব্দ উচ্চারণ করার সাহস পেল না শহরবাসী।

ত্রাসের রাজত্ব কায়েম করছে—

কারা এরা? ওর বন্ধুর খুনীটা কে আসলে?

চারদিকে ছড়িয়ে আছে শত্রু। তেতে উঠছে পরিস্থিতি, এমনি সময় পাল্টা ছোবল দিল রে জনসন। ধসে গেল পাহাড়।

এবার আসছে ওরা শহর ধ্বংস করে দিতে।

সাহস করে ওর পাশে দাঁড়াল কয়েকজন। পালিয়ে প্রাণ বাঁচাল অনেকে। শুরু হলো লড়াই।

সেবা প্রকাশনী

সেবা বই
প্রিয় বই
অবসরের সঙ্গী শুভক্ষণ

সেবা প্রকাশনী, ২৪/৪ সেগুনবাগিচা, ঢাকা ১০০০
শো-রূম: ৩৬/১০ বাংলাবাজার, ঢাকা ১১০০
শো-রূম: ৩৮/২ক বাংলাবাজার, ঢাকা ১১০০

ওয়েস্টার্ন

শায়েস্তা

কাজী মায়মুর হোসেন

WWW.BOIGHAR.COM

সেবা প্রকাশনী

ISBN 984-16-8126-9

প্রকাশক
কাজী আনোয়ার হোসেন
সেবা প্রকাশনী
২৪/৪ সেগুনবাগিচা, ঢাকা ১০০০

সর্বস্বত্ব লেখকের

প্রথম প্রকাশ ১৯৯৬

প্রচ্ছদ পরিকল্পনা রনবীর আহমেদ

মুদ্রাকর
কাজী আনোয়ার হোসেন
সেগুনবাগান প্রেস
২৪/৪ সেগুনবাগিচা, ঢাকা ১০০০

যোগাযোগের ঠিকানা
সেবা প্রকাশনী
২৪/৪ সেগুনবাগিচা, ঢাকা ১০০০
দূরালাপন ৮৩৪১৮৪
জি. পি. ও বক্স ৮৫০

শো-রুম
সেবা প্রকাশনী
৩৬/১০ বাংলাবাজার, ঢাকা ১১০০
প্রজাপতি প্রকাশন
৩৮/২ক বাংলাবাজার, ঢাকা ১১০০

SHAYESTA
A Western Novel
By: Qazi Maimur Husain

সেবা প্রকাশনা

সাতাশ টাকা

BOIGHAR.COM
Please Give Us Some Credit When You Share Our Books!
Don't Remove This Page!
EXCLUSIVE
বই
SCAN
EDIT
ঘর
Visit Us at
boighar.com
If You Don't Give Us Any Credits, Soon There ll Nothing Left To Be Shared!

শায়েস্তা

ওয়েস্টার্ন

শায়েস্তা

কাজী মায়মুর হোসেন

SCAN & EDITED BY:

BOIGHAR

FACEBOOK:

https://www.facebook.com/groups/Boighar - বইঘর

WEBSITE

WWW.BOIGHAR.COM

সেবা প্রকাশনীর

আরও ক'টি ওয়েস্টার্ন

কাজি মাহবুব হোসেন: আলেয়ার পিছে, পাতকী, রক্তাক্ত খামার, জ্বলন্ত পাহাড়, মানুষ শিকার, ভাগ্যচক্র ১, ২, আর কতদূর, বাঁধন, রাইডার, এপিঠ-ওপিঠ, আবার এরফান, রূপান্তর, ডেথ সিটি, বুনো পশ্চিম, ল্যাসোর ফাঁস, লুটতরাজ, অপমৃত্যু, কাউবয়, গানফাইট, দাবানল ১, ২, বেপরোয়া পশ্চিম, চক্রান্ত, কিং কোল্ট, মৃত্যুর মুখে এরফান, অ্যারিজোনায় এরফান, নিষ্ঠুর পশ্চিম, রক্তরাঙা ট্রেইল, রুদ্র সীমান্ত, পাহাড়ী স্লোন।
খোন্দকার আলী আশরাফ: কাঁটাতারের বেড়া, লড়াই, ডাইনী।
রওশন জামিল: ফেরা, ওয়ানটেড, জলদস্যু, নীলগিরি, বসতি, স্বর্ণতৃষা, কুহকিনী, রক্তের ডাক, টোপ, রত্নগিরি, প্রত্যয়, বাথান ১, ২, নিষ্পত্তি, ছায়া উপত্যকা, অতন্দ্র প্রহরী, মার্সেনারি, সন্ধান, ভয়, বিধাতা ১, ২, পাড়ি, ছায়াশত্রু, আতঙ্ক, বিদ্বেষ, ক্রোধ ১, ২, স্বপ্ননগরী, দেনা, প্রতারক, রক্তবসনা, সুবিচার, খুনে নগরী, অশান্ত মরু।
শওকত হোসেন: প্রতিপক্ষ, দখল, প্রহরী, ঘেরাও, সংঘাত, অস্থির সীমান্ত, আক্রান্ত শহর, অবরোধ, উত্তপ্ত জনপদ, বৈরী বলয়, নীল নকশা, বিপদ, অপসারণ, শত্রুশিবির, দুশমন, ত্রাহি, দুষ্টচক্র, দমন, রুদ্ররোষ, জালিয়াত, নিষিদ্ধ প্রান্তর, রক্তঋণ ১, ২, হানাদার ১, ২, মোকাবেলা, যাত্রা অনিশ্চিত, ফয়সালা।
আলীমুজ্জামান: মরুসৈনিক।
রকিব হাসান: তৃণভূমি, নির্জনবাস।
হিফজুর রহমান: শিকারী।
জাহিদ হাসান: স্বর্ণবিবর, সোনালী মৃত্যু।
আসাদুজ্জামান: দুর্বৃত্ত।
আলীম আজিজ: সহযাত্রী, স্বপ্ন মরীচিকা, চিরশত্রু।
বজলুর রহমান: বাজি।
খসরু চৌধুরী: ভুল।
আদনান শরীফ: পশ্চিম যাত্রা।
এ. টি. এম. শামসুদ্দীন: শেষ প্রতিপক্ষ।
তাহের শামসুদ্দীন: স্যাণ্ডার্সের রক্ত চাই, গ্রীনফিল্ডের আউট-ল, ঈগলের বাসা, আগন্তুক।
কাজী শাহনূর হোসেন ও আলীম আজিজ: মুক্তপুরুষ।
কাজী শাহনূর হোসেন: প্রতিযোগী, একশো রাইফেল।
প্রিম রিজভী তৌহিদ: শেষ মার।
কাজী মায়মুর হোসেন: সেই পিস্তল, উৎখাত, লুটেরা, প্রত্যাবর্তন।
ইফতেখার আমিন: প্রতিরোধ।
টিপু কিবরিয়া: অশুভ চক্র।
মোহাম্মদ সাইফুল্লাহ: ভবঘুরে।

বিক্রয়ের শর্ত: এই বইটি ভাড়া দেয়া বা নেয়া, কোনভাবে প্রতিলিপি তৈরি করা, এবং স্বত্বাধিকারীর লিখিত অনুমতি ব্যতীত বইটির কোন অংশ পুনর্মুদ্রণ করা যাবে না।

এক

লা স্যাল মাউন্টিনের জঙ্গলের মাঝখান দিয়ে সরু একটা পথে প্যারাডক্স ভ্যালিতে ঢুকল এক অশ্বারোহী। দু'পাশে দূরে রুক্ষ উঁচু দেয়াল, লাল-সাদা ব্লাফ, বৃষ্টির ঝাপটা আছড়ে পড়ায় এই মুহূর্তে ঝাপসা দেখাচ্ছে। বয়ে যাওয়া হিমেল বাতাস জুন মাসের তুলনায় অনেক বেশি শীতল। ভিজে সেজব্রাশ বন্য কিন্তু মিষ্টি একটা গন্ধ ছড়িয়েছে চারপাশে।

অনেক দূর, দক্ষিণ অ্যারিজোনা থেকে পশ্চিমের পাহাড়ী কলোরাডোতে ছুটে এসেছে লোকটা। একটানা পথ চলায় ক্লান্ত।

আগে কখনও না এলেও কলোরাডোকে নতুন মনে হচ্ছে না রে জনসনের কাছে। লোকমুখে শুনে শুনে পরিচিত হয়ে গেছে জায়গাটা। এখানে ওখানে অব্যবহৃত পুরানো ট্রেইল, নেড়া রিজ। দূরের পাথুরে রিমের ওপরে ভাসছে পুঞ্জ পুঞ্জ সাদা মেঘ। মাথার ওপর কালো মেঘগুলো পুবে ছুটে যাচ্ছে। বজ্রপাত হচ্ছে থেকে থেকে, কালচে-ধূসর আকাশ ঝলসে দিচ্ছে তীব্র সাদা আলোর ঝিলিক। বড়বড় ফোঁটায় বৃষ্টি পড়তে শুরু করেছে এরইমধ্যে।

মাথা ঝোঁকাল জনসন, ওর স্টেটসন হ্যাটের ওপর থেকে পড়ে স্লিকারের সামনের দিক দিয়ে গড়িয়ে নামল বৃষ্টির পানি। সামনের পথঘাট কর্দমাক্ত পিচ্ছিল করে দিয়ে চলে গেল বৃষ্টির প্রথম ঝাপটা, রূপোলি দেয়াল উপত্যকাকে দৃষ্টিপথ থেকে আড়াল করে দিয়েছে।

ডলার রিভারের তীরে বেডরক শহর। ওটাকে শহর না বলে গ্রাম বললেই মানায় বেশি। একটা স্টোর, ব্ল্যাক স্মিথের দোকান আর একটা সেলুন। দু'একটা বাড়িঘর এদিক ওদিক ছড়িয়ে ছিটিয়ে। বৃষ্টির মধ্যে বেডরকে

পৌঁছুল জনসন। থামল না, এগিয়ে চলল নিজ গন্তব্যে। এখনও অনেক দূর যেতে হবে ওকে।

ডলার নদীর ওপর একটা কাঠের ব্রিজ, জুনের বরফগলা খরস্রোতা নদী পার হওয়ার একমাত্র রাস্তা। অনভ্যস্ত ঘোড়াটাকে জনসন বাধ্য করল ব্রিজ পার হতে।

বিকেলে উপত্যকা পেরিয়ে এল, দক্ষিণে রওয়ানা হলো সিডার আর পাইনে ছাওয়া ভাঙাচোরা আকৃতির মেসার মধ্যে দিয়ে। ট্রেইল গেছে বোল্ডার ভরা একটা অ্যারোয়োর (Arroyo) ভেতর দিয়ে খাড়া ঢালের দিকে। সিডার শহরের পথে এগিয়ে চলল জনসন। মাথার ওপর ভেঙে গেছে মেঘের আচ্ছাদন, ফাঁকে ফাঁকে দেখা যাচ্ছে গাঢ় নীল আকাশ। সামনে, বহুদূরে স্যান-জুয়ান রেঞ্জ। চূড়াগুলো চোখা দাঁতের মত আকাশ ফুটো করে দাঁড়িয়ে আছে।

শুকনো জমি। এখানে বৃষ্টি হয়নি, কিন্তু পেছনের লা স্যালের দিক থেকে বাতাস বয়ে আনছে ভেজা একটা গন্ধ। গোছা গোছা ঘাস জন্মেছে মাটিতে। র‍্যাঞ্চিঙের জন্য জায়গাটা চমৎকার, কিন্তু পথে একটা র‍্যাঞ্চও চোখে পড়েনি জনসনের। প্রচুর স্টীয়ার চরছে ঘাসে। সবগুলোই মোটাতাজা। আগামী গ্রীষ্মেই একেকটার ওজন তেরোশো পাউণ্ডেরও বেশি হবে।

ওর পেছনে ডলার নদীর পাড় থেকে বোধহয় আরম্ভ হয়েছে বক্স জি র‍্যাঞ্চের জমি, উত্তর আর দক্ষিণে কতদূর পর্যন্ত ছড়িয়ে আছে ওদের রেঞ্জ সেটা র‍্যাঞ্চের মালিক জোহান গর্ডনও জানে কিনা কে জানে। এতবড় র‍্যাঞ্চ লোকটার বুদ্ধির পরিচয় বহন করে, ভাবল জনসন, নাকি নৃসংশতার? বুক ভরা আশা নিয়ে অনেকেই নিশ্চয়ই এসেছে এখানে থেকে যেতে। তারপর বাধ্য হয়ে চলে যেতে হয়েছে তাদের বক্স জি র‍্যাঞ্চের অস্ত্রের মুখে।

সূর্য ডোবার আগ দিয়ে শেষ মেসায় পৌঁছুল জনসন। সামনে বিস্তীর্ণ একটা উপত্যকা, উইলো গাছগুলোর মধ্যে দিয়ে এগিয়ে গেছে একটা ক্রীক। বাঁক নিয়ে মেসার উপর দিয়ে বয়ে গেছে ডলারের উপনদী স্যান মিগেলের দিকে।

উপত্যকার শেষ মাথায় সিডার টাউন। উপরের মেসা থেকে শহরের

দিকে তাকাল জনসন। কটনউড গাছের ফাকফোকর দিয়ে বাড়িগুলো দেখা যাচ্ছে। সন্ধে হয়ে আসছে। রাতের খাবারের আয়োজন করছে লোকজন, বাড়িঘরের চিমনি দিয়ে ধোঁয়া উঠছে।

ওই শহরের কোথাও আছে জাজ হেনরি মিচেল। আজ নয়, কাল লোকটার সাথে দেখা করবে জনসন। তাড়াহুড়োর কিছু নেই, এখনও কে শত্রু নিশ্চিত জানে না সে। আশা করছে কাল সকালে খবর ছড়ানোর জন্য তেমন কষ্ট করতে হবে না ওকে। তারপর নিজেই আক্রমণ করে পরিচয় জাহির করবে সেই লোক।

ক্রীকের তীরে উইলো গাছগুলোর কাছে রাতের মত ক্যাম্প করল জনসন। আগুন জ্বেলে শেষ কফিটুকু মগে গরম করল সে। দু'সপ্তাহ আগে শিকার করা ভেনিসনের মাংস দিয়ে সাপার সারল। চিন্তার কিছু নেই। খাবার শেষ হয়ে গেছে ওর, তবে কাল শহরে গিয়ে আবার রসদপত্র কিনে নিলেই হবে।

কিছুক্ষণ বিশ্রাম নিয়ে উঠে দাঁড়াল সে, ঘোড়াটাকে হাঁটিয়ে নিয়ে একটা উইলো গাছের সাথে বাঁধল। তারপর দলাইমলাই শেষে ফিরে এসে বসল আবার আগুনের ধারে। জোহান গর্ডনের কথা ভাবছে সে। বিশাল একটা র‍্যাঞ্চ গড়ে তুলেছে লোকটা, কাউকে বাধা মনে করলেই পথ থেকে হটিয়ে দিয়েছে। এটাই স্বাভাবিক, পশ্চিমের ক্ষমতাশালী বড় র‍্যাঞ্চাররা এভাবেই বাড়িয়েছে তাদের জমির পরিমাণ। আসলে লোক হিসেবে কেমন জোহান গর্ডন?

মেঘ সরে যাওয়ায় উজ্জ্বল তারাগুলো বেরিয়ে এসেছে, আবছা আলো ফেলছে রাতের পৃথিবীতে। অনেক দূরে, লা স্যালের চূড়ার কাছে আঘাত করা বজ্রের শব্দ এখনও আবছা ভাবে ভেসে আসছে জনসনের কানে। ওদিকে তাকিয়ে থাকলে দেখা যায় দিগন্তের কাছে ঘোলা সাদাটে আলোর অনিয়মিত আভাস।

সময়ের হিসেব হারিয়েছে জনসন, আগুনের ধারে বসে ঢুলছে। মাঝে মাঝে সচেতন হয়ে আগুনে শুকনো উইলোর ডাল ফেলছে। ওর মন চলে

গেছে অনেকদিন আগে, অ্যারিজোনার ছোট্ট একটা শহরে। বন্ধু ছিল ও আর রবার্ট গর্ডন। হ্যাঁ, ছিল। এখন আর নেই। রবার্টকে পিঠে গুলি করে মেরেছে গুপ্তঘাতক। বন্ধুকে হারিয়েছে জনসন,বন্ধুত্ব ভোলেনি। মরার আগে ওর কানের কাছে ফিসফিস করে বলে গেছে রবার্ট, 'আমার বোন জেসিকা···ওকে বাঁচিয়ো তুমি। দেখো, ওর যেন কোনও ক্ষতি না হয়।'

হ্যাঁ সাহায্য করবে সে। রবার্টের খুনীকে ধাওয়া করে এসেছে টাউন মার্শালের চাকরিটা ছেড়ে। বন্ধুর প্রতি দায়িত্ব পালনের পথে আইনকে বাধা হতে দেবে না জনসন। লোকটাকে খুঁজে বের করবে সে। খুন করবে।

ঘাসের ওপর অশ্বখুরের শব্দ হচ্ছে। এগিয়ে আসছে ক্যাম্পের দিকেই। সচেতনতা ফিরল জনসনের, উঠে দাঁড়িয়ে আগুনের ধার থেকে সরে উইলো গাছের আড়ালে চলে এল। বুঝতে পারছে পুবদিক থেকে আসছে ঘোড়ার খুরের আওয়াজ। চোখ খোলা রাখল, বেশিক্ষণ অপেক্ষা করতে হলো না ওকে। দু'মিনিটের মাথায় একটা মেয়ে আগুনের পাশে নামল ঘোড়া থেকে। বারবার পিছন ফিরে চাইছে সে। বোধহয় একদল লোক তাকে তাড়া করছে, পুবদিকে তিন চারটা ঘোড়ার খুরের শব্দ জোরাল হয়ে উঠেছে। চারপাশে তাকাল মেয়েটা। আগুনের মৃদু আভায় কাউকে দেখতে না পেয়ে কাঁপা কাঁপা স্বরে বলল, 'কেউ আছ এখানে?'

উইলো গাছের আড়াল থেকে বেরিয়ে এল জনসন, মেয়েটার আপাদমস্তকে চোখ বুলিয়ে জিজ্ঞেস করল, 'কি হয়েছে?'

'তুমি কে?' চমকে গিয়ে প্রশ্ন করল যুবতী।

ঘোড়ার শব্দ অনেক কাছে চলে এসেছে। 'উইলোর আড়ালে গা ঢাকা দাও,' নির্দেশ দিল জনসন।

মেয়েটা নির্দেশ পালন করার পর এগুল আগুনের পাশে দাঁড়ানো মেয়ারটা ধরতে। ঘোড়ার পিঠ থেকে স্যাডল খুলল সে দ্রুত হাতে, চাপড় লাগাল ওটার পেছনে। তাড়া খেয়ে অন্ধকারে দৌড়ে মিলিয়ে গেল মেয়ারটা। নিজেরগুলোর সাথে মেয়েটার স্যাডল গিয়ার নামিয়ে রাখল জনসন, আগুনের পাশে বসে পড়ল নির্বিকার চেহারায়।

বালু ছিটিয়ে ওর সামনে বিপজ্জনক ভঙ্গিতে ঘোড়া থামাল রুক্ষ চেহারার তিনজন রাইডার। আগুনের আলোয় সবার ওপর চোখ বোলাল জনসন। চেহারা পোশাকে লোকগুলোকে র‍্যাঞ্চার বলে মনে হয়। তাদের মধ্যের জন তীক্ষ্ণ কর্কশ কণ্ঠে জানতে চাইল, 'এদিকে কাউকে আসতে দেখেছ, মিস্টার?'

'দেখিনি, তবে ঘোড়ার শব্দ শুনেছি।' ডানহাত উরুর পাশে শিথিল ভঙ্গিতে রাখল জনসন।

'কোনদিকে গেছে?'

'পশ্চিম ছাড়া আর কোনদিকে যাবে!' হাসল রে জনসন, 'তোমরা তো পুব থেকে তাড়া করেছ, তাই না?'

কথা বলে সময় নষ্ট করল না রাইডাররা, ঘোড়া ছোটাল পশ্চিম দিক লক্ষ্য করে। কিছুক্ষণের মধ্যেই দূরে মিলিয়ে গেল খুরের শব্দ। কিন্তু জনসন জানে, আবার ফিরে আসবে লোকগুলো! সওয়ার ছাড়া মেয়ারটা বেশিক্ষণ জোরে দৌড়াবে না। ওটাকে না পেলেও উপত্যকার শেষ প্রান্ত পর্যন্ত গিয়েই সন্দেহ হবে লোকগুলোর, ফিরে আসবে ওকে প্রশ্ন করতে।

উইলো বন থেকে মেয়েটাকে বেরিয়ে আসতে দেখল সে, আলো আঁধারিতে চেহারা দেখতে পেল না। শান্ত স্বরে জনসন বলল, 'উইলোর আড়ালেই থাকো, ওরা আবার আসবে।'

'তুমি কে?' একই প্রশ্ন আবার করল মেয়েটা, এবার কণ্ঠস্বরে আগের ভীত ভাব নেই।

'রে জনসন। এখানে নতুন এসেছি। তুমি কে?' পরিচয় জানিয়ে পাল্টা প্রশ্ন করল জনসন।

'জেসিকা গর্ডন।'

বিস্ময়ের স্রোত বয়ে গেল জনসনের ভেতর। এই মেয়েই রবার্টের বোন! মৃত্যুর আগে এর কথাই ওকে বলে গেছে রবার্ট! জেসিকা গর্ডনকে লোকগুলো তাড়া করছিল কেন! রবার্ট মারা যাওয়ায় এই মেয়েই তো বস্র জি র‍্যাঞ্চের একমাত্র উত্তরাধিকারী—পুরো উপত্যকার ভবিষ্যৎ মালিক!

আবার ঘোড়ার খুরধ্বনি শুনতে পেল জনসন। দ্রুত ফিরে আসছে

লোকগুলো পশ্চিম দিক থেকে। আলো ছায়ায় দাঁড়ানো মেয়েটার দিকে তাকাল সে, শান্তস্বরে বলল, 'আসছে ওরা। উইলোর বনে ঢুকে চুপ করে দাঁড়িয়ে থাকবে, এখানে যাই ঘটুক তোমার বেরনোর দরকার নেই।'

কোনও জবাব দিল না জেসিকা, জঙ্গলে গাছের পেছনে দৃষ্টিসীমার আড়ালে চলে গেল। আগুনের ধারে পশ্চিম দিকে মুখ করে বসল সতর্ক রে জনসন রাইডারদের আসার অপেক্ষায়।

দুই

ঝড়ের বেগে এসে আগুনের সামনে ঘোড়া দাঁড় করাল তিন রাইডার, রাগে থমথম করছে প্রত্যেকের চেহারা। আগের সেই তীক্ষ্ণ কর্কশ কণ্ঠস্বর জানতে চাইল, 'মেয়েটাকে কোথায় লুকিয়েছ?'

প্রশ্ন করার ভঙ্গি দেখে রাগে গা জ্বলে গেল জনসনের, মুখ বাঁকিয়ে বলল, 'মেয়ে? একটা মেয়েকে ধাওয়া করতে এতজন লোক দরকার হয় নাকি তোমাদের!'

'উপত্যকায় স্যাডল ছাড়া অবস্থায় চরতে দেখেছি মেয়ারটাকে, আমরা জানি এখানেই কোথাও আছে সে। মিথ্যে বলে লাভ নেই, মেয়েটা কোথায়?' ক্রোধ দমন করে জিজ্ঞেস করল কর্কশ কণ্ঠের মালিক।

'বাদ দাও, ডেভিস,' বলল ডান দিকের ঘোড়সওয়ার, 'আসলে যেটা জানতে চেয়েছিলাম জেনে গেছি আমরা।'

'এত সহজে ওকে ছাড়ব না, লেম্যান, বক্স জি'র মেয়েটার সঙ্গে কথা আছে আমার,' মাথা নাড়ল ডেভিস ক্লেয়ার।

'কথা যদি বলতেই হয় আমার সঙ্গে বলো, আমি ছাড়া আর কেউ নেই

এখানে।' জনসনের চেহারা হাসি হাসি, কিন্তু ডান হাত ঊরুর সাথে বাঁধা স্ট্র্যাপ খোলা হোলস্টারের কাছে।

ঘোড়া দু'কদম আগে বাড়াল ডেভিস ক্লেয়ার, ঝুঁকে চোখ কুঁচকে তাকাল জনসনের দিকে, শান্তস্বরে বলল, 'এখানে তুমি বোধহয় নতুন, আমাকে চেনো না। আমি রেগুলেটরদের প্রেসিডেন্ট। ডেভিস ক্লেয়ার। মেয়েটার সাথে আমি কথা বলতে চাই। শুধুই কথা বলব। শেষবারের মত জানতে চাইছি সে কোথায়।'

'বুঝলাম তুমি কাদের যেন প্রেসিডেন্ট,' শান্ত স্বরে বলল জনসন। 'কিন্তু ওদেরকে বুদ্ধিমান বলতে পারছি না, তোমাকে প্রেসিডেন্ট বানিয়েছে! ফালতু সময় নষ্ট করছ তুমি, কথা বলার মত কোনও মেয়ে এখানে নেই।'

'মিথ্যে বলছ তুমি,' ঘোড়া থেকে নামার জন্য স্টিরাপে পায়ের চাপ বাড়াল ডেভিস ক্লেয়ার।

'ধরে নিচ্ছি প্রথম বার মুখ ফসকে কথাটা বলেছ, কিন্তু দ্বিতীয়বার...' এক ঝটকায় সিক্সগান বেরিয়ে এল জনসনের হাতে।

'ডেভিস আসলে কথার কথা বলেছে,' পরিস্থিতি আয়ত্তের বাইরে চলে যাচ্ছে দেখে মুখ খুলল ডান পাশের অশ্বারোহী। 'মেয়েদের ধাওয়া করে বেড়ানো আসলে আমাদের অভ্যেস না...আসলে কে যেন আমাদের মীটিঙে আড়ি পেতে কথাবার্তা শুনছিল। আমরা আসলে মনে করেছিলাম বক্স জি'র কোনও কাউহ্যাণ্ড হবে, তাই ..'

'কাউহ্যাণ্ড কথা শুনছিল না "আসলে", এখন জানো তোমরা। তাহলে "আসলে" এখন এখান থেকে কেটে পড়া উচিত তোমাদের।'

ওর মুদ্রাদোষ নিয়ে ঠাট্টা করছে লোকটা, বুঝে রাগে চেহারা লাল হয়ে উঠল ডিক লেম্যানের। ডেভিস ক্লেয়ার তার দিকে তাক করা সিক্সগানের নলটা থেকে চোখ সরিয়ে জনসনের ওপর দৃষ্টি স্থির করল। এক মুহূর্ত চিন্তা করে গম্ভীর সুরে বলল, 'তোমার মত লোকদের কিভাবে সামলাতে হয় ভাল মতই জানা আছে আমাদের। এখানে তোমাকে কখনও যেন না দেখি আর।' কথাটা বলে জবাবের অপেক্ষা করল না ডেভিস, পুবদিকে ঘোড়া ছোটাল দ্রুত

কদমে। তার পিছু নিল সঙ্গী দু'জন, রাতের অন্ধকারে মিলিয়ে গেল। একটু পরই তাদের ঘোড়ার খুরধ্বনি শোনা গেল না আর, বহুদূরে চলে গেছে।

আরও কিছুক্ষণ অপেক্ষা করে গলা চড়িয়ে মেয়েটাকে ডাক দিল জনসন, 'বেরিয়ে এসো এবার। আমার মনে হয় না আবার ফিরে আসবে ওরা।'

সিক্সগান হোলস্টারে রেখে আগুনে উইলোর ডাল ফেলল জনসন, ঘুরে বসল পুবদিকে মুখ করে। গাছের আড়াল থেকে বেরিয়ে আগুনের সামনে এসে দাঁড়াল জেসিকা গর্ডন। লালচে আভা পড়েছে তার রোদে পোড়া চেহারায়। বলল, 'আমার কোনও ক্ষতি করত না ওরা। তবে ওদের সাথে কথা বলার ইচ্ছে ছিল না আমার, বলতে হয়নি সেজন্য ধন্যবাদ।'

কোনও কথা বলল না জনসন, উঠে দাঁড়াল। প্রথমবারের মত খেয়াল করল মেয়েটাকে। খুব বেশি হলে বিশ হবে জেসিকার বয়স। ঋজু ভঙ্গিতে দাঁড়িয়ে আছে, চেহারায় পবিত্র একটা ভাব। বাপের রুক্ষ কঠোরতা নেই মেয়ের মধ্যে, ভাবল জনসন, রবার্টের মতই আত্মবিশ্বাসে ভরপুর এবং প্রাণ চঞ্চল। রাইডিং স্কার্ট আর লেদার জ্যাকেটে তাকে মানিয়েছে বেশ।

প্রচলিত অর্থে সুন্দরী বলা যাবে না জেসিকা গর্ডনকে। লম্বাটে মুখমণ্ডল। চোয়ালের হাড় স্বাভাবিকের চেয়ে একটু উঁচু। কালো দু'চোখে রাজ্যের সরলতা। কপাল পেরিয়ে মুখের একপাশ ঢেকে দিয়েছে অবাধ্য এক গোছা কালো চুল। রোদে পুড়ে তামাটে হয়ে গেছে গায়ের ত্বক। সব মিলিয়ে দেখলে মনে হয় জীবনের প্রতিটি মুহূর্ত উপভোগ করছে এই মেয়ে। ভাল লাগল জনসনের।

'বুঝতে পারছি জোর চিন্তা চলছে তোমার মাথায়,' এক দৃষ্টিতে জনসনকে তাকিয়ে থাকতে দেখে হাসল জেসিকা।

নড করল জনসন, মুখে কিছু বলল না, আশা করছে সবকিছু খুলে বলবে জেসিকা কেন তাকে তাড়া করা হচ্ছিল।

'ছোট র‍্যাঞ্চারদের দল নিজেদের রেগুলেটর নাম দিয়েছে। সিডার শহরের কাছে ওদের র‍্যাঞ্চ,' বলল জেসিকা, 'জিম গিলক্রিস্ট নামের এক লোক ওদের নেতা ছিল। মাস কয়েক আগে মারা গেছে সে। এখন ওদের

নেতৃত্ব দিচ্ছে ডেভিস ক্লেয়ার। বড় র‍্যাঞ্চ বলে বক্স জি'র ক্ষতি চায় সব ক'জন। অলসের চূড়ামণি একেকটা। কোনও কাজ করে না, আমাদের গরু চুরি করে বেচে পেট চালায়। এখন হাত বাড়িয়েছে আমাদের ঘাসের দিকে। কিন্তু বক্স জি আমার র‍্যাঞ্চ, কিছুতেই ওদের আমি রেঞ্জ কেড়ে নিতে দেব না।'

মাথা নিচু করে বুট জুতোর দিকে তাকাল জেসিকা, আগুনের শিখার মধ্যে ঢুকিয়ে কয়েকবার বের করে আনল ডান পায়ের জুতোর ডগা, তারপর আবার মুখ খুলল, 'গতমাসে বাবা মারা গেছে।' মুখ তুলে তাকিয়ে জনসনের চেহারায় সহানুভূতি দেখতে পেল মেয়েটা। 'দুশো মাইলের মধ্যে বাবার মত কাউম্যান আর একজনও ছিল না, তা নাহলে এত বড় র‍্যাঞ্চ বাবা কখনোই গড়তে পারত না। এখন বাবা নেই, হামলে পড়তে শুরু করেছে ক্লেয়ারের মত ছোট র‍্যাঞ্চাররা।'

'ওরা বলছিল তুমি নাকি লুকিয়ে ওদের কথা শুনছিলে।'

'হ্যাঁ। শহরে গিয়ে জানতে পেরেছিলাম ওরা মীটিঙ ডেকেছে। তখন র‍্যাঞ্চে ফিরে কোনও কাউহ্যাণ্ডকে পাঠাতে গেলে দেরি হয়ে যেত, তাই আমি নিজেই গিয়েছিলাম ক্লেয়ারের বাসায়। জানালায় দাঁড়িয়ে কথা শোনার সময় শব্দ করে ফেলেছিলাম, ওরা টের পেয়ে ধাওয়া করল। পালাবার পথে আগুন দেখে নেমে পড়লাম এখানে।'

সিগারেট রোল করল জনসন, উবু হয়ে আগুনের ভেতর থেকে জ্বলন্ত একটুকরো কাঠ বের করে ধরাল। মনে মনে ভাবল জেসিকার বলা কথাগুলো কতটুকু সত্যি। এমনও হতে পারে পুরো ব্যাপারটা সম্পর্কে স্বচ্ছ কোনও ধারণা নেই জেসিকার। রেগুলেটররা বক্স জি'র জমির দিকে থাবা বাড়িয়েছে, না উল্টো ঘটনা ঘটছে? জোহান গর্ডনের মৃত্যু হওয়ায় র‍্যাঞ্চটার মালিক এখন জেসিকা। কিন্তু সত্যিকার অর্থে র‍্যাঞ্চটা চালাচ্ছে কে? ওর জন্য এটা একটা গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্ন, তবে জিজ্ঞেস করল না জনসন, সময় হয়নি এখনও।

জ্বলন্ত কাঠের টুকরোটা আবার আগুনে ফেলে সোজা হয়ে দাঁড়াল সে। চোখাচোখি হলো দু'জনের, জেসিকা বলল, 'আমারও কৌতূহল হচ্ছে তোমার ব্যাপারে।'

'যেমন?'

'এখানে কি করছ তুমি?'

'এমনি ঘুরে বেড়াচ্ছি,' সহজ ভঙ্গিতে হাসল জনসন। প্রথমে সে ভেবেছিল রবার্টের মৃত্যুর খবরটা জানাবে জেসিকাকে, বলবে কেন এখানে এসেছে। কিন্তু রেগুলেটরদের সম্বন্ধে মেয়েটার মনোভাব শুনে মত পরিবর্তন করেছে। কিছু বললে হয়তো সোজা গিয়ে ফোরম্যানকে জানাবে জেসিকা। রবার্টের খুনী যেই হোক, তাকে এখনই সতর্ক হয়ে ওঠার কোনও সুযোগ দেবে না জনসন। আগে চারপাশের হালচাল বুঝে নিয়ে কাজে নামবে।

'দেখে মনে হয় না তুমি উদ্দেশ্যহীন ভাবে বেড়াচ্ছ।'

'তোমার মেয়ারটাকে ধরা যায় কিনা দেখি,' প্রসঙ্গ বদলাল জনসন, 'তারপর তোমাকে তোমার বাসায় দিয়ে আসব।'

'তোমার কষ্ট করার কোনও দরকার নেই।'

'জানি। তবুও করব,' ঘুরে দাঁড়িয়ে মাটি থেকে স্যাডল গিয়ার তুলল জনসন, ঘোড়ার কাছে হেঁটে গিয়ে স্যাডল বাঁধল। গাছের কাণ্ড থেকে দড়ি খুলে এক লাফে স্ট্যালিয়নে চড়ল সে। ক্রীকের ধার দিয়ে এগুল ভাটির দিকে, পশ্চিমে। পেছনে, আগুনের পাশে দাঁড়িয়ে একদৃষ্টিতে চেয়ে থাকল জেসিকা গর্ডন অদ্ভুত মানুষটার অপসৃয়মান অবয়বের দিকে।

ভীতু মেয়ারটাকে খুঁজে বের করল জনসন। অনেক কসরত করে ল্যাসোতে আটকাল। ঘোড়াটাকে নিয়ে ক্যাম্পে ফিরে আসতে পুরো একঘণ্টা লাগল ওর। ল্যাসোর দড়ির আরেক প্রান্ত উইলো গাছে গিঁট দিয়ে মেয়ারের পিঠে জেসিকার স্যাডল বাঁধল সে। কাজটা শেষ হওয়ার পর এগিয়ে এসে সামনে দাঁড়াল জেসিকা, বলল, 'অসংখ্য ধন্যবাদ। তোমাকে আর কষ্ট করতে হবে না, আমাদের র‍্যাঞ্চহাউস একদম কাছেই।'

'আমি তোমাকে পৌঁছে দিয়ে আসব।' স্ট্যালিয়নের দড়ি হাতের মুঠোয় পাকাল জনসন।

'সাহায্য করেছ বলেই কিনে ফেলোনি, ইচ্ছের বিরুদ্ধে আমাকে...'

'তুমি কি আমাকে ভয় পাচ্ছ, মিস গর্ডন?' থামিয়ে দিয়ে জিজ্ঞেস করল

জনসন।

কিছুক্ষণ এক দৃষ্টিতে তাকিয়ে থাকল জেসিকা, চোয়াল দৃঢ়বদ্ধ হয়ে গেছে। তারপর বেসুরো গলায় বলল, 'সাথে যেতে চাইলে তোমাকে জোর করে বাধা দিতে পারব না আমি।'

'ঠিক।' হাসল জনসন।

চেহারায় বিরক্তি ফুটিয়ে দড়ি খুলে মেয়ারে চড়ল মেয়েটা, আগুনের পাশ দিয়ে ঘোড়া ছোটাল। পিছু নিল জনসন, জেসিকার পাশে ওকে পৌঁছে দেয়ার জন্য তাড়া দিল স্ট্যালিয়নটাকে।

যাত্রাপথের দূরত্ব দেখে জনসন বুঝল র‍্যাঞ্চহাউসটা মোটেই কাছে নয়। সিডার শহরকে পাশ কাটিয়ে সিডারে মোড়া কয়েকটা টিলা পেরিয়ে একটা উঁচু মেসায় পৌঁছুল ওরা। ওদের নিচে এখন উপত্যকাটা। সিডার শহরের দু'একটা বাতি চোখে পড়ল ওর। জোহান গর্ডনের মনোভাব আন্দাজ করতে পারল সে।

ওপর থেকে নিচের শহরটাকে দেখতে বোধহয় পছন্দ করত র‍্যাঞ্চার। সবাইকে দেখত নিচু চোখে। পশ্চিমে এরকমই হয়, বড় র‍্যাঞ্চাররা সাধারণত অন্য মানুষদের মানুষ বলেই মনে করে না। বাবা সম্পর্কে জনসনকে অনেক কথাই বলেছে রবার্ট, চেষ্টা করেও এই মুহূর্তে তারমধ্যে থেকে ভাল কোনও কথা মনে করতে পারল না সে।

ওদের সামনে দাঁড়িয়ে আছে পাথরের তৈরি বিশাল বক্স জি র‍্যাঞ্চহাউস। আলো নেই র‍্যাঞ্চহাউসের কোথাও। আবছা অন্ধকারে করাল, বার্ন, কয়েকটা শেড, বাঙ্কহাউস, কুকশ্যাক ইত্যাদির কাঠামো দেখতে পেল জনসন। ঠিকই বলেছে জেসিকা। দুশো কেন, পাঁচশো মাইলের মধ্যেও এরকম আরেকটা র‍্যাঞ্চ গড়তে পারেনি কোনও লোক। প্রশ্ন হচ্ছে, কত লোকের স্বপ্ন সৌধ ভেঙে গেছে র‍্যাঞ্চটা গড়ে ওঠায়!

হিচরেইলের সামনে ঘোড়া থামাল ওরা। জনসনকে ঘোড়া থেকে নেমে হিচরেইলে দড়ি বাঁধতে দেখে জেসিকা বলল, 'তোমার আর কষ্ট করতে হবে না, মিস্টার জনসন, এটাই আমার বাড়ি।'

দড়ি বাঁধা শেষ করে ঘোড়া থেকে নামতে মেয়েটাকে সাহায্য করার জন্য হাত বাড়িয়ে দিল জনসন, কপট হেসে বলল, 'ছোটবেলায় বাবা-মা আমাকে ভদ্রতা শিখিয়েছে, ম্যাম। দরজা পর্যন্ত তোমাকে না পৌঁছে দিয়ে ফিরছি না আমি।'

ওর সাহায্য ছাড়াই লাফ দিয়ে ঘোড়া থেকে নামল জেসিকা, গটগট করে সদর দরজার কাছে গিয়ে ঘুরে দাঁড়িয়ে বলল, 'এবার তুমি নিজের পথে যেতে পারো, ধন্যবাদ।'

মেয়ারের দড়ি হিচরেইলে পেঁচিয়ে দরজার সামনে জেসিকার মুখোমুখি হলো জনসন, হাসিমুখে শ্রাগ করল। 'আমাকে ভেতরে বসতে ডাকবে না? তোমার মা হয়তো আমাকে কফি খেতে বলবে।'

'তিন বছর বয়সে আমার মা মারা গেছে।'

'দুঃখিত।' একমুহূর্ত নীরব থেকে বলল জনসন, 'বাসায় তো আরও কেউ আছে। হেলগা বা তার ছেলে মর্ডাক বোধহয়...'

'কে তুমি?' ভ্রূ কুঁচকে গেল জেসিকার।

'আমি তোমাকে আগেই পরিচয় দিয়েছি, ম্যাম,' আশ্বস্ত করার ভঙ্গিতে হাসল জনসন, 'ভয় পাচ্ছ কেন, আমি শুধু তোমার কাছে এককাপ কফি চেয়েছি।'

এক ফুট দূরে দাঁড়িয়ে চোখ সরু করে তীক্ষ্ণ নজরে আগন্তুকের চেহারা দেখার চেষ্টা করল জেসিকা। কাঁপা কাঁপা স্বরে বলল, 'মর্ডাকের নাম জানো তুমি, হয়তো চেনো না। আমার সাথে তোমাকে ঘরে ঢুকতে দেখলে অনর্থ বাধাবে ও। চলে যাও, মিস্টার জনসন।'

'আমার ক্ষতি হবে সেই ভয় পাচ্ছ, না নিজের অসুবিধা?'

'আমার কোনও অসুবিধা নেই,' এক মুহূর্ত দ্বিধা করে বলল জেসিকা।

'বেশ। তাহলে ভেতরে নিয়ে চলো আমাকে, মর্ডাকের সাথে পরিচিত হবার শখ আমার বহুদিনের।'

'আমি তোমাকে সতর্ক করিনি বলতে পারবে না,' দরজার নবে মোচড় দিল জেসিকা।

তিন

দরজা খুলে একপাশে সরে দাঁড়িয়ে জনসনকে ভেতরে ঢোকার পথ করে দিল মেয়েটা। মৃদু আলোকিত লম্বা একটা হলরুম। দেয়ালের ব্র্যাকেটে একটা ল্যাম্প জ্বলছে, ঘরের শেষ প্রান্তে আলো পৌঁছয়নি। ওর পেছনে দরজা বন্ধ করল জেসিকা, শুকনো কণ্ঠে বলল, 'আমার সাথে এসো, মিস্টার জনসন।'

কয়েক পা হেঁটে বামদিকের আরেকটা দরজা খুলল সে, এক পাশে সরে জনসনকে আসতে ইঙ্গিত করল। জনসন ঘরে ঢোকার পর বলল, 'আমার সৎমাকে ডেকে আনছি।' কাঠের মেঝেতে বুটের শব্দ তুলে চলে গেল মেয়েটা।

ঘরের চারপাশে নজর বোলাল জনসন। র‍্যাঞ্চহাউসের লিভিং রুম বোধহয় এই ঘরটা। অবাক হলো সে আসবাবপত্র আর সেগুলো সাজানোর ধরন দেখে। মনে হচ্ছে হঠাৎ বড়লোক কোনও রুচিহীন মাইনার নিজের শখ পূরণ করেছে যা-তা জিনিস কিনে। ক্ষমতা বা টাকা দেখানোর এতই কি প্রয়োজন ছিল জোহান গর্ডনের? মনে হয় না। বোধহয় দ্বিতীয়া স্ত্রীর ইচ্ছেতেই গড়ে উঠেছে এই পাথরের দুর্গ।

ঘরের প্রতিটা আসবাবপত্র দামী। দেয়ালে ওক কাঠের প্যানেলিঙ। এশিয়ান কার্পেট মেঝেতে—সবই টাকার গন্ধ ছড়াচ্ছে। রবার্ট বলত তার বাবা সাদাসিধে মানুষ, বিলাসিতা চরম অপছন্দ করত। তাহলে কি শেষ বয়সে স্ত্রী এবং সৎ পুত্র মর্ডাকের হাতের মুঠোয় চলে গিয়েছিল র‍্যাঞ্চার? লিভিঙ রুমের অবস্থা দেখেই সে আন্দাজ করতে পারছে কি বিপুল টাকা খরচ হয়েছে পুরো র‍্যাঞ্চহাউসের পেছনে। রবার্ট যখন বাবার সাথে ঝগড়া করে চলে গিয়েছিল

তখনও এসব গড়ে ওঠেনি।

বিশাল ঘরের শেষ প্রান্তে একটা দরজা খোলার মৃদু শব্দে চটকা ভাঙল জনসনের। নৈঃশব্দে সিল্কের খসখস আওয়াজ ওর কানে ভেসে এল। নিজের কাপড়চোপড়ের বেহাল অবস্থা সম্পর্কে সচেতন হয়ে উঠল সে। গত এক সপ্তাহ দাড়ি কামাবার সুযোগ পায়নি জনসন। ধুলোয় নোংরা জিন্সের শার্ট প্যান্ট দীর্ঘ যাত্রায় মলিন।

সৎ মায়ের হাত ধরে এগিয়ে এসে জনসনের সামনে দাঁড়াল জেসিকা। ওর চেহারায় অস্বস্তি লক্ষ করে হাসি ফুটল মেয়েটার ঠোঁটে, বলল, 'এর কথাই বলছিলাম, হেলগা। মিস্টার জনসনই আমাকে রেগুলেটরদের কাছ থেকে লুকিয়ে রেখেছিল।'

মহিলার বাড়িয়ে দেয়া হাত ঝাঁকিয়ে ছেড়ে দিল জনসন। হেলগা গর্ডনের বয়স বোঝার কোনও উপায় নেই। পঁচিশ থেকে পঁয়তাল্লিশের মধ্যে, বড় জোর এটুকু আন্দাজে বলা যায়। একজন নারীকে ঈশ্বরের যা যা দেয়ার থাকে তার কিছুতেই কমতি নেই, সবই দিয়েছেন ঈশ্বর। বাদামী চোখ পান পাতা আকৃতির চেহারায় চমৎকার মানিয়ে গেছে। কুচকুচে কালো চুলগুলো মাথার ওপর চুড়ো করে বাঁধা।

হেলগা গর্ডনের পরনে কালো সিল্ক, স্কার্টের ঝুল মেঝে ছুঁয়েছে। গলা জড়িয়ে আছে সাদা লেসের কলার। বাম বুকের ওপর পিন দিয়ে আটকানো একটা সোনার ঘড়ি, ওপরের ডালায় একটা বড় রুবি ঝলমল করছে ল্যাম্পের আলোয়। মহিলার গর্বিত চেহারাকে পবিত্র করে তুলেছে মানানসই পোশাক।

একদৃষ্টিতে জনসনকে তাকিয়ে থাকতে দেখে মিষ্টি করে হাসল হেলগা গর্ডন, সুরেলা কণ্ঠে বলল, 'অসংখ্য ধন্যবাদ, মিস্টার জনসন। তুমি না থাকলে ওই জানোয়ারগুলো জেসিকার ক্ষতি করে দিতে পারত।

'আমি আমার কর্তব্য পালন করেছি, ম্যাম,' গম্ভীর কণ্ঠে বলল জনসন, এখনও তাকিয়ে দেখছে সে হেলগাকে। মহিলার সাথে প্রয়োজনের বেশি কথা বলার ইচ্ছে নেই ওর। রবার্ট মারা গেলে সবচেয়ে বেশি লাভবান হবে হেলগা এবং তার আগের পক্ষের ছেলে মর্ডাক। তাহলে কি মর্ডাক পাঠিয়েছিল

আততায়ী? জানে না জনসন। নিশ্চিত হবার একমাত্র উপায় রবার্ট গর্ডন সম্পর্কে প্রশ্ন করা। মা-ছেলে খুনের সাথে জড়িত থাকলে সতর্ক হয়ে উঠবে, চাইবে নিজেদের পথ পরিষ্কার করতে। বিপদের খাঁড়া নেমে আসবে জনসনের ওপর। কিন্তু এই ঝুঁকি না নিয়ে খুনীকে চেনার কোনও উপায়ও নেই।

মুখ খুলল জনসন, 'মিসেস গর্ডন, আমি এখানে এসেছিলাম রবার্ট গর্ডন সম্পর্কে দু'একটা প্রশ্ন করার জন্য।'

রূপমুগ্ধ পুরুষের দিকে তাকিয়ে মোহিনী হাসি হাসছিল হেলগা গর্ডন, জনসনের কথায় মুখ থেকে হাসি মুছে গেল। ফ্যাকাসে চেহারায় দুশ্চিন্তার ছাপ ফুটে উঠল প্রকটভাবে। কপাল কুঁচকে যাওয়ায় বয়স্কা দেখাচ্ছে এখন মহিলাকে।

'রবার্ট...'

'হ্যাঁ। রবার্টের সাথে দেখা করতে চাই আমি।'

'সে এখানে নেই।' জেসিকার দিকে ফিরল তার সৎমা, 'রাত হয়ে গেছে, জেসিকা, ঘুমাতে চলে যাও। মিস্টার জনসনকেও অনেকটা পথ ফিরতে হবে।'

'আমি খুব ক্লান্ত, মিস্টার জনসন। আর রাত জাগতে পারছি না, দুঃখিত। আরেকদিন কথা হবে,' ঘুরে দাঁড়ানোর আগে বলল জেসিকা, তারপর মসৃণ পদক্ষেপে এগিয়ে গেল দরজা লক্ষ্য করে। দরজা খুলে বেরিয়ে যাওয়ার আগ মুহূর্তে তাকাল সে, হাসিতে ব্যঙ্গ ঝরে পড়ল।

'তুমি কে, মিস্টার জনসন? কোত্থেকে এসেছ? কি চাও এখানে? রবার্টের ব্যাপারে প্রশ্ন করছ কেন তুমি?' জেসিকা ঘর ছেড়ে বেরনোর পর এক নিঃশ্বাসে প্রশ্ন করল হেলগা গর্ডন।

পেছনে নিঃশব্দে খুলে গেছে হল-রুমের দরজা, টের পায়নি জনসন। হঠাৎ অস্বস্তি লাগল ওর। ওরা দুজন ছাড়াও কে একজন যেন আছে ঘরে। ঘাড় ফিরিয়ে তাকাল সে। বিশালদেহী এক লোক দাঁড়িয়ে আছে দরজায়।

'ঝগড়া কি নিয়ে?' প্রশ্ন করল লোকটা।

'ঝগড়া না, মর্ডাক,' শান্ত কণ্ঠে বলল হেলগা গর্ডন। পরিচয় করিয়ে দিল

ওদের। 'এ হচ্ছে মিস্টার জনসন, রেগুলেটরদের হাত থেকে আজ সন্ধেয় জেসিকাকে বাঁচিয়েছে। আর, মিস্টার জনসন, আমার ছেলে জন মর্ডাক,' হাত উঁচিয়ে দরজায় দাঁড়ানো বিশালদেহী লোকটাকে নির্দেশ করল হেলগা। 'বক্স জি'র ফোরম্যান হিসেবে কাজ করছে আপাতত।'

জনসনের উদ্দেশে মাথাটা আধ ইঞ্চি সামনে ঝোঁকাল জন মর্ডাক, কোনও কথা বলল না। একই ভাবে অভিবাদনের জবাব দিল জনসন। অন্তর্ভেদী দৃষ্টি ফিরিয়ে দিল লোকটাকে। অনুভব করল সতর্ক হয়ে ওঠায় ওর ঘাড়ের পেশী শক্ত হয়ে গেছে।

জন মর্ডাক অন্তত ছ'ফুট হবে লম্বায়, কিন্তু চওড়া হাড়, পেশী এবং বিশাল কাঁধের জন্য প্রথম দেখায় অতখানি লম্বা মনে হয় না তাকে দেখলে। চারকোনা চেহারা। নাকটা প্রায় বোঁচাই বলা যায়। চোখের দৃষ্টি শীতল। কি যেন একটা আছে লোকটার মধ্যে, নীরব কিন্তু বিপজ্জনক!

'তোমাকে কয়েকটা প্রশ্ন করেছিলাম, মিস্টার জনসন,' নীরবতা ভাঙল হেলগা গর্ডন।

ইচ্ছার বিরুদ্ধে লোকটার ওপর থেকে চোখ ফিরিয়ে মহিলার দিকে তাকাল জনসন। 'আমিও একটা প্রশ্ন করেছিলাম, ম্যাম, জবাব পাইনি।'

চেহারায় বিরক্তি ফুটলেও হেলগার কণ্ঠস্বর স্বাভাবিক থাকল। 'রবার্ট সম্বন্ধে আমি বেশি কিছু জানি না। ও জেসিকার বড় ভাই, আমার স্বামীর একমাত্র ছেলে।' দু'পা সরে একটা ম্যান্টেলে দেহ ঠেকাল মহিলা। ভাব দেখে মনে হলো পায়ের ওপর ভরসা রাখতে পারছে না আর।

ঘাড় ফিরিয়ে মর্ডাকের দিকে তাকাল জনসন। মনে মনে ভাবছে: দেখে বোঝার উপায় নেই হেলগার মত সুন্দরী মহিলার সন্তান হতে পারে ওই কুৎসিত লোকটা। জন মর্ডাক ওকে মালটানা ঘোড়ার কথা মনে করিয়ে দিল।

'ন'বছর আগে আমার স্বামীর সাথে ঝগড়া করে বাড়ি ছেড়ে চলে গিয়েছিল সে। আর আসেনি। ওর লেখা কোনও চিঠিও পাইনি আমরা কখনও। তুমি জানো সে কোথায় আছে?' চেহারায় হাসি ধরে রাখার চেষ্টা করল হেলগা।

'জানলে এখানে এসে প্রশ্ন করতাম?' চলে যাওয়ার জন্য ঘুরে দাঁড়াল জনসন, দেখল কখন যেন নিঃশব্দে দরজা বন্ধ করে ফিরে গেছে মর্ডাক। দরজার কাছে পৌঁছে নবে মোচড় দিল সে।

'এই রেঞ্জে গোলমাল চলছে, মিস্টার জনসন,' বলল হেলগা। 'আউট-লরা রেগুলেটর নাম নিয়ে খাবলা মারছে আমাদের জমিতে, আজকে নিজেই তো দেখলে বিপদে পড়ে যাচ্ছিল জেসিকা। আমি জানি না কেন এসেছ এখানে, কেন যেন মনে হচ্ছে এসবে জড়িয়ে যাবে তুমি। নিজেও বিপদে পড়বে, আমাদেরও ঝামেলা বাড়বে তুমি এ-অঞ্চলে থাকলে। সবার ভাল হবে যদি চলে যাও।'

'দুঃখিত, মিসেস গর্ডন, কিন্তু আমি আশেপাশেই থাকছি। কেউ না কেউ নিশ্চয় জানে রবার্টের খবর।' ঘর থেকে বেরনোর আগে বলল জনসন।

হিচর‍্যাক থেকে ঘোড়ার দড়ি খুলল সে, র‍্যাঞ্চহাউসের ওপর চোখ বুলাল। একতলা-দোতলার কোনও জানালাতেই আলো দেখা যাচ্ছে না। শীতল একটা হাসি ঝুলে থাকল ওর ঠোঁটে। ফাঁদ পাতা হয়ে গেছে। আগে হোক পরে হোক টোপ গিলবে কেউ না কেউ।

অন্ধকার ছায়া থেকে একটা নির্দেশ দেয়া হলো। কথা বলার সুরে কর্তৃত্ব রয়েছে, গলাটা মর্ডাকের বলে মনে হলো জনসনের।

'যেখানে আছ দাঁড়িয়ে থাকো, একচুলও নড়বে না।' বলল ওর পেছনে ছায়ায় দাঁড়ানো লোকটা, 'আমার হাতে এটা একটা শটগান। তোমার জানা থাকার কথা এত কাছ থেকে তোমাকে দু'টুকরো করে দিতে পারি।'

'আমি জানি,' শান্ত স্বরে বলল রে জনসন।

'তাহলে মন দিয়ে শোনো। এক কথা দ্বিতীয়বার কাউকে বলি না আমি। রবার্ট গর্ডন সম্পর্কে আমাদের কোনও উৎসাহ নেই। ন'বছর আগে তার বাবার সাথে ঝগড়া করে চলে গেছে বদমাশটা। জোহান গর্ডন মরার পর অনেক খোঁজা হয়েছে তাকে, কোনও খবর পাওয়া যায়নি। আমাদের কাছে সে মৃত। আমি চাই না কেউ তার ব্যাপারে খোঁচাখুঁচি করুক। ভাল চাইলে যেখান থেকে এসেছ সেখানে ফিরে যাও, নাহলে পস্তাবে।'

'শুনছি আমি। আর কিছু বলার আছে?'

'হ্যাঁ,' ধমকে উঠল জন মর্ডাক। 'আমার সাথে জেসিকার বিয়ে হবে। জেসিকা বক্স জি'র মালিক, ওর অধিকার যাতে বজায় থাকে সেটা দেখছি আমি। বক্স জি'তে নিজের শেয়ার দাবি করার ইচ্ছা থাকলে এতদিনে ফিরে আসত রবার্ট গর্ডন। আমি চাই না কেউ জেসিকার ধারেকাছে ঘোরাঘুরি করুক। আরেকবার আমি জেসিকার সঙ্গে তোমাকে দেখলে একটা পাইন কাঠের ওভার কোট আর ছয়ফুট বাই তিনফুট জমি পেয়ে যাবে চিরজীবনের জন্য।'

'আর কিছু বলবে?'

'হ্যাঁ। স্যাডলে চেপে ঘোড়া ছোটাও, কলোরাডো থেকে বেরিয়ে যাওয়ার আগ পর্যন্ত পেছনে তাকিয়ো না,' জনসনের কানে মৃত্যুশীতল শোনাল জন মর্ডাকের কণ্ঠ।

ঘোড়ায় উঠল জনসন, হাঁটার গতিতে অন্ধকারে এগোল। স্পষ্ট বুঝতে পারছে কেন জেসিকা লোকটাকে ভয় পায়। স্বেচ্ছায় লোকটাকে বিয়ে করতে রাজি হবে না জেসিকা, কোনও মেয়েই হবে না। মর্ডাক নামের গণ্ডারটাকে বিয়ে করলে যে ক্ষতি হবে তার বেশি ক্ষতি জেসিকার কি করে হতে পারে এই মুহূর্তে ভেবে বের করতে পারল না জনসন।

অনেক বছর আগেই কিশোর বয়সে এই অঞ্চল ছেড়েছে রবার্ট। মর্ডাকও তার সমবয়েসী। যৌবনে মর্ডাক কেমন লোক হবে বলেছিল ওকে রবার্ট। ভুল বলেনি। আবার চিন্তার মোড় ঘুরে গেল জনসনের, ভাবছে রবার্ট আর ওর নিজের কথা।

অ্যারিজোনার স্যান রেমন শহরের মার্শাল ছিল রে জনসন, ওর সাথে রবার্টের বন্ধুত্বটাও ওখানেই হয়। স্টেজ ড্রাইভারের চাকরির সুবাদে বেশিরভাগ সময়ই শহরের বাইরে থাকত রবার্ট, তবে এক সাথেও প্রচুর সময় কাটিয়েছে ওরা। পরস্পরের অজানা কিছুই ছিল না ওদের।

এপ্রিলে অপরিচিত একলোক স্যান রেমনে এল। জনসন প্রথমে তার হাবেভাবে মনে করেছিল লোকটা বোধহয় বাউন্টি হান্টার, কিন্তু পরে জানতে

পারল সিডার শহরের জাজ তাকে পাঠিয়েছে রবার্টকে খুঁজে বের করার জন্য। লোকটা নিজের পরিচয় দেয় ডিটেকটিভ হিসেবে। শহর ছেড়ে চলে যাওয়ার আগে জানায় রবার্টের বাবা অসুস্থ, র‍্যাঞ্চারের পরবর্তী নির্দেশ আসার আগ পর্যন্ত যেন শহর না ছাড়ে রবার্ট।

যাওয়া উচিত হবে কিনা ওকে জিজ্ঞেস করেছিল রবার্ট, জনসন বলেছিল অপেক্ষা না করতে। রবার্ট প্রায়ই বলত ওর মায়ের মৃত্যুর পর কিরকম বদলে গিয়েছিল জোহান গর্ডন। কিছুদিন অপেক্ষা করে হেলগা নামের এক ডাইনীকে বিয়ে করে র‍্যাঞ্চার। মহিলা তার ছেলে মর্ডাককেও নিয়ে আসে র‍্যাঞ্চে। মর্ডাকের সাথে কখনোই সম্পর্ক ভাল যায়নি রবার্টের। বিনা কারণে ওর সাথে ঝগড়া বাধাত মর্ডাক। স্ত্রীর কথা শুনে সবসময়েই মর্ডাকের পক্ষ নিত ওর বাবা। শেষ পর্যন্ত সহ্যের বাইরে চলে গিয়েছিল ব্যাপারটা, ঘর ছাড়তে বাধ্য হয়েছিল রবার্ট।

জনসনের কথা শোনেনি রবার্ট, বলেছিল ইচ্ছে হলে ছেলেকে নিজেই ডাকবে জোহান গর্ডন। তার আগে যাবে না সে কলোরাডোতে। অনেক চেষ্টা করেও ওর মত বদলাতে পারেনি জনসন।

তারপর মে মাসের এক সন্ধেয় টুকসন থেকে স্টেজ নিয়ে ফিরল রবার্ট। বাড়ি যাওয়ার পথে ওর পিঠে গুলি করল আততায়ী। জনসন ওখানে পৌঁছুনোর পর মাত্র মিনিট খানেক বেঁচে ছিল ওর বন্ধু।

লণ্ঠনের আলোয় চারপাশের জমি পরীক্ষা করল জনসন, সন্দেহজনক কোনও কিছু ওর নজরে পড়ল না। বেশিকিছু জানারও প্রয়োজন ছিল না ওর, স্যান রেমন ছোট শহর। একমাত্র হোটেলে একজন বোর্ডার এসেছে জানত সে, হোটেল ডেস্কে খোঁজ নিয়ে দেখল গুলির শব্দ হবার মিনিট বিশেক আগে চেক আউট করেছে অচেনা লোকটা। অনুসরণ করল সে, বারবার ট্রেইল হারিয়ে আবার খুঁজে বের করল এখানে পৌঁছার আগ পর্যন্ত।

রবার্টকে হত্যার পেছনে মর্ডাকের হাত থাকার সম্ভাবনা সবচেয়ে বেশি। রবার্ট মারা গেলে সবচেয়ে লাভবান সে-ই হবে। ওর হাতে কোনও প্রমাণ নেই, তিক্ত মনে ভাবল জনসন। তবে সত্য আড়াল থেকে বেরিয়ে আসবেই,

তার আগ পর্যন্ত এই এলাকা ছেড়ে নড়বে না সে।

চার

আগের অবস্থান থেকে সরে এসে মেসার নিচদিকে ক্রীকের ধারে ক্যাম্প করল জনসন, সারারাত কাটিয়ে দিল সতর্কাবস্থায়। সিডার শহরে পৌঁছুল প্রথম সকালে। সবে মাত্র স্যান জুয়ানের চূড়াগুলোর পেছনে উঁকি দিয়েছে লাল সূর্য, আঁধার হটিয়ে উপত্যকা থেকে উপরের মেসায় দিনের আলো ছড়াতে শুরু করেছে।

উপরের পুরো রেঞ্জটাই বক্স জি র‍্যাঞ্চের। চমৎকার ঘাস জমি। রবার্টের বলা কথাগুলো মনে পড়ল ওর। উতে ইণ্ডিয়ানদের সাথে লড়াই করে জমির পরিমাণ বাড়িয়েছে জোহান গর্ডন। পিস্তল ধরতে হয়েছে সেসময় পদে পদে। ঝর্না, শীতেও ঘাস থাকে এরকম মেসা, সিডার-পাইনে মোড়া টিলা এসব বিনা যুদ্ধে ছেড়ে দেয়নি ইণ্ডিয়ানরা।

লেগে থাকার পুরস্কারও পেয়েছে র‍্যাঞ্চার, এই অঞ্চলের সবচেয়ে প্রভাবশালী লোক ছিল সে। দ্বিতীয়া স্ত্রীর শখ পূরণেই হোক বা নিজের, বিশাল প্রাসাদের মত পাথরের র‍্যাঞ্চহাউস বানিয়েছে সে লোক দেখানোর জন্য। বোঝা যায় উচ্চাকাঙ্ক্ষা বা টাকা কোনটারই অভাব ছিল না লোকটার।

মর্ডাক এখন বক্স জি'র ফোরম্যান-মালিক। জোহান গর্ডনের অর্জিত সাফল্যে সন্তুষ্ট থাকবে না লোকটা, তাকে নিজের কিছু অর্জন করতে হবে জেসিকার কাছে যোগ্যতা প্রমাণ করার জন্য। হঠাৎ ক্ষমতা পেয়ে উন্মাদ হয়ে উঠেছে লোকটা। এ ধরনের মানুষদের চেনে জনসন, অন্যায় দখলের মাধ্যমে জমির পরিমাণ বাড়িয়েই চলবে মর্ডাক উপযুক্ত কেউ বাধা দেয়ার আগ পর্যন্ত।

সেক্ষেত্রেও মৃত্যুর আগে পর্যন্ত লড়াই হবে দু'জনের, প্রতিপক্ষ শেষ না হলে থামবে না।

উপত্যকার উপরের দিকের রেগুলেটর বা শহরের লোকজন এখন নিশ্চয়ই অনেক বেশি অনিশ্চয়তার মধ্যে বাস করছে জোহান গর্ডনের মৃত্যুর পর। বুড়ো গর্ডনের চোখের সামনে গড়ে উঠেছে সিডার শহর। বাধা দেয়নি সে, কর্তৃত্ব বজায় রাখতে পেরেই খুশি ছিল। কিন্তু মর্ডাক কিসে সন্তুষ্ট হবে বা হবে কিনা বলা মুশকিল।

পরিষ্কার নীল আকাশ জানিয়ে দিচ্ছে আজকের দিনটা গরম যাবে। অনেক দূরে পুবের গ্র্যানিট চূড়াগুলোর কাছে ঝুলছে কয়েক টুকরো লাল মেঘ। শহরের প্রধান সড়কে গোড়ালি-উঁচু ধুলো। দমকা বাতাসে উড়ছে। কালকের মেঘগুলো এখানে এসে বৃষ্টি হয়ে নামার আগেই ফুরিয়ে নিঃশেষ হয়ে গেছে। চারপাশের জমি দেখে জনসনের মনে হলো গত এক সপ্তাহে বৃষ্টি হয়নি এদিকে। তারপরও উপত্যকা আর শহরের দু'পাশে সবুজ ঘাসে মোড়া জমি রয়েছে প্রচুর।

শহরের শেষ প্রান্তে বয়ে গেছে একটা ক্রীক। ওখান থেকে পানি নিয়ে যতদিন জমি সেচতে পারবে ছোট র্যাঞ্চাররা, ততদিন মর্ডাকের চক্রান্তকে কাঁচকলা দেখিয়ে র্যাঞ্চিঙ করতে কোনও অসুবিধা হবে না রেগুলেটরদের। কঠিন পশ্চিমে টিকে থাকতে হলে প্রথম প্রয়োজন পানি।

সূর্যের প্রথম রশ্মিতে অলস আড়মোড়া ভেঙে জেগে উঠছে সিডার শহর। অপরিকল্পিত ভাবে গড়ে উঠেছে গোটা শহরটা। বাড়িগুলো এলোমেলো, ছড়ানো ছিটানো। রাস্তার দু'পাশে সারিবদ্ধ দোকানগুলোর ফলস ফ্রন্ট খানিকটা বেরিয়ে এসেছে। সবকিছুতেই জরাজীর্ণ পরাজিত একটা ভাব, যেন শহরবাসীদের মানসিক অবস্থার বাস্তব চিত্র ফুটে উঠেছে। নতুন রঙ দরকার। আগাছা জন্মেছে খালি প্লটগুলোতে, বোর্ডওয়াকের ফাঁকেও—দেখেই বোঝা যায় মরা শহর, বাড়ন্ত নয়।

হাতের বামপাশে রেখে একটা চার্চ পেরল জনসন। শহরের একমাত্র চকচকে জিনিস, চার্চ বেলটা ঝুলতে দেখল টাওয়ারে। রাস্তার উল্টোদিকে

পাদরির বাড়ি। একটা রঙ জ্বলা বোর্ডে লেখা আছে, রিচার্ড গ্রাহাম, মিনিস্টার।

পাদরির বাড়ির পর একসারিতে কয়েকটা দোকান। ড্রাগস্টোর, স্যাডল শপ, জেনারেল স্টোর ইত্যাদি। উল্টোদিকে গির্জার পাশে আগাছায় ভরা ফাঁকা জমি। শহরের মাঝ বরাবর রাস্তায় ঘোড়ার রাস টেনে ধরল জনসন। একটা স্টোরের মাথায় বড় একটা কাঠের তীর উত্তর দিক নির্দেশ করছে। নিচে দুটি মাত্র শব্দ লেখা আছে বড় করে: বক্স জি।

আসলে জোহান গর্ডনের ক্ষমতা জাহির করছে তীর চিহ্ন আর লেখাগুলো, দেখিয়ে দিচ্ছে সবচেয়ে দামী লোকটার আবাস কোথায়। মারা গেছে র‍্যাঞ্চার, কিন্তু সাহস করে ওগুলো নামানোর সাধ্য এখনও হয়নি কারও। একবার পায়ের তলায় চলে গেলে সাহস ফিরে পাওয়া প্রায় অসম্ভব একটা কাজ।

বড় রাস্তাটাকে আড়াআড়ি থামিয়ে দিয়ে বয়ে যাচ্ছে চওড়া একটা ক্রীক। পুব থেকে সরু একটা পথ এসে মিলেছে মেইন স্ট্রীটে, ওটা ধরে কিছুদূর গেলেই ক্রীক পার হওয়ার জন্য কাঠের একটা ব্রিজ। দেখা যাচ্ছে ক্রীকের ওপারেও দু'তিনটা কাঠের বাড়ি আছে। দক্ষিণ দিক থেকে শহরে প্রবেশ করেছে জনসন। রাস্তাটা ওদিকে বাঁক নিয়ে সরু ফিতের মত চলে গেছে উপত্যকার ওপর দিয়ে মেসা আর পাহাড়ের দিকে।

রাস্তা ধরে আরও কিছুদূর এগিয়ে আবার স্ট্যালিয়নটাকে থামাল জনসন। অলস ভঙ্গিতে একটা সিগারেট রোল করে ধরিয়ে নজর বোলাল রাস্তার দু'পাশে। স্ট্যাম্পিড সেলুনটা হাতের ডানপাশে, রাস্তার কোনায়। পাশেই ইটের তৈরি দুইতলা ব্যাংক ভবন। উল্টোদিকে হোটেল আর লিভারি স্টেবল। ওগুলোর গায়ে গা ঠেকিয়ে আরও কয়েকটা বাড়ি।

একটা ব্যাপার লক্ষ করে অবাক হলো জনসন। ক্রীকের তীরের উইলো গাছগুলো ছাড়া গোটা শহর একেবারে নেড়া। ফাঁক জমিতেও গাছ লাগায়নি কেউ। লোকজন কি এতই নিশ্চিত যে স্থায়ীভাবে তাদেরকে এখানে থাকতে দেবে না বক্স জি র‍্যাঞ্চের আগ্নেয়াস্ত্র!

সকালের লালচে আলোয় এ মুহূর্তে রাস্তাটা প্রায় ফাঁকা। একটা লাল-সাদা

ছোপওয়ালা কুকুর রোদ পোহাচ্ছে বোর্ডওয়াকে ধুলোর মধ্যে খাবার খুঁটতে খুঁটতে হঠাৎ মাথা উঁচু করল একটা মোরগ, ঝুঁটি নাড়িয়ে ডেকে উঠল কুৎসিত একটা গলাছেলা মুরগিকে লক্ষ করে। এগোতে শুরু করল পায়ে পায়ে।

লিভারি স্টেবলের খোলা দরজার সামনে ঘোড়া থেকে নামল জনসন। ছায়ায় দাঁড়িয়ে ওর মনে শান্তি ফিরে এল। চারদিক উত্তপ্ত হয়ে উঠতে শুরু করেছে। অফিসরুম থেকে বেরিয়ে ওর দিকে এগিয়ে এল লোকটা। তার ভেস্টে গ্রিজ দেয়া চকচকে স্টার ঝুলতে দেখে জনসন বুঝল এই লোক শহরের মার্শাল। লোকটার হাঁটার ভঙ্গি ধীর। কুঁজো হয়ে হাঁটে। ভাব দেখে মনে হয় দুনিয়া ধ্বংস হয়ে গেলেও জোরে পা চালাতে রাজি নয় সে।

কাছে এসে নড করল লোকটা। জনসনের দিক থেকে দৃষ্টি সরিয়ে ঘোড়াটাকে দেখল সে, তারপর আবার কৌতূহলী দৃষ্টি ফিরে এসে স্থির হলো জনসনের ওপর। মেয়েলি নাকি স্বরে বলল, 'মনে হচ্ছে অনেক পথ পাড়ি দিয়ে এসেছ।'

সম্মতির ভঙ্গিতে মাথা ঝাঁকাল জনসন। 'জই দিয়ো বুলেটকে,' আঙুল তুলে কালো স্ট্যালিয়নটাকে দেখাল সে, 'তারপর ভালমত দলাই মলাই করবে।'

আগে বেড়ে লাগামের রশি ধরল লোকটা। তার দিকে ডানহাত বাড়িয়ে দিয়ে নিজের নাম জানাল জনসন। 'আমি জো হকিন্স, শহরের মার্শাল। স্টেবলটা দিয়েছি উপরি আয়ের জন্য,' হাতটা ঝাঁকিয়ে দিয়ে বলল হকিন্স।

'কাউন্টির শেরিফের অফিস কি এ-শহরেই?'

'না। লোকবসতি নেই, ভোট কম বলে এখানে আসার ঝামেলাতেও যায় না শেরিফ।' পুব দিকে মাথা ঝাঁকিয়ে নির্দেশ করল হকিন্স, 'ওদিকে অনেক দূরের এক মাইনিঙ ক্যাম্পে তার অফিস। লোকের প্রয়োজন নেই, তবু আমিই এখানে আইনের রক্ষক। একাধারে মার্শাল এবং ডেপুটি শেরিফ। অবশ্য কোনও কাজ করতে হয় না আমাকে। এখানে কোনও ঝামেলাই হয় না, মিস্টার জনসন।'

'শিগ্‌গিরই হবে,' মনে মনে বলল জনসন, মুখে জিজ্ঞেস করল, 'এখানের

হোটেলটা কেমন?'

'চমৎকার,' হাসল হকিন্স। 'ছারপোকাদের খুশির সীমা থাকবে না। বাঁচতে চাইলে তারচেয়ে এখানে ঘুমিয়ো,' স্টেবলের ভেতর খড়ের স্তূপ দেখাল সে। 'খেতে চাইলে রাস্তার শেষ মাথায় রেস্টুরেন্ট। খাবার ভাল, কিন্তু একেবারে ছিলে রেখে দেবে।'

'বেশ কয়েকদিন থাকব আমি এখানে,' ইতস্তত করে বলল জনসন, 'শহরে কেউ টাকার বিনিময়ে বোর্ডারদের থাকতে দেয়?'

মাথা নাড়ল হকিন্স, পরমুহূর্তেই উজ্জ্বল হয়ে উঠল তার চেহারা। 'স্বামী মারা যাওয়ায় শ্বশুরের বাড়িতে উঠেছে জিনা গিলক্রিস্ট। দু'জনেই বেশ অর্থকষ্টে আছে। ওদের ওখানে গিয়ে দেখতে পারো।'

'কোথায়?'

'ব্রিজ পেরিয়ে ডানদিকের প্রথম বাড়িটা। দেখলেই চিনবে, উঠানে তারের বেড়া আছে।'

স্যাডলের পেছনে বাঁধা ওয়ার স্যাকের দড়ি খুলল জনসন, একটা কথাও না বলে স্যাকটা কাঁধে ফেলে বেরিয়ে এল রাস্তায়। 'চিন্তা কোরো না, ঘোড়ার যত্ন নিতে জানি আমি,' পেছন থেকে বলল হকিন্স।

ব্রিজ পেরল জনসন, উত্তর দিক থেকে শব্দ শুনে তাকাল। দ্রুত ঘোড়া ছুটিয়ে শহরের দিকে এগিয়ে আসছে দশ-বারো জন রাইডার, তাদের নেতৃত্ব দিচ্ছে জন মর্ডাক! মর্ডাকের পাশে বাকস্কিনের স্যাডলে বসে আছে ছোটখাট কৃশকায় এক লোক।

ওকে মর্ডাক দেখেছে কিনা বুঝতে পারল না জনসন। স্ট্যামপিড সেলুনের সামনে ধুলোর ঝড় তুলে ঘোড়া থামাল লোকগুলো, লাফ দিয়ে নেমে হিচর‍্যাকে দড়ি বাঁধতে ব্যস্ত হয়ে গেল। মর্ডাকের পাশে দাঁড়ানো ছোটখাট লোকটা সিক্সগান ড্র করল। গুলির শব্দের সাথে সাথে সেলুনের সুইঙ ডোরের উপরে বসানো এলকের জোড়া শিঙের একটা আরো একটু খাটো হয়ে গেল। মর্ডাকের ভারী কণ্ঠস্বর শোনা গেল। 'যথেষ্ট হয়েছে, এবার থামো!'

জনসন লক্ষ করল মর্ডাক আর কৃশকায় লোকটা ছাড়া বক্স জি'র আর

কোনও কাউহ্যান্ড অস্ত্র বহন করছে না। সিক্সগান ঝোলালে অনেককেই বেমানান দেখায়, গম্ভীর চেহারায় ভাবল জনসন। কিন্তু মর্ডাক বা ওই লোকের উরুতে সিক্সগান না থাকলেই বরং দেখতে অস্বাভাবিক লাগবে। বেঁটে লোকটা বোধহয় এককাঠি সরেস। হোলস্টারের উপরের অংশ কাটা, সিক্সগানের ট্রিগার গার্ড পর্যন্ত বেরিয়ে আছে।

বক্স জি'র পেরোলে এধরনের লোক থাকতেই হবে, পশ্চিমে অস্তিত্ব টিকিয়ে রাখতে হলে বড় র‍্যাঞ্চের গানহ্যান্ড দরকার। লোকটা কারও বিরুদ্ধে সিক্সগান ধরছে কিনা সেটা বড় কথা নয়, শুধু বক্স জিতে নাম লিখিয়েই বেতন হালাল করে নিচ্ছে সে।

এই জাতের সাথে আগেও মোলাকাত হয়েছে জনসনের। স্মৃতি মনে পড়ায় শীতল হাসি ফুটল ওর ঠোঁটে।

জনসনের ওপর চোখ পড়ল মর্ডাকের। এতদূর থেকেও টের পেল জনসন ওকে চিনতে পেরে রাগে কাঁধের পেশী শক্ত হয়ে গেছে মর্ডাকের। ইচ্ছে করেই অলস ভঙ্গিতে ঘুরে দাঁড়িয়ে গিলক্রিস্টদের বাড়ি লক্ষ্য করে হাঁটতে শুরু করল সে। শুনতে পেল পেছন থেকে চেঁচিয়ে কি যেন নির্দেশ দিচ্ছে মর্ডাক। ঘাড় ফিরিয়ে দেখল সেলুনে ঢুকছে লোকগুলো।

ব্রিজ পেরিয়ে কিছুদূর যেতেই হাতের ডানে গিলক্রিস্টদের কাঠের এক তলা বাড়িটা। বেড়া দিয়ে ঘেরা পেছনের উঠান ক্রীকের পাড়ে এসে শেষ হয়েছে। জনসন লক্ষ করল শহরে এই বাড়িটাতেই একমাত্র নতুন রঙ করা হয়েছে।

সামনের আঙিনা দিয়ে ভেতরে ঢুকে দরজায় নক করল সে। দরজা খুলল পঁচিশ-ছাব্বিশ বছরের এক হাসিখুশি সুন্দরী যুবতী। সে-ই মিসেস গিলক্রিস্ট কিনা জিজ্ঞেস করায় ছোট্ট করে মাথা ঝাঁকাল।

অস্বস্তিতে পড়ে গেল জনসন, ভাবল এখানে আসাটা ওর উচিত হয়েছে বলে মনে হচ্ছে না। দরজার পাল্লা ধরে একটু ঝুঁকে দাঁড়িয়ে আছে অন্তঃসত্ত্বা মহিলা। দৃষ্টিতে কৌতূহল। 'আমি থাকার জায়গা খুঁজছিলাম। হকিন্স স্টেবলে বলল...' বিড়বিড় করল জনসন, কথা শেষ করল না। কিভাবে কথাটা বলা যায়

ভেবে পেল না, এখানে এসেছে বলে রেগে উঠল নিজের ওপর।

'কি বলতে চাইছ আমি বুঝতে পেরেছি মিস্টার...'

'জনসন। রে জনসন।' তড়িঘড়ি কথা যোগাল জনসন।

'এখানে থাকতে পারো, মিস্টার জনসন। পরিষ্কার একটা খালি রুম আছে, বিছানাটাও নরম। তুমি চাইলে তোমার খাবারের ব্যবস্থাও করব আমি।'

মনস্থির করতে পারল না জনসন। এই অবস্থায় মহিলা ওর জন্য বাড়তি পরিশ্রম করলে নিজের কাছেই খারাপ লাগবে ওর। জনসনকে ইতস্তত করতে দেখে হাসি মিলিয়ে গেল যুবতীর মুখ থেকে, উদ্বেগ ফুটে উঠল। 'চলে যাওয়ার আগে ঘরটা একবার দেখে যাও অন্তত। আমার অবস্থা নিয়ে চিন্তা কোরো না, তোমার সব কাজ করে দেব আমি। জামাকাপড় ধোয়া...'

'চলো ঘরটা দেখব,' দ্বিধা ঝেড়ে ফেলে বলল জনসন। যুবতীর পেছন পেছন বাড়িতে ঢুকল।

জিনা গিলক্রিস্টের কথা মিথ্যে নয়। চমৎকার একটা ঘর। পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন। দু'দিকের জানালা দিয়ে সকালের উজ্জ্বল আলো আসছে। দেয়ালের পাশে জনসনকে ওয়ার স্যাকটা নামিয়ে রাখতে দেখে উদ্বেগ কেটে স্বস্তি ফুটে উঠল মহিলার চেহারায়, বলল, 'আমাদের টাকা দরকার, মিস্টার জনসন। পরিমাণে অল্প হলেও আমাদের কাজে আসবে।'

'আমি থাকছি। তবে যখনই তোমার পক্ষে কাজ করা কষ্টকর হবে...'

'আমি তোমাকে জানাব, মিস্টার জনসন,' পেটের ওপর ডানহাত রেখে ওকে থামিয়ে দিল মিসেস গিলক্রিস্ট, যেন বোঝাতে চাইল পৃথিবীতে ভেতরের শিশুর আগমন এখনও অনেক দেরির কথা। বলল, 'আমার শ্বশুর এখন নেই, বিকেলে আসবে। করাত কল আছে তার...'

ওয়ালেট থেকে একটা স্বর্ণ ঈগল বের করে মহিলার হাতে দিল জনসন, কোমল কণ্ঠে বলল, 'অগ্রিম। শেষ হওয়ার আগেই জানিয়ো। ভাড়াটা আগেই দিতে চাই, যে কোনও দিন শহর ছেড়ে চলে যেতে পারি আমি।'

'ধন্যবাদ, মিস্টার জনসন, বারোটার সময় তোমার জন্য লাঞ্চ তৈরি থাকবে।' ঘর ছেড়ে বেরনোর আগে বলল মিসেস গিলক্রিস্ট। মনে মনে

জনসন আন্দাজ করার চেষ্টা করল মহিলার স্বামী কিভাবে মারা গেছে। মনটা খারাপ হয়ে গেল। প্রকৃতির এই নিষ্ঠুরতার মানে বোঝে না সে। এত কম বয়সে মেয়েটার কাছ থেকে তার স্বামীকে কেড়ে নিয়ে কার কি লাভ হলো! একটা শিশু পৃথিবীতে আসবে, বড় হবে, কিন্তু কখনোই জানবে না তার বাবা কেমন ছিল।

বাড়ি থেকে বেরিয়ে ব্রিজ পেরিয়ে সেলুনের দিকে হাঁটতে শুরু করল জনসন। কাছাকাছি পৌঁছে চোখ তুলে তাকাল। দেখে বোঝা যায় সেলুনের জাঁকজমক ছিল এক সময়, এখন মলিন হয়ে গেছে। জানালার ময়লা কাঁচগুলো জায়গায় জায়গায় ঘসা খাওয়া, অস্বচ্ছ। দেয়ালের রঙ চটে গেছে অনেক জায়গায়। সুইঙ ডোরের ওপর কাত হয়ে লটকে আছে শিঙ ভাঙা এলকের করোটি মর্ডাকের গানম্যানের মত লোকদের স্মৃতি বয়ে।

সেলুনের সামনে বোর্ডওয়াকে দাঁড়িয়ে সময় নিয়ে একটা সিগারেট তৈরি করল জনসন। ধরাল। তারপর দৃঢ়পায়ে সুইঙ ডোর ঠেলে সেলুনের ভেতরে প্রবেশ করল। বারের দিকে পা চালিয়ে দেখল মাঝ কাউন্টারে গানহ্যাণ্ডের পাশে দাঁড়িয়ে আছে মর্ডাক। বাকি কাউবয়রা বড় ঘরটার চারপাশে ছড়িয়ে ছিটিয়ে আছে। বেশির ভাগই পেছনের পোকার টেবিলে পোকার খেলায় ব্যস্ত। বারের এক কোণে দাঁড়িয়ে আছে রেগুলেটরদের প্রেসিডেন্ট ডেভিস ক্লেয়ার, দৃষ্টি নিবদ্ধ সামনের বিয়ারের মগে। তার পাশে দাঁড়ানো আরেকজনকে চিনতে পারল জনসন। লোকটা জেসিকাকে ধাওয়াকারী দলে ছিল গত রাতে।

বারটেণ্ডার কাউন্টারের মেহগনি কাঠ তোয়ালে দিয়ে মুছতে মুছতে ওর দিকে সরে এল। 'বিয়ার,' অর্ডার দিল জনসন। এক মগ বিয়ার কাউন্টারের ওপর দিয়ে ঠেলে দিল বারটেণ্ডার, মগটা এসে থামল ঠিক জনসনের সামনে। একই উপায়ে একটা নিকেলের কয়েন সাদা অ্যাপ্রন পরা বারকীপের সামনে পৌঁছে দিল জনসন। সে জানে মর্ডাক আর ডেভিস ক্লেয়ার দু'জনেই ওকে ঢুকতে দেখেছে, তবু লোকগুলোর মধ্যে এই মুহূর্তে কোনও চাঞ্চল্য দেখা গেল না।

নীরবতা ভাঙল জনসন, ক্লেয়ারের কানে যাবে নিশ্চিত হবার জন্য উঁচু গলায় বারটেণ্ডারের উদ্দেশে বলল, 'বোধহয় অবস্থা স্বাভাবিক না এদিকের। এখানে আসার পর থেকে সবার কাছেই রবার্ট গর্ডনের খবর নেয়ার চেষ্টা করেছি, কিন্তু কেউ কিছু বলতে পারেনি। ছোটবেলাটা এখানে কাটিয়েছে রবার্ট, হাওয়া থেকে উড়ে এসে জুড়ে বসেনি যে কেউ কিছু জানবে না ওর ব্যাপারে। আবার কেউ কেউ তো চায় ওকে মৃত বলে ধরে নিতে।'

চোখ বার কাউন্টারের দিক থেকে না ফিরিয়েও জনসন বুঝতে পারল সমস্ত মাংসপেশী শক্ত হয়ে গেছে মর্ডাকের। ঘুরে দাঁড়িয়ে দরজার দিকে এগোচ্ছে ডেভিস ক্লেয়ার সঙ্গীর হাত আঁকড়ে ধরে। ধীর কিন্তু নিশ্চিত পায়ে জনসনের দিকে এগুলো মর্ডাক। কাছে চলে আসার পর ঘুরে দাঁড়িয়ে জনসন দেখল লোকটার চওড়া, চৌকো চেহারা রাগে টকটকে লাল হয়ে গেছে। দু'চোখে বিরক্ত র‍্যাটল স্নেকের ভয়াল চাহনি।

'তাহলে আমার কথা শোনোনি তুমি, চলে যাওনি,' শান্ত, গম্ভীর স্বরে বলল মর্ডাক।

'তোমার কথা ঠিকই শুনেছি,' নির্বিকার চেহারায় বলল জনসন, 'কিন্তু চলে যাইনি।'

মর্ডাকের গানম্যান সঙ্গী কাউন্টার থেকে সরে ঘরের মাঝখানে দাঁড়াল। শরীর আরেকটু ঘোরাল জনসন, দু'জনের ওপরই নজর রাখতে চায়। কৃশকায় গানম্যানের ঘোলা, ফ্যাকাসে নীল চোখ দুটোয় ব্যাকুলতা দেখতে পেল জনসন। ওর অনুমান মিথ্যে নয়। এই লোক জাত খুনী, টাকার জন্য নয়, হত্যার পৈশাচিক আনন্দে খুন করে লোকটা।

দু'তিনটে চেয়ার পেছনে ঠেলে দেয়ায় মেঝের ওপর শব্দ তুলে পিছলে গেল। একটা পোকার টেবিল উল্টে যাওয়ায় মেঝেতে ছড়িয়ে পড়ল চিপসগুলো। ঘাড় ফিরিয়ে তাকাল জনসন। বক্স জি র‍্যাঞ্চের চারজন পাঞ্চার এগিয়ে আসছে ওর দিকে। তিন দিক দিয়ে ঘেরাও হয়ে গেছে জনসন। পেছনে ওর পিঠের কাছে বার কাউন্টার। ফাঁদে পড়ে গেছে সে, কোনও দিকে যাওয়ার উপায় নেই।

বারটেণ্ডারের দিকে খেয়াল ছিল না জনসনের, কিন্তু কাউন্টারের পেছন থেকে একটা শটগানের ব্যারেল ওর পিঠে খোঁচা দেয়ায় অবাক হলো না সে। মর্ডাকের বিরুদ্ধে জনসনকে লড়তে দিয়ে বারের ভবিষ্যৎ অন্ধকার করবে না বারটেণ্ডার। এটাই স্বাভাবিক। গোটা শহর মর্ডাকের পায়ের তলায়, লোকজনের জীবন তার হাতের মুঠোয়। শহরটা ধ্বংস করে দিলেও কারও কিছু বলার নেই। কাউন্টির ভোটহীন শেষ প্রান্তে খোঁজ নিতে আসবে না শেরিফ কখনোই।

গানফাইট হবে না এখানে, স্পষ্ট বুঝতে পারল জনসন। প্রতিপক্ষ হিসেবে মর্ডাককে ছোট করে দেখেছে সে। বারোটায় মিসেস গিলক্রিস্টের তৈরি লাঞ্চ খাওয়া হবে না ওর। বারোটা পর্যন্ত বেঁচে থাকলে কপালের জোর বলতে হবে। লড়াইটা শুধু ওর আর মর্ডাকের মধ্যে সীমাবদ্ধ থাকবে না।

গানম্যানের উদ্দেশে মাথা ঝাঁকিয়ে মর্ডাক বলল, 'সিক্সগান ছোঁয়ার সুযোগ দিয়ো, ক্রফোর্ড। কিন্তু বাঁটে হাত পৌঁছুনোর আগেই গেঁথে ফেলো।'

নামটা বিদ্যুৎ চমকের মত ঝলসে উঠল জনসনের মাথায়। ক্রফোর্ড! নরম্যান ক্রফোর্ড! এই নাম আগেও শুনেছে সে। সাবধান করার জন্যই যেন ওর পিঠে ব্যারেলের চাপ মৃদু বাড়াল বারটেণ্ডার।

বারের দিকে ফিরে কাউন্টারের ওপর থেকে প্রায় খালি একটা হুইস্কির বোতল তুলে নিল জন মর্ডাক। মাথার ওপর বোতলটা তুলে ধরে ধীর গতিতে এগুলো জনসনের দিকে, খুশিতে ঘড়ঘড় শব্দ উঠছে তার বুকের গভীর থেকে।

পাঁচ

জনসনের একেবারে কাছে চলে আসার পর বারটেণ্ডারকে উদ্দেশ করে মাথা

ঝাঁকাল মর্ডাক। 'ঠিক আছে, ফিলিপ।' পিঠের ওপর থেকে ব্যারেলের চাপ সরে গেল। স্থির দৃষ্টিতে মর্ডাকের দিকে তাকাল জনসন। শটগানের ব্যারেল বাতাস কেটে ওর নাকে আছড়ে পড়ার আগে টের পেল না কিছু। প্রচণ্ড আঘাতে নাকের হাড় গুঁড়ো হয়ে গিয়েছে বলে মনে হলো জনসনের। চেহারা কুঁচকে উঠল অসহ্য ব্যথায়, মুখ দিয়ে কোনও শব্দ হলো না। অনুভব করল নাকের দু'ফুটো দিয়ে কুলকুল করে নামছে রক্ত।

মাটিতে হাঁটু মুড়ে বসে পড়ল জনসন, হাত বাড়াল হোলস্টারের দিকে। আগেই আন্দাজ করেছিল জন মর্ডাক, এক পা পিছিয়ে গায়ের জোরে ওর মুখে লাথি মারল লোকটা। সবুট লাথির আচমকা আঘাতে চিত হয়ে কাঠের মেঝেতে আছড়ে পড়ল জনসন। পাঞ্চারদের উদ্দেশে বলে উঠল মর্ডাক, 'এগিয়ে এসে ওকে তুলে ধরো।' হাতে অব্যবহৃত হুইস্কির বোতলটা কাউণ্টারে নামিয়ে রাখল সে।

গড়িয়ে উপুড় হলো জনসন, পেটের কাছে একহাত গার্ড রেখে ডান হাত আর হাঁটুর সাহায্যে উঠে দাঁড়ানোর চেষ্টা করল। ওর মাথার পেছন দিকে আবার লাথি ঝাড়ল মর্ডাক। ব্যথার তরঙ্গ হাত-পা অবশ করে দিল। আবার মুখ থুবড়ে পড়ল জনসন। অনুভব করল কারা যেন ওকে টেনে তুলল মেঝে থেকে। হোলস্টার থেকে সিক্সগান বের করে নিয়ে কাউণ্টারের ওপর ছুঁড়ে দেয়ার শব্দ কানে এল ওর।

'ঠিক মত ধরে রাখো,' বলল মর্ডাক, 'আমি কাজ শেষ করার পর ওর মনে হবে চলে গেলেই ভাল করত।'

মাথা ঝাঁকিয়ে পেছন দিকে দাঁড়ানো কাউ পাঞ্চারের মুখে আঘাত করল জনসন। শরীর মুচড়ে নিজেকে ছাড়ানোর ফাঁকে লাথি ছুঁড়ল মর্ডাককে লক্ষ্য করে। সতর্ক মর্ডাক আগেই সরে গেছে, লাথিটা লাগল না।

চেষ্টা করেও মুক্ত হতে পারল না জনসন। প্রতিপক্ষ সংখ্যায় অনেক বেশি। পেছন থেকে হাত দিয়ে বেকায়দা ভঙ্গিতে পেঁচিয়ে রেখেছে একজন ওর গলা। আরও দু'জন ওর দু'হাত মুচড়ে পিঠের উপর দিকে ঠেলছে। আর একটু চাপ বাড়ালেই কাঁধের জয়েন্ট খুলে অকেজো হয়ে যাবে হাত দুটো। নড়ার

ক্ষমতা হারাল জনসন, ঘামছে দরদর করে।

ওর অবস্থা দেখে হাসি ফুটে উঠল মর্ডাকের কুৎসিত চেহারায়। কাউন্টারের ওপর রাখা বারটেণ্ডারের তোয়ালেটা টেনে ছিঁড়ল সে দু'টুকরো করে, তারপর সময় নিয়ে দু'হাতের মুঠোর ভেতরে-বাইরে প্যাঁচাল ছেঁড়া তোয়ালের টুকরোগুলো।

নরম্যান ক্রফোর্ডের দিকে একপলক তাকাল জনসন। ব্যাপারটা গানম্যান দেখছে; চেহারায় বিতৃষ্ণার ভাব লুকানোর কোনও চেষ্টা করছে না লোকটা। নরম্যান ক্রফোর্ড টেক্সান গানফাইটার—খুনী। জনসন জানে নিজের আইন মেনে চলে লোকটা, হাতাহাতি লড়াইকে নিচু চোখে দেখে। চেহারার বিরক্তি দেখে স্পষ্ট বোঝা যায় অন্যের সাহায্য নিয়ে অসহায় প্রতিপক্ষকে কখনও খুন করেনি সে।

ঘুরে দাঁড়িয়ে বেরিয়ে যাওয়ার জন্য দরজার দিকে এগুচ্ছিল গানম্যান, মর্ডাকের নির্দেশে থামল। খুশি খুশি স্বরে মর্ডাক বলল, 'যেয়ো না,ক্রফোর্ড, এখানেই থাকো। আমি চাই আমার হাতের কাজ দেখো তুমি।'

দু'পা এগিয়ে ডান কাঁধের সমস্ত শক্তি দিয়ে ঘুসি বসাল মর্ডাক। দাঁতের সাথে চাপ খেয়ে ঠোঁট দুটো ফেটে গেল জনসনের। প্রচণ্ড ঝাঁকিতে মাথাটা পেছনে হেলে পড়ল। বাঁ হাত দিয়ে ওর পাঁজরের নিচে, পেটে আঘাত করল মর্ডাক। ডিনামাইট ফাটার শক ওয়েভের মত ব্যথা আছড়ে পড়ল জায়গাটায়। বুক থেকে সমস্ত বাতাস বেরিয়ে গেল জনসনের, সামনে ঝুঁকে পড়ল মাথা। পরমুহূর্তেই মর্ডাকের ডানহাতি ঘুসিতে পেছনে সরল ঝাঁকি খেয়ে।

নিষ্পলক চোখে মর্ডাকের দিকে তাকাল জনসন। দৃষ্টিতে ভয় নেই, শুধুই প্রচণ্ড ঘৃণা। আরও রেগে গেল মর্ডাক, জায়গা বেছে মারতে শুরু করল। কেটে, ছিঁড়ে, বন্ধ করে দিতে চাইছে ঘৃণা ভরা ওই চোখ দুটো। এক সময় সচেতনতা হারাল জনসন। ব্যথা নয়, শুধু ঝাঁকি অনুভব করছে এখন।

অনেকক্ষণ পর, যেন পৃথিবীর অন্য প্রান্ত থেকে ভেসে আসা একটা কণ্ঠস্বর শুনতে পেল জনসন। কে কথা বলছে, ক্রফোর্ড? জানে না সে। চেতন অচেতন অবস্থার মাঝে খানিক আগে শুনতে পাচ্ছিল মৃদু স্বরে প্রতিবাদ করছে ওকে

ধরে থাকা পাঞ্চাররা।

'যথেষ্ট হয়েছে। থামো, মর্ডাক। থামো!' নরম্যান ক্রফোর্ডের ঠোঁট নড়তে দেখল জনসন।

পিছিয়ে সরে দাঁড়াল মর্ডাক, তার বুক ওঠানামা করছে হাপরের মত। কে যেন জনসনকে কাউন্টারের সাথে পিঠ ঠেকিয়ে দাঁড় করিয়ে দিল। আরেকজন বিয়ারের মগে হুইস্কি ঢেলে ওকে গেলানোর চেষ্টা করল।

ফাটা ঠোঁটে হুইস্কি লাগার সাথে সাথেই আগুনের মত জ্বলে উঠল জায়গাটা। ধীরে ধীরে তরল অনলে চুমুক দিল জনসন। দুই কনুই কাউন্টারের ওপর রেখে নিজের চেষ্টায় দাঁড়াতে পারল সে অবশেষে। কাজ শুরু করে দিয়েছে হুইস্কি। গোড়ালিতে জোর ফিরে আসছে। আধবোজা চোখে ওর সামনে অর্ধচন্দ্রাকারে দাঁড়ানো লোকগুলোর ওপর দৃষ্টি বোলাল। ওকে পেছন থেকে ধরে রাখা তিন পাঞ্চারকে চিনতে পারল সে, চতুর্থ জন এ-কাজে অংশ নেয়নি। মর্ডাকের ওপর দৃষ্টি স্থির হলো ওর। পরিশ্রমে হাঁপিয়ে গেছে লোকটা, বিন্দু বিন্দু ঘাম জমেছে সারা শরীরে। ভিড়ের মধ্যে টিনের স্টার পরা মার্শালকেও দাঁড়িয়ে থাকতে দেখল জনসন।

'কি ঘটেছে?' প্রশ্ন করল হকিন্স।

'ঝামেলাবাজ আগন্তুক,' শ্বাস নেবার ফাঁকে বলল মর্ডাক। 'ওকে জেলে ভরো, হকিন্স। যখন নিজের পায়ে দাঁড়াতে পারবে, আমরা ওকে পাহারা দিয়ে শহর থেকে বের করে দেব।'

'হাতাহাতি আগে শুরু করেছে কে?' প্রশ্ন করার সময় গলা কেঁপে গেল হকিন্সের। মর্ডাক শুরু করেছে বলে স্বীকার করলেও কিছুই করার নেই তার, শুধু শুধু সবার চোখে কৌতুকের পাত্র হয়ে যাবে।

'এই লোক আরম্ভ করেছে,' জনসনকে নির্দেশ করে সবার ওপর চোখ বোলাল মর্ডাক। পাঞ্চাররা কেউ একটা কথাও বলল না। এমনকি দরজায় দাঁড়ানো ডেভিস ক্লেয়ারও একদম নিশ্চুপ।

বারটেণ্ডারের দিকে ফিরল মার্শাল। 'ঠিক, ফিলিপ?'

বোঝা গেল, মাথা ঝাঁকিয়ে সম্মতি জানিয়েছে বারটেণ্ডার। এগিয়ে এসে

জনসনের ডানহাত ধরল হকিন্স, বলল, 'তোমাকে কিছু জিজ্ঞেস করে লাভ নেই। তুমি বলবে মিস্টার মর্ডাক শুরু করেছে, তাই না?'

'তুমি তো জানোই কোন্ পক্ষ নিতে হবে। কথা বলে লাভ কি!' ফাটা ঠোঁটের কারণে জড়িয়ে গেল জনসনের কণ্ঠস্বর।

জায়গা মত খোঁচা দিয়েছে কথাটা, মুখ থেকে রক্ত সরে ফ্যাকাসে দেখাল মার্শালের চেহারা। 'চলো,' জনসনের হাত ধরে টান দিল লোকটা। 'চব্বিশ ঘণ্টা জেল। তারপর শান্তি নষ্ট করার জন্য দশ ডলার জরিমানা। কাল দুপুরে ছাড়া পেয়ে চলে যেতে পারবে।'

'পারব, কিন্তু যাব না,' মর্ডাকের ওপর দৃষ্টি স্থির হলো জনসনের।

মার্শালের সাথে সেলুন থেকে বেরিয়ে এল সে টলতে টলতে। উজ্জ্বল সূর্যালোকে মুহূর্তের জন্য অন্ধ হয়ে গেল। ভীষণ ক্লান্তিতে ভেঙে পড়তে চাইছে শরীর। ব্যাংকের সামনে বোর্ডওয়াকে উঠতে গিয়ে পড়ে যাচ্ছিল, কোনরকমে ভারসাম্য রক্ষা করল মার্শালের হাত আঁকড়ে ধরে। জেলের শক্ত বিছানা হোক, তবু এই মুহূর্তে বিশ্রাম দরকার ওর। প্রতিশোধের আগুন ধিকি ধিকি জ্বলছে বুকের ভেতর।

সেলুনের ভেতরের ঘটনা কিছু কিছু মনে করতে পারছে জনসন। একটা কথা মনে পড়ায় স্বস্তি পেল সে। আজকের লড়াইতে হেরেছে আসলে মর্ডাক। ওকে মারার পর স্বাভাবিক গুঞ্জনে মেতে ওঠেনি সেলুনের লোকগুলো। নিজের লোকদের কাছেও সম্মান হারিয়েছে সে।

'ঢোকো,' পুরু একটা কাঠের দরজা খুলে বিল্ডিঙের ভেতরে যেতে জনসনকে নির্দেশ দিল মার্শাল।

ছোট একটা ঘরে ঢুকল জনসন। একটা ডেস্ক, দু'পাশে দুটো চেয়ার আর দেয়ালে গান র‍্যাক—এই হচ্ছে ঘরের আসবাবপত্র। ঘরের ভেতরটা ঠাণ্ডা, অন্ধকার অন্ধকার। দু'এক মুহূর্ত পর জনসন দেখতে পেল ঘরের কোণে তৃতীয় একটা চেয়ারে সেলের সামনে বসে আছে ডেভিস ক্লেয়ার।

'তুমি আবার কি চাও?' মার্শালের মেয়েলি কণ্ঠস্বরে কর্কশ সুর বাজল।

'তোমাকে কিছু কথা বলতে এসেছি,' বলল ক্লেয়ার, 'সেলুনে বলতে

পারিনি।'

'কেন? যতদূর মনে পড়ে সেলুনে আমি কারও কিছু জানা আছে কিনা জিজ্ঞেস করেছিলাম।'

'তুমি আর জাজ মিচেল যে কারণে নিজেদের দায়িত্ব পালন করতে পারো না, সেই একই কারণে সেলুনে কিছু বলতে পারিনি আমি,' ঝাঁঝিয়ে উঠল ক্লেয়ার।

'কি বলতে এসেছ বলে ফেলো, আমাকে দায়িত্ব শেখাতে এসো না।'

'স্ট্যামপিড সেলুনে ঢুকে রবার্ট গর্ডনের ব্যাপারে কথা বলছিল লোকটা,' আঙুল উঠিয়ে জনসনকে দেখাল ক্লেয়ার। 'তিনজন লোকের সাহায্য নিয়ে বিনা কারণে ওকে পিটিয়েছে মর্ডাক, কোনও সুযোগ দেয়নি।'

ক্লেয়ারকে পাশ কাটিয়ে সেলের দরজা খুলল হকিন্স, জনসনকে ভেতরে ঠেলে দিল। টলমল পায়ে এগিয়ে স্টীলের খাটিয়ায় বসে পড়ল জনসন। পেছনে বন্ধ হয়ে গেল মোটা শিকের দরজাটা।

'তুমি ওকে বিনা কারণে আটকে রাখবে নাকি!' প্রতিবাদ করল ক্লেয়ার।

'ওর ভালর জন্যই এখানে রাখছি।' অফিস থেকে ক্লেয়ারকে বেরতে ইশারা করল হকিন্স। একটু পরে বাইরের দরজা লাগিয়ে নিজেও বেরিয়ে গেল রেগুলেটরদের প্রেসিডেন্টের পিছু পিছু।

একলা হয়ে যাওয়ায় সেলের চারধারে তাকাল জনসন। কব্জির সমান মোটা শিক দেয়া ছোট্ট একটা চৌকো জানালা দিয়ে দিনের আলো আসছে। কটের ওপর চিকন একটা ব্ল্যাংকেট। এক মাথায় আরও দুটো ব্ল্যাংকেট ভাঁজ করে রাখা হয়েছে গায়ে দেবার জন্য। মেঝেতে পানি ভর্তি একটা কাঁচের জার। এছাড়া ছোট্ট খাঁচাটায় আর কিছু নেই।

কটে শুয়ে চোখ বন্ধ করল জনসন। দপদপ করছে মাথাটা, অসাড় লাগছে সারা শরীর। চিন্তা করার চেষ্টা করল সে, মগজ কাজ করছে না। ঘুমিয়ে পড়ার আগে একটা কথাই মনে হলো ওর। এখানে একজন লোককে খুন করতে এসেছে সে, লোকটা মর্ডাক হলে ভাল হয়।

ছয়

শব্দ করে সেলের দরজা খুলে যাওয়ায় ঘুম ভাঙল জনসনের। শুয়ে থেকেই কালসিটে পড়া এক চোখ ফাঁক করল সে দেখার জন্য। 'তোমার সাথে একজন কথা বলতে এসেছে,' মার্শালের গলার আওয়াজ শুনে ওর মধ্যে শীতল ক্রোধটা আবার মাথা চাড়া দিল।

ইচ্ছের বিরুদ্ধে আড়ষ্ট মাংসপেশী কাজে লাগিয়ে উঠে বসল সে, দু'হাতে চোখ কচলে দরজার দিকে তাকাল। ওর সারা মুখে লেগে আছে শুকনো রক্ত, শরীরে অসহ্য ব্যথা। সেলের দরজায় এসে দাঁড়িয়েছে দোহারা গড়নের বেঁটে লোকটা। পরনে এই গরমেও কমপ্লিট স্যুট, মাথার ডার্বি হ্যাটটা এইমাত্র নামিয়ে ডানহাতে নিল।

লোকটা বয়স্ক। রোদ না লাগা ফ্যাকাসে সাদা চেহারার ত্বক। কালো চোখ দুটোতে বুদ্ধির ঝিলিক, কিন্তু কোনও সমবেদনা নেই। ব্যাংকারের হিসেব কষা চোখের মত।

'আমি শহরের জাজ হেনরি মিচেল,' বলল লোকটা একঘেয়ে স্বরে।

'তো কি করতে পারি?' কপট হাসির ভঙ্গিতে ঠোঁট প্রসারিত করেছিল জনসন, ব্যথা পেয়ে নিজের মুণ্ডপাত করল।

'বুদ্ধি খাটালে একমিনিটের মধ্যে জেল থেকে ছাড়া পেয়ে যাবে।'

'বুদ্ধি খাটানো বলতে কি বোঝাতে চাইছ, শহর ছেড়ে আমাকে চলে যেতে হবে?'

'হ্যাঁ। যে চলে গেছে, আর ফিরে আসেনি, তার ব্যাপারে ঘাঁটাঘাঁটি করে তোমার লাভ কি!'

'লাভ আছে কি না আছে সেটা আমি বুঝব।'

'তার মানে আমি ধরে নেব তুমি চলে যাচ্ছ না।'

'ঠিক ধরেছ। কিছুটা হলেও বুদ্ধি আছে তোমার মাথায়, মার্শালের মত না।'

রাগে চোয়াল দৃঢ় হয়ে গেল জাজ হেনরি মিচেলের, গম্ভীর স্বরে বলল, 'সেক্ষেত্রে তোমার জামিনের অঙ্ক পাঁচশো ডলার ধরে দিচ্ছি আমি। কেউ তোমাকে জামিনে ছাড়িয়ে না নিলে বিচারের রায় দেয়ার আগ পর্যন্ত এখানেই থাকতে হচ্ছে তোমাকে।'

'জাজের কথা শোনো, জনসন, চলে যাও কাউন্টি ছেড়ে,' দরজার বাইরে দাঁড়ানো মার্শাল বলল। জনসনের কথা সে গায়ে মাখেনি। শহরের লোকজন তাকে আর জাজকে নিয়ে সবসময় সামনেই ঠাট্টা মশকরা করে। চাকরি করছে সে নামকা ওয়াস্তে, বেতনের জন্য, নিজের অপারগতা সম্বন্ধে পূর্ণ সচেতন।

'ছ'মাসের আগে বোধহয় বিচারের রায় দেয়ার সময় হবে না তোমার। তাই না, জাজ?' কণ্ঠে ব্যঙ্গ মিশিয়ে জিজ্ঞেস করল জনসন।

'বেশিও লাগতে পারে।' ঘুরে দাঁড়িয়ে পা বাড়াল জাজ, অপমানে লাল হয়ে গেছে তার চেহারা।

'এদিকের জাজরা কি কোনও পক্ষে রায় দিতে ফী নেয়?' পেছন থেকে প্রশ্ন ছুঁড়ল জনসন।

জবাব দিল না জাজ, হাঁটার গতি দ্রুত হলো। সেলের দরজা সশব্দে বন্ধ করে দিল মার্শাল। অফিস ছেড়ে বেরিয়ে যাওয়া জাজকে মিষ্টি কথা শোনাতে পেছন পেছন ছুটল ব্যস্ত ভঙ্গিতে।

আবার কটে শুয়ে পড়ল জনসন, অবসন্ন শরীরটাকে এলিয়ে দিল। ভাবছে এভাবে সেলুনে মর্ডাকের দলবলের মুখোমুখি হওয়া বুদ্ধিমানের কাজ হয়নি। দ্বিতীয়বার একই ভুল করবে না সে। ডেভিস ক্লেয়ারের কথা মনে পড়ল ওর। সেলুনে মার্শালকে ওর পক্ষ হয়ে কিছু বলার সাহস হয়নি লোকটার। দোষ দিয়ে লাভ নেই, মর্ডাকের ভয়ে সবাই আতঙ্কিত। জান্তব কিছু একটা আছে মর্ডাকের ভেতরে, সাধারণ মানুষ ভয় পায়। এখনও মাথা নিচু করে পাশ

কাটিয়ে চলে তাকে ক্লেয়ারের মত লোকরা। উপযুক্ত নেতৃত্ব দরকার ওদের। 'রেগুলেটরদের সংগঠিত করতে হবে,' আপন মনে বলল জনসন, 'মর্ডাকের দলের বিরুদ্ধে দাঁড়াতে ওদের সাহায্য করতে হবে।'

আগে ওকে জেল থেকে বেরতে হবে। হতাশা বোধ আচ্ছন্ন করল জনসনকে। পাঁচশো ডলার জামিন দিয়ে ওকে ছাড়ানো এ-শহরে একজনেরও সাধ্য হবে না, সেজন্যেই বেইল মানি এত বেশি ধরেছে জাজ। শরীরের ব্যথা অগ্রাহ্য করে উঠে দাঁড়াল সে, এগিয়ে গিয়ে জানালার শিক ধরে রাস্তার দিকে তাকিয়ে থাকল। কিছুক্ষণ পর একটা বাকবোর্ড এসে থামল রাস্তায়। ওটা থেকে জেসিকাকে নামতে দেখল জনসন। মেয়েটা এগিয়ে আসছে মার্শালের অফিস লক্ষ্য করে।

জেসিকার গলা শুনতে পেল জনসন, কি বলছে বুঝতে পারল না। মার্শাল হকিন্সের কণ্ঠস্বরও ভেসে এল ওর কানে। কিছুক্ষণ পর দু'জনকেই অফিসে ঢুকতে দেখল সে। মার্শাল এগিয়ে এসে সেলের দরজার তালা খুলল, মেয়েলি স্বরে বলল, 'তোমার জামিন দেয়া হয়েছে, জনসন।'

দরজার বাইরে দাঁড়ানো জেসিকার দিকে তাকাল জনসন। 'কোন শর্তে?'

'কাল রাতে তুমি আমার উপকার করেছিলে, মিস্টার জনসন। আজকে প্রতিদান দেয়ার চেষ্টা করলাম।'

'আমি পালিয়ে গেলে তোমার জামিনের টাকার কি হবে?'

'আমিও চাই তুমি চলে যাও। কেন পড়ে আছ এখানে?' কোমল শোনাল জেসিকার কণ্ঠস্বর। জনসনের ক্ষতবিক্ষত চেহারায় ব্যথার ছাপ দেখতে পেয়ে বলল, 'চলো, ডাক্তার ম্যাকনামারার চেম্বার পথেই পড়বে, স্বাভাবিক অবস্থায় থাকলে তোমার চিকিৎসা করতে পারবে সে।'

সেল থেকে বেরিয়ে অফিসরুমের ডেস্কের সামনে দাঁড়াল জনসন। বিতৃষ্ণ চেহারায় ওর গানবেল্ট, হোলস্টার, ওয়ালেট ইত্যাদি ফেরত দিল মার্শাল, প্রাক্তন বন্দীর সই নিল নির্দিষ্ট কাগজে। গানবেল্ট-সিক্সগান ঝুলিয়ে জেসিকার সাথে অফিসরুম ছাড়ল জনসন। এখন দরকার পরিষ্কার জামাকাপড়, শেভ, গোসল আর অন্তত বারো ঘণ্টা একটানা ঘুম।

রাস্তায় দাঁড়িয়ে ওর হাত ধরে টানল জেসিকা। 'ব্যাংকের ওপর তলায় ডাক্তারের চেম্বার।'

ব্যাংকের বাইরে দিয়ে উঠে গেছে সরু সিঁড়ি। ওপরে উঠল ওরা দু'জন। জেসিকা দরজা খুলে জনসনকে ভেতরে ঢুকতে ইশারা করল। বড় একটা হল রুম, পেছন দিকটা ডাক্তারের চেম্বার হিসেবে ব্যবহৃত হয়। বাতাসে ভাসছে হুইস্কি আর কড়া সিগারের জোরাল গন্ধ। ঘরের একদিকে দেয়ালের সাথে ঠেস দেয়া রোল টপ ডেস্কের ওপর অগোছাল কাগজের স্তূপ। একটা জীর্ণ সুইভেল চেয়ার কাত হয়ে পড়ে আছে। মেঝেতে পুরানো একটা থুতু ফেলার চিলুমচি, ওটার আশপাশ দেখে বোঝা যায় ডাক্তারের তাক ভাল না। চিলুমচির পাশে শুয়ে আছে বাদামী রঙের খালি একটা পেটমোটা হুইস্কির বোতল।

ডেস্কের গায়ে দেয়ালের সাথে ঠেস দেয়া একটা লেদার কাউচে ঘুমিয়ে আছে কোঁচকানো শার্ট-প্যান্ট পরা একজন। জোরেশোরে নাক ডাকছে ছোটখাট লোকটার। হাঁ করে ঘুমানোয় তার খয়েরী রঙা দাঁতগুলো বেরিয়ে আছে। গালে দু'দিনের না কামানো দাড়ি। ঘামছে লোকটা, অনবরত এপাশ ওপাশ করছে, কিন্তু ঘুম ভাঙছে না।

জেসিকা দ্রুত পায়ে হেঁটে গিয়ে কাউচের সামনে দাঁড়াল, দু'হাতে লোকটার কাঁধ ধরে জোরে ঝাঁকি দিয়ে চেঁচিয়ে বলল, 'ওঠো। ওঠো, ডাক্তার! রুগী নিয়ে এসেছি।'

চোখ খুলল না ডাক্তার ম্যাকনামারা, পাশ ফিরে শুলো। দু'সেকেণ্ড পরই আবার ডাকতে শুরু করল তার নাক। জনসন বলল, 'খামোকা ওর পেছনে সময় নষ্ট করছ।'

'না,' মাথা নাড়ল জেসিকা। আরও জোরে ঝাঁকাতে শুরু করল ডাক্তারকে। 'হুঁশ ফিরে আসবে এক্ষুণি।'

হঠাৎ ঘুম ভাঙায় তড়াক করে লাফ দিয়ে উঠে বসল ম্যাকনামারা, কয়েক মুহূর্ত রক্তলাল চোখে ওদের দিকে তাকিয়ে থেকে জড়ানো গলায় জিজ্ঞেস করল, 'কি চাও?'

জেসিকার পাশে এসে দাঁড়াল জনসন, হাত তুলে নিজের চেহারা দেখিয়ে

বলল, 'চিকিৎসা।'

'তুমি কে?' কাউচ হাতড়ে পুরু লেন্সের চশমাটা খুঁজে পেয়ে নাকের ওপর বসাল ডাক্তার। হাত বাড়িয়ে খালি হুইস্কির বোতলটা তুলে নিল অন্যমনস্ক ভঙ্গিতে।

'যাও গিয়ে হাত-মুখ ধুয়ে নাও, সব ঠিক হয়ে...' চুমুক দিয়ে ডাক্তার বুঝল বোতলটা খালি। বিরক্ত চেহারায় ঘরের অন্য প্রান্তে ছুঁড়ে ফেলে দিল। ঝনঝন শব্দে ভাঙল বোতল। টলতে টলতে উঠে দাঁড়িয়ে ডেস্কের ড্রয়ার খুলে আরেকটা বোতল বের করল সে। কর্ক খুলে ঢকঢক করে পানির মত গিলল কড়া হুইস্কি অবিকৃত চেহারায়।

জেসিকার দিকে তাকাল জনসন, বলল, 'চিকিৎসা ছাড়া বেঁচে যাব। কিন্তু এই লোকের কাছে চিকিৎসা করালে বাঁচার সম্ভাবনা ক্ষীণ। যথেষ্ট হয়েছে, চলো যাই।'

মাথা ঝাঁকিয়ে সায় দিল জেসিকা, একসাথে হলরূম থেকে বেরিয়ে যাওয়ার জন্য পা বাড়াল। সিঁড়ির ল্যাণ্ডিঙে দাঁড়িয়ে দরজা বন্ধ করতে করতে জনসন শুনতে পেল ক্যাঁচকোঁচ করে প্রতিবাদ জানাচ্ছে কাউচের স্প্রিঙ। একমুহূর্ত পরই ডাক্তারের নাক ডাকার শব্দ শোনা গেল।

সিঁড়ি বেয়ে রাস্তায় নামার পর জনসন জিজ্ঞেস করল, 'কেউ মারাত্মক অসুস্থ হয়ে পড়লে সবাই তখন কি করে?'

'ঠাণ্ডা পানি আর গরম কফি গিলিয়ে আগে ডাক্তারকে সুস্থ করে তোলে,' জবাব দিল জেসিকা। হঠাৎ জনসনের চোখের দিকে তাকিয়ে জিজ্ঞেস করল, 'এখন কি করবে তুমি?'

স্ট্যামপিড সেলুনের দিকে তাকাল জনসন। হিচর‍্যাক খালি, চলে গেছে বক্স জি'র রাইডাররা। গম্ভীর স্বরে বলল, 'জানি না কি করা উচিত। তবে তোমার ক্ষতি হবে তেমন কিছু করব না, আমি এখানে অন্য উদ্দেশ্যে এসেছি।'

'আমার না হোক, অন্য কারও ক্ষতি করার জন্য এসেছ তুমি!'

'হয়তো।' মাথা ঝাঁকাল জনসন।

চলে যাওয়ার জন্য ঘুরে দাঁড়িয়েছিল জেসিকা, হাত আঁকড়ে ধরে তাকে থামাল জনসন। বলল, 'তুমি বিশ্বাস করো আর না করো, তোমার ভাই রবার্ট মারা গেছে। খুন করা হয়েছে ওকে। আমি ওর বন্ধু, প্রতিশোধ নিতে এসেছি।'

হাত ছাড়িয়ে নিয়ে একহাতে মুখ ঢাকল জেসিকা। 'আমি এখন আর কোন কিছুই বিশ্বাস করতে পারছি না!' এক মুহূর্ত চোখাচোখি হলো ওদের। তারপর ঘুরে দাঁড়িয়ে বাকবোর্ড লক্ষ্য করে হাঁটতে শুরু করল মেয়েটা।

ধীর পায়ে গিলক্রিস্টদের বাড়ির দিকে রওয়ানা হলো জনসন। স্পষ্ট বুঝতে পারছে ওকে বিশ্বাস করার কোনও কারণ নেই জেসিকার। অনেকদিন হলো বাড়ি ছেড়েছে রবার্ট, যোগাযোগ রাখেনি। কখনও একটা চিঠিও লেখেনি ছোট বোনকে। মর্ডাককে হয়তো ভয় পায় জেসিকা, ঘৃণা করে। তবু তাকে সে চেনে, নিজের ভাই ওর কাছে একেবারেই অপরিচিত। রবার্টের বন্ধু বলে পরিচয়দানকারী কোনও আগন্তুকের কথা জেসিকা বিশ্বাস করবে কেন!

নক করতেই দরজা খুলে দিল জিনা গিলক্রিস্ট। এক পলক তাকিয়েই বুঝে ফেলল কি ঘটেছে, কপালে ভাঁজ তুলে বলল, 'এসো, মিস্টার জনসন।'

জনসন ভেতরে ঢোকার পর জিনা কিচেনের দিকে যেতে ওকে ইঙ্গিত করে বলল, 'তোমার জন্য বয়লারে পানি ফুটছে। ভেবেছিলাম লাঞ্চের আগে তুমি হট বাথ পছন্দ করবে। গোসল সেরে কাপড়গুলো খুলে দিয়ো ধুয়ে দেব। কিচেনে চেয়ারের ওপর একটা বাথরোব রেখেছি, ততক্ষণ ওটা পরে ঘরে গিয়ে বিশ্রাম নিতে পারো ইচ্ছে করলে। শোধ নিতে হলে তোমার বিশ্রাম দরকার।'

'তোমার অনেক দয়া,' পেছন থেকে বলল জনসন। অস্বস্তি বোধ করছে স্বল্পপরিচিতা একজন মহিলা ওকে এত সাহায্য করছে দেখে।

'দয়া নয়,' ঘুরে দাঁড়িয়ে বলল জিনা। 'আমি জানি কে তোমার এই অবস্থা করেছে। জানি না কেন; জানতেও চাই না। লোকটাকে ঘৃণা করি আমি,' হাতের উল্টোপিঠে চোখের পানি মুছল সে, 'আমার স্বামীকেও পিটিয়ে খুন করেছে জন মর্ডাক পাঁচ মাস আগে।'

জিনা গিলক্রিস্ট চলে যাবার পর কিচেনের দরজা ভেড়াল জনসন। পানি ভর্তি টাবে শরীর ডোবাল। এখনও এবাড়ির মালিকের সাথে দেখা হয়নি ওর, ভাবল জনসন। লোকটাও কি পুত্রবধুর মতই ঘৃণা করে মর্ডাককে? ওর ভাগ্য ভাল এই জায়গায় আশ্রয় পেয়েছে। মর্ডাকের সাথে গোলমালে জড়িয়ে যাবার পর এই শহরের অন্য কেউ ওকে জায়গা দিতে সাহস পেত না।

কিন্তু সে এখানে এসে ওঠায় জিনা গিলক্রিস্ট আর তার শ্বশুরের বিপদ হবে না তো! জনসন বুঝেছে মর্ডাকের রাগ প্রেইরির আগুনের মত ভয়ঙ্কর; নৃশংস। ওকে পথ থেকে সরানোর ক্ষেত্রে জিনা বা তার শ্বশুরকে বাধা মনে করলে হত্যা করতে দ্বিধা করবে না লোকটা।

সাত

জনসনকে ছেড়ে চলে এসে ওদিক ওদিক তাকাল না জেসিকা, সোজা এসে বাগিতে উঠল। রাস দুলিয়ে বাগি ঘোরাল। ইঙ্গিত পেয়ে উত্তর দিকে বক্স জি লক্ষ্য করে ছুটতে শুরু করল ঘোড়াটা।

জনসনের জামিন হওয়ার ব্যাপারটা মর্ডাক পছন্দ করবে না, জানে জেসিকা। নিজেকে ও বুঝতে পারছে না। কেন লোকটাকে জেল থেকে ছাড়িয়ে আনল? মনকে প্রশ্ন করে কোনও জবাব না পেয়ে রেগে উঠল নিজেরই ওপর। জীবনে প্রথম কোনও পুরুষের প্রতি আকর্ষণ বোধ করায় ঘাবড়ে গেছে।

খাড়া, সরু পথে উঁচু মেসায় ওঠার সময় ঘোড়াটাকে গতি কমাতে বাধ্য করল জেসিকা। ঘাড় ফিরিয়ে তাকাল নিচের শহরটার দিকে, সিডারের অসহায়ত্বের ব্যাপারে পূর্ণ সচেতন। জনসনের জামিন হয়ে খুব ভাল কাজ

করেছে বলে মনে হলো জেসিকার। ওই ভাবে মানুষটাকে জখম করার কোনও অধিকার নেই মর্ডাকের। বিশ্বাস না করলেও অবিশ্বাস করতে পারছে না সে জনসনকে। কি করে লোকটা দেখার ইচ্ছে জাগছে ওর মনে।

ঘাসে মোড়া সবুজ উপত্যকার উপর চোখ বোলাল জেসিকা। এখানে ওরও সামান্য জমি আছে। বক্স জি'র বেশির ভাগ ঘাস জমিই আরও উত্তরে, করোনার ক্রীকের তীরে ট্রায়াঙ্গল মেসায়। এদিকেও জমি দখল করতে চেয়েছিল ওর বাবা, পারেনি রেগুলেটরদের জন্য। তখন রেগুলেটরদের প্রেসিডেন্ট ছিল জিম গিলক্রিস্ট। কয়েকমাস আগে লোকটাকে পিটিয়ে মেরেছে মর্ডাক। হেলগা আর মর্ডাক অবশ্য বলে জিম গিলক্রিস্ট আউট-ল ছিল।

মাথা থেকে চিন্তা ঝেড়ে ফেলতে চাইল জেসিকা, ঘোড়াটাকে এগোতে ইশারা করল। যা আছে তাতেই ও সন্তুষ্ট। জমি বাড়ানোর ব্যাপারে বাবার মনোভাব কখনোই বুঝতে পারেনি জেসিকা। মর্ডাকের সাথে এ-সব ব্যাপারে সে কথাও বলে না। মর্ডাক ওর বাবার চেয়েও উচ্চাকাঙ্ক্ষী।

চোখ তুলে পুবের স্যান জুয়ান পর্বতমালা দেখল জেসিকা। মেঘ করেছে ওদিকে, বরফ মোড়া সাদা চূড়াগুলো ঢেকে দিয়েছে। কাছেই সিডার গাছের জঙ্গল থেকে বেরিয়ে এল একটা মর্দা হরিণ। মাথার তিন ইঞ্চি শিঙ এখনও চামড়া মোড়া। ঘোড়ার খুরের শব্দে একটা কয়োট জঙ্গলে লুকাল। চারদিকে প্রকৃতি অদ্ভুত শান্ত। মন থেকে দুশ্চিন্তাগুলো দূর হয়ে যাচ্ছে ওর।

ঢাল পেরনোর পর গতি বাড়াল জেসিকা, বার্নের সামনে এসে থামল। কোরম্যানকে এগিয়ে আসতে দেখে বাগি থেকে নামল সে, লোকটাকে বলল ওর মেয়ারে স্যাডল চড়াতে।

ওর কথা শুনে মাথা ঝাঁকিয়ে বার্নে ঢুকল কোরম্যান। জেসিকা এগুলো বাড়ির দিকে। আজ সারাদিনে এই প্রথম মন ভাল লাগছে ওর।

বাড়ির ভেতরে হেলগাকে তার নিজস্ব পারলারে পেল জেসিকা। কাউচে শুয়ে পারিবারিক সমস্যার ওপর একটা নভেল পড়ছিল হেলগা, জেসিকাকে দেখে বইটা পাশে নামিয়ে রাখল। চোখ তুলে তাকাল, ঠোঁটে হাসির

আভাস।

'রে জনসনকে মানুষ হিসেবে কেমন মনে হয় তোমার?' প্রশ্ন করল জেসিকা।

'ভাল না। ঝামেলাবাজ ভবঘুরে,' জবাব দিল হেলগা, 'কোনও একটা বদ উদ্দেশ্য নিয়ে এখানে এসেছে লোকটা। রবার্টের কথা যখন জিজ্ঞেস করেছে আমি তখনই বুঝেছি আমাদের টাকায় পকেট ভারী করতে চায় সে। কে জানে, হয়তো রবার্টকে খুন করেই এখানে এসেছে জনসন!'

বইটা উঠিয়ে নিয়ে আবার পড়তে শুরু করল হেলগা। সৎমার চেহারা দেখে জেসিকা বুঝতে পারছে অস্বস্তিতে ভুগছে মহিলা, এই প্রসঙ্গে আরও কিছু জানে। ব্যাপারটা নিশ্চয়ই মর্ডাকের সাথে সম্পর্কিত। ছোটবেলা থেকেই সে দেখে এসেছে নিজের এবং ছেলের ব্যাপার ছাড়া দুনিয়ার আর কিছুকেই গুরুত্ব দেয় না হেলগা।

বহুবার দ্বিতীয়া স্ত্রীর চাপে পড়ে মর্ডাকের ব্যাপারে নমনীয়তা দেখাতে বাধ্য হয়েছে অনমনীয় জোহান গর্ডন। কিজন্য রবার্ট ঘর ছেড়েছিল মনে করতে পারে না জেসিকা। বেশি ছোট ছিল। এখন ওর মনে হলো হেলগার কথা শুনে ওর বাবা রবার্টের প্রতি অন্যায় আচরণ করাতেই চলে গিয়েছিল বেচারা। মন খারাপ হয়ে গেল জেসিকার, বুকের মধ্যে কষ্ট চেপে জিজ্ঞেস করল, 'জনসনকে পিটিয়ে আধমরা করে জেলে যেতে বাধ্য করেছে মর্ডাক, জানো?'

BOIGHAR

বই থেকে চোখ তুলল হেলগা। 'না, জানি না। তবে অবাক হইনি। লোকটাকে চলে যেতে বলেছিলাম। যায়নি। আমি জানি রেগে গেলে মর্ডাক কি করতে পারে।'

'তুমি জানো রে জনসন শহরে থাকলে কি হবে?'

'হ্যাঁ,' শান্ত নিরুদ্বিগ্ন স্বরে জবাব দিল হেলগা, 'মর্ডাক ওকে খুন করবে।'

'কিভাবে, যেভাবে সে জিম গিলক্রিস্টকে মেরেছে?'

'হয়তো। তবে তুমি ওর কোনও দোষ দিতে পারবে না। তোমার বাবার মতই সত্যিকার পুরুষ মর্ডাক। তোমাকে ভালবাসে বলেই র‍্যাঞ্চ আর

তোমাকে রক্ষা করতে যে-কোনও কিছু করবে সে।'

হেলগার ভাবাবেগ শূন্য কণ্ঠস্বর বিস্মিত করল জেসিকাকে। একটা কথাও বলল না সে, ঘুরে দাঁড়িয়ে ঘর থেকে বেরিয়ে এল। নিজের ঘরে গিয়ে রাইডিঙ স্কার্ট আর ব্লাউজ পরে বার্নে চলে এল। স্যাডল চড়ানো মেয়ারটাকে বার্নের দরজার পাশে বেঁধে রেখেছে কোরম্যান।

দড়ি খুলে মেয়ারের স্যাডলে উঠল জেসিকা, নিজের ইচ্ছে মত চলতে দিল ঘোড়াটাকে। মেসাটা ঢালু, উঁচু-নিচু। উত্তরে ট্রায়াঙ্গল মেসাকে উর্বর করেছে করোনার ক্রীক। দক্ষিণ-পুব দিক দিয়ে মেসার সীমানা দিয়েছে বয়ে চলা বিগ হর্স ক্রীক। ঘোড়াটা ওদিকেই এগিয়ে চলল। ছোট ছোট খাদ আছে মেসায়। মাঝে মাঝে মাথা তুলে দাঁড়িয়েছে সিডার-পাইনে মোড়া মাঝারি উচ্চতার টিলা। শীতে তুষার ঝড়ের সময় গরুগুলোকে আড়াল দেয় ওগুলো। পুবদিকে ধীরে ধীরে উঠে গেছে মেসার জমি, মিশেছে গিয়ে স্যান জুয়ানের বরফ মোড়া চুড়োগুলোর সাথে।

বক্স জি'র অসংখ্য গরু চরতে দেখল জেসিকা। সবুজ তাজা ঘাসে মোটাসোটা হয়ে উঠেছে গরুগুলো। কয়েকশো বাচ্চা বাছুর চোখে পড়ল ওর, লেজ তুলে ছোটাছুটি করছে মায়ের আশেপাশে।

গত বসন্তে যেসব গরু সময়ের অভাবে ব্র্যাণ্ডিঙ করা হয়নি সেগুলো এখন ব্র্যাণ্ডিঙ করছে মর্ডাক আর তার ক্রুরা এখানেই কোথাও।

একটা ঢালের মাথায় উঠে আচমকা ওদের দেখতে পেল জেসিকা। রাস টেনে ঘোড়া দাঁড় করাল একটা সিডার গাছের পেছনে। ওকে দেখতে পায়নি বক্স জি'র রাইডাররা। ঢালের নিচে শ'দুয়েক বাছুর জড় করা হয়েছে। রাউণ্ডআপ শেষে ব্র্যাণ্ডিঙের কষ্টকর কাজে ব্যস্ত লোকগুলো। ল্যাসো ছুঁড়ে একটা করে বাছুর দল থেকে টেনে বের করছে ওরা। পেছন পেছন তেড়ে আসা গাভীটাকে তাড়াচ্ছে দু'তিন জন কাউহ্যাণ্ড ভয় দেখিয়ে। তারপর বাছুরটাকে মাটিতে ঠেসে ধরে উত্তপ্ত ব্র্যাণ্ডিঙ আয়রন দিয়ে চেপে মার্কা বসিয়ে ছেড়ে দিচ্ছে। বাছুরটা চেঁচাতে চেঁচাতে মায়ের কাছে ছুটে যাওয়ার আগেই ল্যাসোর ফাঁসে আটকে টেনে আনা হচ্ছে আরেকটা বাছুর। বারবার পুনরাবৃত্তি

হচ্ছে একই ঘটনার।

পুরানো দৃশ্য। তবু ভাল লাগে জেসিকার, গর্ব হয়। ছোটবেলা থেকেই দেখেছে দক্ষ কাউহ্যাণ্ড বাছাই করত ওর বাবা। যত যাই দোষ থাকুক, মর্ডাকও নিজের কাজ বোঝে। কোনও সন্দেহ নেই বক্স জি'র হাল মর্ডাক ধরলে র‍্যাঞ্চটার আরও উন্নতি হবে।

উন্নতি জেসিকাও চায়, কিন্তু ওর আপত্তি জমি বাড়াবার ব্যাপারে। মর্ডাকের নেতৃত্বে ফাংগাসের মত বাড়বে বক্স জি। কখনোই কমবে না জমির পরিমাণ, সমানও থাকবে না। উপত্যকা দখল শেষে সিডার শহর গ্রাস করবে র‍্যাঞ্চটা। মর্ডাককে সে বলতে শুনেছে র‍্যাঞ্চের এত কাছে সিডারের মত কোনও শহরের দরকার নেই। শহরের পর অনেক দূরের র‍্যাঞ্চগুলোর দিকে হাত বাড়াবে মর্ডাক। লোকটার উচ্চাকাঙ্ক্ষার কোনও শেষ নেই। কেউ না থামালে নিজে শেষ হওয়ার আগে আশেপাশের সবাইকে খতম করবে মর্ডাক।

সিডার গাছের আড়াল থেকে বেরিয়ে ওদের দিকে এগুলো জেসিকার মেয়ার। ঘোড়ার খুরের শব্দ শুনে মুখ তুলে তাকাল মর্ডাক। ওকে দেখে ঘোড়ার মুখ ফেরাল সে, স্পার দাবিয়ে কর্মব্যস্ত লোকগুলোকে পেছনে ফেলে ছুটে এল। 'এখানে কি করছ, জেসিকা?' কাছাকাছি পৌঁছার পর রুক্ষস্বরে জানতে চাইল মর্ডাক।

বলার ভঙ্গিতে জবাবদিহির সুর শুনে রেগে গেল জেসিকা। 'তুমি বোধহয় ভুলে গেছ আমিই বক্স জি'র মালিক। তদারক করতে যেখানে ইচ্ছা সেখানে যাব, কারও কিছু বলার থাকতে পারে না।'

'এখন কারও কিছু বলার নেই, কিন্তু আমার সাথে তোমার...' চৌকো চেহারায় অস্বস্তি ফুটল মর্ডাকের, এ-ধরনের কথা কিভাবে বলতে হয় জানা নেই তার।

'বিয়ের পর এসব চলবে না তাই বোঝাতে চাইছ নাকি? আমি কিন্তু কখনোই বলিনি তোমাকে বিয়ে করব।' কিছু একটা বলার জন্য হাঁ করেছিল মর্ডাক, কাটা কাটা স্বরে কথা বলে তাকে থামিয়ে দিল জেসিকা। 'আমি এখানে জানতে এসেছি শহরে রে জনসনকে কেন মেরেছ তুমি।'

'উপযুক্ত কারণ ছিল। সে-ই গায়ে পড়ে লাগতে এসেছে। যা চেয়েছিল তাই দিয়েছি আমি।'

'মারামারির সময় তোমার তিনজন লোক তার হাত ধরে রাখবে সেটাই চেয়েছিল জনসন? শহরে একজনের কাছে ঘটনাটা শুনেছি। জেলে গিয়ে আমি তার সঙ্গে দেখাও করেছি। জাজ বেইল মানি পাঁচশো ডলার ধরেছিল, বক্স জি'র পক্ষ থেকে টাকা শোধ দেয়া হবে জানিয়েছি তাকে। জনসন এখন মুক্ত।'

রাগে কালো হয়ে গেল জন মর্ডাকের চৌকো চেহারা। দাঁতে দাঁত পিষে অন্যদিকে মুখ ফিরিয়ে বলল, 'তোমার উচিত হয়নি। কাজটা ভাল করলে না।'

'জনসনকে জেল থেকে ছাড়িয়ে তোমার চোখে আঙুল দিয়ে একটা কথা বোঝাতে চেয়েছি।' গম্ভীর হয়ে গেছে জেসিকার চেহারা। 'আমার বয়স একুশ হওয়ার আগ পর্যন্ত বাবার উইল অনুযায়ী র‍্যাঞ্চটা দেখাশোনা করবে হেলগা। সে-ই তোমাকে ফোরম্যান বানিয়েছে। মনে রেখো র‍্যাঞ্চটা তুমি আপাতত চালালেও নীতি নির্ধারণের কোনও অধিকার তোমার নেই। আজ শহরে যা হয়েছে তাতে বক্স জি'র বদনাম হয়েছে। এরকম কাজ আর কখনও কোরো না।'

রক্ত-লাল চোখে জেসিকার দিকে তাকাল জন মর্ডাক। 'আমাকে কিছু বোঝানোর জন্য তুমি জনসনকে জেল থেকে বের করে আনোনি, জেসিকা। তুমি লোকটার প্রেমে পড়ে গেছ।'

মুখ থেকে রক্ত সরে গেল জেসিকার, অনুভব করল সরাসরি আর মর্ডাকের চোখে চোখ রেখে তাকাতে পারছে না। নিজেকে ধমক দিল সে, শীতল নিষ্কম্প স্বরে বলল, 'আমি চাই না আমার ব্যক্তিগত ব্যাপারে কেউ কথা বলুক।'

নিজের ওপর জোর খাটিয়ে মর্ডাকের দিকে তাকাল সে। লোকটার চোখে রাগ আর ঘৃণা দেখে শিউরে উঠল ভেতরে ভেতরে। হঠাৎ মনে হলো মর্ডাকের কাছ থেকে অনেক অনেকদূর চলে যাওয়া উচিত ওর। ঘোড়া ঘুরিয়ে স্পার ছোঁয়াল জেসিকা নিজের অজান্তে। যেন আরোহিণীর মনের

ইচ্ছে বুঝতে পেরেই দ্রুত ছুটল মেয়ারটা।

আট

বারো ঘণ্টা একটানা ঘুমাল রে জনসন। জানালা দিয়ে দুপুরের রোদের আভা মুখে এসে পড়ায় ঘুম ভাঙল ওর। চোখ খুলে প্রথমে বুঝতে পারল না কোথায় আছে। কিচেন থেকে থালা বাসনের শব্দ ভেসে আসায় সবকিছু মনে পড়ল ওর। কফি আর বেকনের চমৎকার গন্ধ বাতাসে।

গায়ের ওপর থেকে ব্ল্যাংকেট সরিয়ে উঠে বসল সে। চক্কর দিয়ে উঠল মাথা, ঘরের আসবাবপত্রগুলো দুলে দুলে ঘুরতে শুরু করল। কয়েক মুহূর্ত পর মেঝেতে পা নামাল জনসন, শরীরের ব্যথা উপেক্ষা করে একহাতে বিছানার স্ট্যাণ্ড আঁকড়ে ধরে উঠে দাঁড়াল। ঘুরছে সবকিছু। চোখ বন্ধ করে ফেলল। পেটের উপর জায়গায় জায়গায় মাংসপেশী থেঁতলে গেছে মর্ডাকের ঘুসিতে। হাত দুটো বেকায়দা ভঙ্গিতে মুচড়ে ধরেছিল দু'জন কাউহ্যাণ্ড। ঠোঁট আর নাক ফেটে গেছে। ভোঁতা একটা ব্যথা অনুভব করছে জনসন সবখানে।

সামলে নিয়ে চোখ খুলল সে। এখানে শুয়ে বিশ্রাম নিলে কোনও কাজ হবে না। চারপাশে চোখ বুলিয়ে ওর জামা কাপড় না দেখে বিরক্ত হলো জনসন। আড়ষ্ট ভঙ্গিতে এগিয়ে গিয়ে দরজাটা সামান্য ফাঁক করে চেঁচাল, 'মিসেস গিলক্রিস্ট, আমার কাপড়গুলো কোথায়?'

'নিয়ে আসছি, মিস্টার জনসন,' কিচেন থেকে জবাব দিল জিনা। নিচু স্বরে কাকে যেন বলল, 'বেকনটা না দেখলে পুড়ে যাবে কিন্তু।' কিচেনের দরজা বন্ধ হবার পর পদশব্দ এগিয়ে এল পারলারের দিক থেকে। ওর ঘরের দরজায় ফাঁক দেখে ব্যস্ত ভঙ্গিতে বলল, 'বিছানায় ফিরে যাও, মিস্টার জনসন।

তোমার এখন একটানা বিশ্রাম দরকার।'

'আমার কাপড়চোপড় দাও,' দরজার ফাঁক দিয়ে হাত বের করে বলল জনসন।

'না,' সাফ মানা করে দিল জিনা গিলক্রিস্ট। 'আগে বিছানায় গিয়ে শুয়ে পড়ো। তোমার ক্ষতগুলোয় মলম লাগিয়ে দেয়ার পর চুপ করে শুয়ে থাকবে। অসুস্থ অবস্থায় শহরে ঘুরতে বেরলে দ্বিতীয়বার এখানে আসতে পারবে না, করোনারের কাঠের বাক্সে চিরদিনের জন্য ঘুমাতে হবে। প্রতিশোধ নিতে হলে আগে সুস্থ হতে হবে তোমাকে। বিছানায় যাবে তুমি, না জোর করে ঘরে ঢুকব!'

মহিলার বলার ভঙ্গিতে বোঝা যাচ্ছে কথার নড়চড় হবে না, তবু কয়েক মুহূর্ত দ্বিধা করল জনসন। তারপর দরজা ভিড়িয়ে বিছানায় এসে গায়ের ওপর চাদর টেনে নিল। বুঝতে পারছে মিসেস গিলক্রিস্টের কথা শুনে চললেই পরনের কাপড় আর নাস্তা তাড়াতাড়ি মিলবে।

একমিনিট পর ঘরে ঢুকল মহিলা, হাতের ভাঁজে রাখা কাপড়গুলো সযত্নে নামিয়ে রাখল বিছানায়। মলমের শিশি হাতে এগিয়ে এসে জনসনের কোমর পর্যন্ত টেনে নামাল ব্ল্যাংকেট সমস্ত আপত্তি অগ্রাহ্য করে। ওর লজ্জা কাটানোর জন্য বলল, 'আমি তোমার প্রেমে পড়েছি বলে এসব করছি না। নিজের দিকে তাকিয়ে দেখো একবার। পিটিয়ে আধমরা করে ফেলেছে মর্ডাক তোমাকে। সত্যি যদি প্রতিশোধ নিতে চাও আমার কথা মত তোমাকে চলতে হবে সুস্থ হবার আগ পর্যন্ত।'

যুক্তিটা বুঝল জনসন, চুপ করে থাকল। হাতের তালুতে মলম ঢালল জিনা, দক্ষ হাতে জনসনের বুক-পেট মালিশ করতে শুরু করল। কিছুক্ষণ পর ওকে উপুড় হতে বলল সে। বিনা আপত্তিতে নির্দেশ মানল জনসন, বুঝতে পারছে পেশীতে জমাট বাঁধা ব্যথা কমে আসছে শুশ্রূষা পেয়ে।

'না করলেও পারতে, আমার ভালমন্দ দেখা তোমার দায়িত্ব না,' কিছুক্ষণ পর হঠাৎ বলল জনসন।

'আমি চাই তুমি দ্রুত সুস্থ হয়ে ওঠো,' জবাব দিল জিনা গিলক্রিস্ট। উঠে

দাঁড়িয়ে ঘর থেকে বেরিয়ে যাওয়ার জন্য পা বাড়িয়ে বলল, 'নাস্তা খেয়ে চুপচাপ বিশ্রাম নেবে। রাতে আরেকবার গরম পানিতে গোসল করলেই অর্ধেক সেরে যাবে তুমি । তখন বাইরে যেয়ো, বাধা দেবে না কেউ।'

মহিলা চলে যাওয়ার পর চোয়ালে-চেহারায় হাত বোলাল জনসন। ঠোঁট দুটো ফেটে গেছে ওর। চোয়াল নাড়লে ব্যথা করছে। চোখ দুটো পুরোপুরি খুলতে পারছে না। নাক ফুলে বলের মত হয়ে গেছে। সারা মুখে কালসিটে। তিক্ত হাসল জনসন। সময় এসব ছোটখাট ক্ষত সারিয়ে দেবে, কিন্তু সময়ের সাথে সাথে প্রতিশোধ নেয়ার ইচ্ছেটা দূর হয়ে যাবে না।

উঠে বসে পরিষ্কার কাপড় গায়ে চড়াল জনসন। ভাল লাগছে ধোয়া জামাকাপড় পরে। গত একমাস ট্রেইলে ছিল সে, পরিচ্ছন্ন হওয়ার সময় পায়নি। এখন আর খুনীকে ট্র্যাক করার ঝামেলা নেই, শুধু লোকটাকে বের করে আনতে হবে আড়াল থেকে। সতর্ক অপেক্ষাই যথেষ্ট।

কিচেনে গিয়ে জনসন দেখল স্টোভে ডিম ভাজছে মিসেস গিলক্রিস্ট। পাশেই একটা চেয়ারে বসে আছে চেহারায় ভাঁজ পড়া বুড়ো এক লোক। জনসনকে দেখে উঠে দাঁড়িয়ে হাত বাড়িয়ে দিল সে। ডানহাতে তর্জনী আর বুড়ো আঙুল আছে শুধু, বাকিগুলো কাটা পড়েছে ধারাল কোন কিছুতে। কড়া পড়া শক্ত হাতটা ধরে ঝাঁকিয়ে দিল জনসন।

'আমি রয় গিলক্রিস্ট,' নিজের পরিচয় জানাল বুড়ো। বসে পড়ে হাসতে হাসতে বলল, 'সমান সুযোগ পেলে মর্ডাকের সাথে কেমন লড়ো দেখার ইচ্ছে আছে আমার।'

'কে জানে, হয়তো দেখতে পাবে,' গম্ভীর স্বরে বলল জনসন। প্রথম দেখাতেই বুড়োকে পছন্দ করে ফেলেছে সে। লম্বায় বড়জোর পাঁচফুট চার ইঞ্চি হবে মানুষটা, ওজনে একশো পনেরো পাউণ্ডের বেশি নয়। জনসন জানে শারীরিক গড়ন দিয়ে মানুষকে বিচার করা যায় না। রয় গিলক্রিস্টের পেশীগুলো দড়ির মত পাকানো। বুড়োর সাথে হাতাহাতি লড়তে হলে দুইবার ভাববে যে-কোনও লোক।

একই সমান আগ্রহ নিয়ে জনসনকে দেখল বুড়ো গিলক্রিস্ট। কিছুক্ষণ পর

ভুরু কুঁচকে বলল, 'মর্ডাকের সাথে লড়তে সাহস লাগে। কেন কি হয়েছে আমি জানি না। তবে যে-ই মর্ডাকের বিরুদ্ধে দাঁড়াবে তার পাশে আছি আমি।'

হাসল জনসন। ফাটা ঠোঁটে ব্যথা লাগায় হাসিটা ক্ষণস্থায়ী হলো। 'কালকের ঘটনা থেকে বুঝেছি কাউকে পাশে দরকার আমার।'

'বেঁচে থাকলে আরও বন্ধু জুটে যাবে তোমার,' বলল রয়। 'এখনও যারা মর্ডাকের অত্যাচার মুখ বুজে সহ্য করছে তারা উপযুক্ত নেতৃত্ব পেলে মাথা উঁচু করে দাঁড়াবেই একদিন।'

স্টোভ থেকে প্যান সরিয়ে ওদের দু'জনের প্লেটে ওমলেট তুলে দিল জিনা, তারপর কফিপট এনে রাখল টেবিলে। জনসন জিনার জন্য অপেক্ষা করলেও ভদ্রতার ধার ধারল না রয় গিলক্রিস্ট, গোগ্রাসে খেতে শুরু করল বুভুক্ষের মত। খাওয়ার ফাঁকে ফাঁকে কৌতূহলী দৃষ্টিতে দেখছে সামনে বসা আগন্তুককে। একটু পর পর দৃষ্টি গিয়ে স্থির হচ্ছে জনসনের পাশে বসা জিনার ওপর। অবশেষে মুখ খুলল রয়, চিন্তিত চেহারায় বলল, 'আমি আর জিনা ছাড়া এ-শহরের সবাই মর্ডাকের ভয়ে কাঁপে। এমনকি জাজ আর মার্শালও—মনে রেখো। মর্ডাকের সাথে লাগতে গেলে প্রথম প্রথম কেউ তোমাকে সাহায্য করার সাহস পাবে না।'

'আমরাও খুব সাহসী নই, মিস্টার জনসন,' প্লেট থেকে মুখ তুলে বলে উঠল জিনা গিলক্রিস্ট, 'তবে আমার স্বামী খুন হবার পর ভয় পেতে লজ্জা হয় আমাদের।' মহিলার দু'চোখে পানি এসে গেল। কিছুক্ষণ চুপ করে থেকে নিজেকে সামলে নিয়ে বলল, 'পাঁচ মাইল দূরে বিগ হর্স ক্রীকের তীরে ছোট্ট একটা র‍্যাঞ্চ ছিল আমার স্বামীর। তোমার মত ওকেও এখান থেকে চলে যেতে বলেছিল মর্ডাক। যাইনি আমরা। তারপর একদিন প্রেইরিতে ওর লাশ পাওয়া গেল। ক্ষত-বিক্ষত চেহারা চেনার উপায় ছিল না। কয়েকদিন পর মর্ডাকের দু'হাতে ব্যাণ্ডেজ দেখে বুঝলাম কি ঘটেছিল। আমরা আর কিছুই চাই না, মিস্টার জনসন, শুধু অপরাধীর বিচার চাই।'

রাগী চেহারায় জনসনের দিকে কাঁটা চামচ তাক করল রয় গিলক্রিস্ট।

'সাবধানে না চললে তোমার বেলাতেও একই ঘটনা ঘটবে। আবার স্ট্যামপিড সেলুনে ঢোকার আগে মাথা খাটিয়ো!'

ডেভিস ক্লেয়ারের কথা মনে পড়াতে জনসন জানতে চাইল, 'নিজেদের রেগুলেটর বলে যে লোকগুলো তাদের কাজ কি?'

'ওদের কাজ ফালতু মীটিং ডেকে সময় নষ্ট করা,' রেগে উঠল রয়, 'জিম মারা যাওয়ার পর এখন ওদের নেতৃত্ব দিচ্ছে ডেভিস ক্লেয়ার। মুখে যত বড় বড় কথা, আসলে মর্ডাকের ভয়ে ঠ্যাঙ কাঁপে সবক'জনের।'

'জিমের নেতৃত্বে রেগুলেটররা মাথা তুলে দাঁড়াবার সাহস পেয়েছিল। সেজন্যই মর্ডাকের হাতে খুন হতে হলো ওকে,' ভেজা কণ্ঠে বলল জিনা, 'এখন ওদের অবস্থা মালিকহীন কুকুরের কত, কেউ লাথি দিলেও বলার কিছু নেই।'

'মর্ডাকের সাথে ওদের বিরোধ কিসের?' জানতে চাইল জনসন।

'জমি। মর্ডাক চায় সমস্ত জমি গ্রাস করে নিতে।' নাস্তা শেষ করে চেয়ার পেছনে ঠেলে উঠে দাঁড়াল রয় গিলক্রিস্ট। 'জোহান গর্ডনও কড়া লোক ছিল, খেটে দাঁড় করিয়েছে এত বড় র‍্যাঞ্চ, উন্নতির পথে কাউকে বাধা হয়ে দাঁড়াতে দেয়নি। তবু লোকটাকে সবাই পছন্দ করত, মর্ডাকের মত খারাপ লোক ছিল না সে।

'রবার্টের মা মরার পর হেলগাকে বিয়ে করে ঘরে ওঠাল র‍্যাঞ্চার, বদলে যেতে শুরু করল মানুষটা। শুনেছি মহিলা স্টেজ ড্যান্সার ছিল মাইনিঙ ক্যাম্পে। বোঝোই তো ওখানে কাপড় পরে নাচলে পয়সা দিয়ে দেখে না কেউ!

'রবার্টের সঙ্গে মর্ডাকের ঝগড়া হলেই ছেলের পক্ষ নিত মহিলা, স্বামীর কান ভারী করত। শেষ পর্যন্ত অতিষ্ঠ হয়ে ঘর ছেড়ে চলে গেল রবার্ট। ওকে আমি দোষ দেই না, ওই ডাইনী মেয়েছেলে সর্বক্ষণ আমার পেছনে লেগে থাকলে আমিও কবে ভেগে যেতাম দেশ ছেড়ে।'

'জোহান গর্ডন মারা যাওয়ার পর আমরা সবাই ভেবেছিলাম রবার্ট গর্ডন ফিরে আসবে। জাজ হেনরি তাকে খুঁজে বের করতে ডিটেকটিভ পাঠিয়েছিল,

কিন্তু লোকটা আর ফিরে আসেনি। বোধহয় রবার্টের দেখা পায়নি লোকটা। খবরের কাগজে বিজ্ঞাপনটাও যদি দেখত ফিরে আসত রবার্ট। তাই না?' টেবিল পরিষ্কার করতে করতে জিজ্ঞেস করল জিনা গিলক্রিস্ট।

'হয়তো,' গম্ভীর স্বরে বলল জনসন।

'যাই, কাজ ফেলে রাখলে চলবে না। হেসে জিনার দিকে তাকাল তার শ্বশুর। এ-শহরের কোনও বাচ্চার তুলনায় আমার নাতি-নাতনী যেন খারাপ না থাকে সেটা দেখব আমি।' বুড়ো লোকটার কণ্ঠস্বরে দৃঢ়তার পাশাপাশি অসহায়ত্বও আছে, বুঝতে পারল জনসন।

'আমি জানি, বাবা।' মিষ্টি করে হাসল জিনা গিলক্রিস্ট।

ডেস্কের ড্রয়ার থেকে কাঠের কুচি ভরা একজোড়া গ্লাভস আর পুরানো একটা হ্যাট বের করে পরল রয় গিলক্রিস্ট, জনসনের দিকে তাকিয়ে বলল, 'বাষ্পচালিত একটা করাত আর কয়েকটা ঘোড়া আছে আমার। পাহাড় থেকে সিডার গাছ কেটে কাঠ বেচি। একজন লোক দরকার আমাকে সাহায্য করার জন্য। কিন্তু মর্ডাক সবাইকে বলেছে আমার সাথে কাজ করলে তাদের ক্ষতি হতে পারে। কেউ আর এখন আমার ধারেকাছে ঘেঁষে না।'

'শরীরের জড়তা কেটে গেলে আমি সাহায্য করব তোমাকে,' বলল জনসন।

'অসংখ্য ধন্যবাদ,' বুড়োর বলার ভঙ্গিতে প্রশংসার সুর ফুটে উঠল। দু'এক মুহূর্ত পর মাথা নাড়ল সে, ডানহাত উঁচিয়ে ধরে বলল, 'আমি চাই না তুমি করাত চালাবার ঝুঁকি নাও। আমার মত হাতের অবস্থা হলে মর্ডাকের বিরুদ্ধে জীবনেও দাঁড়াতে পারবে না।'

পুত্রবধুকে নড করে পিছন দরজার দিকে এগিয়ে গেল রয় গিলক্রিস্ট। ফিরে তাকাল বেরিয়ে যাওয়ার আগ মুহূর্তে, হাসিমুখে বলল, 'জিনার কথা মত চললে তাড়াতাড়ি সুস্থ হয়ে উঠবে তুমি। ওর হাতে নিজেকে নিশ্চিন্তে ছেড়ে দাও।'

জমাট বাঁধা রাগ ঘিরে ধরেছে জনসনকে। বুড়ো গিলক্রিস্ট চলে যাবার পর জিনার কাছে জানতে চাইল সে, 'মর্ডাক তোমাদের র‍্যাঞ্চ কেড়ে নেবে,

ব্যবসা বন্ধ করে দেবে, যাকে ইচ্ছে তাকে খুন করবে আর মুখ বুজে সহ্য করবে তোমরা?'

'আর কোনও উপায় তো নেই আমাদের।' চোখ ছলছল করে উঠল জিনা গিলক্রিস্টের। 'মার্শাল জো হকিন্সও মর্ডাকের কথায় ওঠে বসে। সিডার শহরে মর্ডাক আর তার পোষা গানহ্যাণ্ডের বিরুদ্ধে দাঁড়াবার সাহস কারও নেই।'

'আমার বোধহয় এই বাড়ি ছেড়ে চলে যাওয়া উচিত,' গম্ভীর স্বরে বলল জনসন, 'তোমরা আরও বিপদে জড়িয়ে পড়বে আমি এখানে থাকলে।'

'তোমার অসুবিধা না হলে থাকো। আমি চাই না তুমি চলে যাও, মিস্টার জনসন, মর্ডাকের মুখোমুখি হবার সাহস আছে তোমার। তুমি হয়তো পারবে লোকটার হাত থেকে সবাইকে রক্ষা করতে। জিম মারা গেছে, আর কি ক্ষতি করতে পারবে মর্ডাক আমাদের! আমি...'

চিন্তা করছে জনসন। রবার্টের খুনের বদলা নিতে হলে এমনিতেও শহরের আশেপাশেই থাকতে হবে ওকে। এ-বাড়িতে থাকাই সবচেয়ে নিরাপদ, অ্যাম্বুশের ভয় নেই। তাছাড়া জিনাদের অর্থনৈতিক সমস্যার সমাধান হবে অনেকখানি। শহরের কোনও বাড়িতে মর্ডাক হামলা চালালে লোকজন সেটা ভাল ভাবে নেবে না। নিজের রুমের দিকে পা বাড়িয়ে কাঁধের ওপর দিয়ে উৎকণ্ঠিত জিনার উদ্দেশে বলল সে, 'তোমাদের যতক্ষণ অসুবিধা না হবে থাকব আমি।'

স্বস্তির শ্বাস ফেলল জিনা গিলক্রিস্ট, ঘুমের ঘোরে জনসনকে প্রলাপ বকতে শুনেছে সে। জনসন মুখে কিছু না বললেও সে জানে কেন থেকে গেল মানুষটা। কৃতজ্ঞতায় ছেয়ে গেল জিনার অন্তর।

নয়

জিনার অক্লান্ত সেবা যত্নের পরও খুব ধীরে ধীরে সুস্থ্ হয়ে উঠছে জনসন। পুরো দু'দিন বাড়ি থেকে বের হলো না সে। তৃতীয়দিন আধঘণ্টার জন্য বাগানে নিড়ানি দেবার অনুমতি মিলল। তারপরও জিনা সাবধান করে দিয়েছে বেশিক্ষণ বাইরে থাকলে জোর করে ধরে আনবে।

চতুর্থ দিন সকালে খুব সতর্কতার সঙ্গে শেভ করল জনসন। মুখের ক্ষতগুলো এখনও পুরোপুরি শুকায়নি। শ্বাস টানলেই বুকের ডানপাশে ব্যথা খচ করে ওঠে। জিনার ধারণা ওর পাঁজরের হাড় ফেটেছে। বুড়ো রয় এ ব্যাপারে পুত্রবধুর সাথে একমত হতে পারেনি, বাগানে সে জনসনকে বলল, 'বুকের ব্যথাটা আসলে হাড়ে না, মাংসপেশীতে। ঠিক মত বিশ্রাম নিলেই সেরে যাবে। তোমার কপাল ভাল বেঁচে আছ, জিমের মত অবস্থা হয়নি। ওর চেহারার অবস্থা দেখে আমি ভেবেছিলাম কফিন জিনার সামনে খোলা উচিত হবে না।'

'জিনা কিভাবে নিয়েছিল ব্যাপারটা?'

'জোর করে স্বামীকে শেষবারের মত দেখেছিল মেয়েটা। কাঁদেনি একবারের জন্যও, পাথর হয়ে গেছে জিনার মন জিমকে হারিয়ে,' কেঁপে গেল রয় গিলক্রিস্টের কণ্ঠস্বর, 'দেখো তুমি, একদিন শটগানের গুলিতে মর্ডাকের মাথা উড়িয়ে দেব আমি। তখন হেলগা গর্ডন বুঝবে সন্তান হারালে কেমন লাগে।' ঘুরে দাঁড়িয়ে উড ইয়ার্ডের দিকে হাঁটতে শুরু করল রয়, পেছনফিরে তাকাল না একবারও।

এ-ক'দিনে গিলক্রিস্টদের পছন্দ করে ফেলেছে জনসন। ওদের

মনোভাব বুঝতে পারে সে। দু'জনেই জিমের স্মৃতি অবলম্বন করে বেঁচে আছে। যেন জিমের মত দেখতে একটা ছেলে হয় সেজন্য রোজ দু'বেলা প্রার্থনা করে জিনা গিলক্রিস্ট। বুড়ো রয় ছেলে হবে বলে তাকে সান্ত্বনা দেয়।

হারাবার তেমন কিছু আর নেই ওদের দু'জনের। একজন কমবয়সে স্বামীকে হারিয়েছে, অন্যজন বুড়ো বয়সে একমাত্র ছেলেকে। একদিন জিমকে হত্যার বিচার হবে, অপরাধী শাস্তি পাবে এটাই চায় ওরা। জনসন ঘনিষ্ঠ বন্ধুকে হারিয়েছে, সে-ও খুনীর বিচার চায়। নিজেকে দিয়ে জিনা আর রয় গিলক্রিস্টকে বুঝতে শিখেছে সে।

'মর্ডাক মরার আগ পর্যন্ত আমি বেঁচে থাকব,' গত কাল বলেছে বুড়ো রয়, 'তারপর যা হয় হোক, শুধু জিনা কিভাবে বাঁচবে সেটাই চিন্তার কথা। বাড়ি আর করাত কল ছাড়া তেমন কিছুই নেই আমার ওকে দিয়ে যাবার জন্য। জিমেরও টাকা-পয়সা ছিল না। ও মরার পর মর্টগেজের টাকা শোধ করতে না পারায় র‍্যাঞ্চটাও নিয়ে নিয়েছে ব্যাংক। অবশ্য তুমি আমাদের বাসায় ওঠায় সাহায্য হচ্ছে অনেক।' বড় করে শ্বাস টেনে ওকে সাবধান করে দেয়ার জন্যে বলেছে রয়, 'আমার মনে হয় ভাব যেরকমই দেখাক আসলে খুব একটা সাহসী না জন মর্ডাক, নাহলে ক্রফোর্ডের মত গানম্যান দরকার হত না তার। অবশ্য সাহসী না বলেই বোধহয় বেশি বিপজ্জনক লোকটা, কয়োটের মত চালাক, কখন সে কি করে বসবে বোঝার কোনও উপায় নেই।'

নাস্তার টেবিলে সবাই বসার পর পঞ্চমদিন জনসন বলল তার পক্ষে অলস ভাবে আর বসে থাকা সম্ভব নয়। জানাল আজকে জাজ হেনরির সঙ্গে দেখা করবে, জরুরী কিছু কথা আছে।

'তোমার হাতের অবস্থা কেমন, ঠিকমত সিক্সগান বের করতে পারবে?' জিজ্ঞেস করল রয়।

'কাঁধ দুটো এখনও আড়ষ্ট, তবে পারব বোধহয়।'

'সাবধান থেকো, এই অবস্থায় ক্রফোর্ডের সাথে দেখা হলে...' কিছুক্ষণ চিন্তিত চেহারায় জনসনকে দেখল বুড়ো, তারপর বলল, 'আমার মনে হয় না

ক্রফোর্ড তোমার সাথে লাগতে যাবে। মর্ডাক চাইবে না সবার চোখের সামনে এখনই আবার কিছু ঘটুক। তবে শহরের বাইরে ভুলেও যেয়ো না, তোমাকে পেছন থেকে অ্যাম্বুশ করলেও কেউ তখন বলতে পারবে না মর্ডাকের হাত ছিল।'

'কিন্তু জেসিকা গর্ডনের সাথেও দেখা করা দরকার আমার, মেয়েটা কি নিয়মিত শহরে আসে?'

'না, আসে না,' জবাব দিল জিনা গিলক্রিস্ট, একদৃষ্টিতে জনসনের দিকে তাকিয়ে বলল, 'তুমি ওকে খুঁজতে যেয়ো না, বস্ক জি'র কাউহ্যাণ্ডরা গুলি করে খুন করার জন্য।'

'বস্ক জি র‍্যাঞ্চহাউসে না গিয়েও বোধহয় জেসিকার দেখা পাওয়া যাবে,' বলল জনসন, 'ওকে দেখে সারাদিন ঘরে বসে থাকার মেয়ে মনে হয়নি।'

'দিনের বেশির ভাগ সময়ই ট্রায়াঙ্গল মেসায় ঘোড়া ছুটিয়ে বেড়ায় জেসিকা, ওখানে যাওয়া তোমার জন্য ভীষণ বিপজ্জনক,' কাতর গলায় বলল জিনা, সমর্থন পাবার আশায় তাকাল শ্বশুরের দিকে। বুড়ো রয় চোখ নামিয়ে নেয়ায় বলল, 'প্লীজ, আমি অনুরোধ করছি, ওখানে যেয়ো না তুমি।'

'এখানে একটা কাজ নিয়ে এসেছি আমি, যত বিপদই সামনে আসুক কাজটা শেষ করতে হবে। আমার জন্য দুশ্চিন্তা কোরো না,' জিনাকে আর কথা বাড়াবার সুযোগ দিল না জনসন, টেবিল ছেড়ে উঠে নিজের ঘরে চলে এল। গানবেল্ট আর হ্যাট পরে বাড়ির বাইরে বেরল।

প্রথম সকালের রোদ রাস্তার ধুলোতে পড়ে রক্ত-লাল দেখাচ্ছে। এখন বোর্ডওয়াকে লোক চলাচল শুরু হয়নি। ব্যাংকের পাশে জাজের অফিস। হেনরি মিচেলকে অফিসেই পেল জনসন। একটা মোটা সিগার লোকটার ঠোঁটে ঝুলছে, ধোঁয়া বের হচ্ছে না, নিভে গেছে সিগারটা। জেলখানায় যখন দেখা করতে গিয়েছিল তখনকার দম্ভ আর গর্ব এই মুহূর্তে সম্পূর্ণ অনুপস্থিত হেনরি মিচেলের চেহারায়। ফ্যাকাসে চেহারায় জনসনের উরুতে বাঁধা সিক্সগানটা দেখল প্রথমে, তারপর জাজের অনিশ্চিত ভীত দৃষ্টি স্থির হলো ওর চেহারায়।

'চমকে গেলে নাকি, জাজ, ভেবেছিলে চলে যাব আমি?' মাথা নেড়ে হাসল জনসন, আমন্ত্রণ ছাড়াই বসে পড়ল চেয়ারে। 'আমি আসার আগ পর্যন্ত সবকিছু ঠিকঠাক চলছিল সিডার শহরের, আমি চাঁদমুখ দেখানোর পরই ঝামেলা শুরু হয়ে গেল। ব্যাপারটা কি, জাজ?'

'কিছুই না, নিজেকে খুব গুরুত্বপূর্ণ ভাবছ তুমি।'

'না, জাজ, তোমার চেহারা দেখে বুঝতে পারছি চিন্তিত হয়ে পড়েছ তুমিও। কি ভাবছ? মর্ডাকের পা চেটে ভুল করছ কিনা? ভেবে দেখো, জিম গিলক্রিস্টের নেতৃত্বে রেগুলেটররা শক্তিশালী প্রতিপক্ষ ছিল মর্ডাক জিমকে মেরে ফেলার আগে। এখনও ওরা সংঘবদ্ধ হলে কি ঘটবে বলা যায় না।'

'আমি ব্যস্ত, জনসন, তোমার কথা শেষ হয়ে থাকলে...'

থামিয়ে দিল জনসন। 'নাকি ভাবছ কেন এখানে এসেছি আমি, কেন রবার্টের ব্যাপারে খোঁজ খবর করছি! কিছু একটা লুকাচ্ছ তুমি, কি সেটা, জাজ?'

'কিছুই লুকাচ্ছি না আমি,' রাগী শোনাল জাজ হেনরির গলা, বলল, 'বলতে চাইনি, তুমিই বলতে বাধ্য করলে। আমার ধারণা তোমাকে জেল থেকে ছাড়িয়ে ভুল করেছে জেসিকা। তোমার মত গায়ে পড়া আগন্তুকের উচিত শিক্ষা হত ছয়মাস জেলে পচলে।'

'তোমার ধারণায় আমার কিছু যায় আসেনি,জাজ। আমি ভাবছি জেসিকার কথা। সৎমা আর তার বদমাশ ছেলেটার কোনও ছাপ পড়েনি মেয়েটার মধ্যে। জোহান গর্ডন বা তার প্রথমা স্ত্রী বোধহয় ভালমন্দ বিচার করে চলা শিখিয়েছিল ওকে।'

'আসলে তুমি কি চাও, জনসন? আমার অফিসে এসেছ কেন, রবার্ট গর্ডনের ব্যাপারে জানতে? আমি জানি না সে কোথায় আছে।'

'শুনেছি তুমি জোহান গর্ডনের লইয়ার ছিলে। আমি জোহান গর্ডনের করে যাওয়া উইলটা দেখতে এসেছি।'

সময় নিয়ে সিগারটা ধরাল জাজ হেনরি, বুক ভরে ধোঁয়া টেনে ওগরাল। কৌতূহলী চোখে দেখল সামনে বসা জনসনকে। 'যে কারও উইলের বক্তব্য

জানতে চাওয়ার অধিকার আছে সবার,' অবশেষে মুখ খুলল সে, 'জোহান মনে করেছিল ওর মৃত্যুর পর বড় কোনও শহরে চলে যাবে হেলগা, তাই নগদ টাকা বউকে দিয়ে গেছে উইল করে। হেলগাকে আমাদের সমাজে কেউ ভালভাবে নেয়নি সে স্টেজ ড্যান্সার ছিল বলে। মহিলারা তার সাথে কথা বলত না। মেয়েরা নিজেদের ক্লাব, এমনকি চার্চে আসার জন্যও কখনও আমন্ত্রণ জানায়নি হেলগাকে। জোহানের বন্ধু হিসেবে আমার স্ত্রীকে বহুবার বলেছি, হেলগার সাথে মিশতে রাজি হয়নি সে বদনামের ভয়ে।'

'জোহান গর্ডন বক্স জি র‍্যাঞ্চ কাকে দিয়ে গেছে?'

'সমান ভাগে ভাগ করে দিয়েছে রবার্ট আর জেসিকাকে। একবছরের মধ্যে নিজের অংশ রবার্ট দাবি না করলে সমস্তটাই জেসিকার হয়ে যাবে। ডিসেম্বরে জেসিকার বয়স একুশ হওয়ার আগে র‍্যাঞ্চের ব্যবস্থাপনার দায়িত্বে থাকবে ওর সৎমা।'

'তোমার কি মনে হয়, দায়িত্ব পালন শেষে হেলগা গর্ডন চলে যাবে?'

'বলা যায় না, হেলগা চাইছে মর্ডাককে জেসিকা বিয়ে করুক। ইচ্ছে পূরণ হবার উপর মা-ছেলের থাকা না থাকা নির্ভর করছে। এখন, জনসন, তোমার আর কিছু জানার না থাকলে...'

জাজের দেখাদেখি উঠে দাঁড়াল জনসন, দরজা খুলে ফিরে তাকিয়ে বলল, 'তুমি যদি সত্যিই জোহান গর্ডনের বন্ধু হয়ে থাকো তাহলে চেষ্টা কোরো যেন মর্ডাককে জেসিকা বিয়ে না করে। বেশিদিন হয়নি এখানে এসেছি, কিন্তু লোকটাকে চেনা হয়ে গেছে আমার।'

'এতসবে তোমার লাভ কি?'

'লাভ আমার না, তোমাদের। কাজ শেষ করে চলে যাবার আগে আমি দেখে যেতে চাই আইনের লোকেরা কারও পা চাটছে না।' দরজা বন্ধ করে রাস্তায় বেরিয়ে আসার আগে বলল জনসন। আপন মনে কি যেন বলতে গিয়েও চুপ হয়ে গেল জাজ হেনরি মিচেল। লজ্জায় লাল হয়ে গেছে তার চেহারা।

লিভারি স্টেবলে এসে ঢুকল জনসন। স্ট্যালিয়নের পিঠে স্যাডল চাপিয়ে ওর দিকে তাকাল জো হকিন্স। 'চলে যাচ্ছ?'

'না।'

'চলে গেলে প্রাণে বাঁচবে,' বলল হকিন্স, 'আবার মর্ডাক তোমাকে শহরে দেখলে মেরেই ফেলবে।'

কোনও কথা বলার প্রয়োজন বোধ করল না জনসন। ঘোড়ায় চেপে স্টেবল থেকে বেরিয়ে এল, ছুটছে ট্রায়াঙ্গল মেসা লক্ষ্য করে। চারদিন চাররাত একটানা বিশ্রাম পেয়েছে ঘোড়াটা, দ্রুত দৌড়াচ্ছে মুক্তির আনন্দে। প্রতিটা ঝাঁকিতে ব্যথায় মুখ কুঁচকে উঠছে জনসনের, তবু গতি কমাতে বাধ্য করছে না স্ট্যালিয়নটাকে।

সিডার শহর থেকে মাইল খানেক দূরে এসে মেসায় ওঠার মত একটা ট্রেইল খুঁজে বের করল সে। মেসার উপরে ওঠার পর পাইন সিডারের আড়াল নিয়ে এগুলো বক্স জি'র বিল্ডিংগুলোর দিকে। গাছের শেষ সারির আগে ঘোড়া থামাল। র‍্যাঞ্চহাউসটা আরও আধমাইল সামনে।

একটা সিডারের গোড়ায় স্ট্যালিয়নটা বেঁধে ঘাসে মোড়া জমিতে বসল সে, একদৃষ্টিতে তাকিয়ে থাকল মেসার দিকে। দুপুর হয়ে গেছে, জেসিকার দেখা নেই, অধৈর্য জনসনের আশেপাশে জমে উঠেছে অসংখ্য সিগারেটের আধপোড়া টুকরো।

শেষ বিকেলে র‍্যাঞ্চহাউসের সামনে জেসিকাকে ঘোড়া ছোটাতে দেখল সে। কেউ শুনে ফেলতে পারে তাই চেঁচিয়ে ডাকল না।

জেসিকার ঘোড়ায় চড়ার ভঙ্গি চমৎকার, আপন মনে ভাবল জনসন। বোঝা যায় প্রচুর সময় ঘোড়ার পিঠে কাটায় মেয়েটা বাড়ির অস্বস্তিকর পরিবেশ এড়াতে।

জেসিকা চোখের আড়ালে চলে যাওয়ার পর শহরের পথ ধরল জনসন। মাথা থেকে জেসিকার চিন্তা দূর করতে পারছে না। মেয়েটা কি মর্ডাকের বন্য হিংস্রতাকে ঘৃণা করে? সে জানে অনেক মেয়েই যে লোককে ঘৃণা করে তাকেই বিয়েও করে। ভাবনাটা মাথায় দোলা দিয়ে যাওয়াতে ভাল লাগল না ওর।

রবার্টকে কথা দিয়েছে জেসিকার কোনও বিপদ হতে দেবে না, মনে

পড়ল জনসনের। বিশ্রাম দরকার ওর। সুস্থ হয়ে রেগুলেটরদের সাথে যোগাযোগ করতে হবে। মর্ডাকের হাত থেকে সিডার শহরের লোকজনকে রক্ষা করতে হবে। মনে হয় না জাজ বা মার্শালের কাছ থেকে এ-ব্যাপারে কোনও সাহায্য পাওয়া যাবে।

শহরে পৌঁছে স্টেবলে গিয়ে ঘোড়া থেকে নামল জনসন। অলস মার্শালকে দ্রুত পায়ে ওর দিকে এগিয়ে আসতে দেখে বিস্মিত হলো। লোকটার সরু চেহারায় উত্তেজনার পাশাপাশি জয়ের আনন্দ ফুটে উঠেছে।

মেয়েলি কণ্ঠে সে বলল, 'তোমাকে চলে যেতে বলেছিলাম জনসন, যাওনি। আর কোনদিন কোথাও যাওয়া হবে না তোমার!'

ধীরে সুস্থে একটা সিগারেট রোল করে ঠোঁটে ঝোলাল জনসন, কৌতূহলী চোখে দেখল সামনে দাঁড়ানো লোকটাকে। 'একজন গানস্লিঙ্গার শহরে এসেছে। খুঁজছে তোমাকে। তোমার নাম আর চেহারার বর্ণনা দিয়েছে সে। কোনও সন্দেহ নেই তোমাকেই খুঁজছে,' উত্তেজিত ভঙ্গিতে মাথা চুলকাল হকিন্স।

'লোকটা দেখতে কেমন?'

'তোমার চেয়ে খাটো। রোগা পাতলা। চোখের দৃষ্টি মরা মাছের মত ভাষাহীন। উপরের অংশ কাটা একটা হোলস্টার বেঁধেছে ঊরুর সঙ্গে। লোকটাকে চিনেছ তুমি?'

'না,' গম্ভীর চেহারায় মাথা নাড়ল জনসন।

এটাই তাহলে মর্ডাকের নতুন চাল! লোকজন গুজব ছড়াবার সুযোগ পাবে দেখে ক্রফোর্ডকে কাজে লাগাচ্ছে না লোকটা, তিক্ত মনে ভাবল জনসন, খুনী ভাড়া করে নিয়ে এসেছে!

টাকা থাকলে ভাড়াটে গানম্যান যোগাড় করা কষ্টকর কিছু না। টাকা খরচ করলে দ্রুত ড্র করতে পারা গানস্লিঙ্গার সবসময়েই খুঁজে পাওয়া যাবে। জনসনের মনে হলো ওকে খুঁজতে আসা লোকটা খুবই ফাস্ট হবে। মর্ডাকের টাকা আছে। তাছাড়া দরকার পড়লে মায়ের কাছ থেকে ধার নিতে পারবে।

ঘুরে দাঁড়িয়ে স্টেবল থেকে বেরিয়ে রাস্তায় উঠে এদিক ওদিক চোখ

বোলাল জনসন। আজ পর্যন্ত ওকে কারও খুঁজে বের করতে হয়নি, সে নিজেই খুঁজে নিয়েছে অনুসন্ধানকারীকে। আন্দাজ করতে পারল গানম্যান এই মুহূর্তে কোথায় থাকতে পারে। গম্ভীর চেহারায় থমকে দাঁড়াল সে, একদৃষ্টিতে তাকিয়ে আছে স্ট্যামপিড সেলুনের ব্যাটউইঙের দিকে।

দশ

ব্যাটউইঙ ঠেলে বোর্ডওয়াকে এসে দাঁড়াল বেঁটে এক লোক, উরুর সাথে ঝুলছে নিচু করে বাঁধা হোলস্টার। তিক্ত হাসল জনসন। ছোট শহরে কোনও কিছুই গোপন থাকে না। ওই লোকও জানে যাকে খুঁজছে তার দেখা পেয়ে গেছে।

রাস্তায় নেমে এগিয়ে আসছে আগন্তুক। চোখ না সরিয়ে সিক্সগান নেড়ে হোলস্টারের ভেতর আলগা করল জনসন। পড়ন্ত সূর্যের আলো সেলুনের কাঁচের জানালায় ঠিকরে ওর মুখে এসে পড়েছে, এক কদম সরে অসুবিধাটা দূর করল সে। সূর্য ডোবার আগেই ঝামেলা মোকাবেলা করা উচিত বুঝতে পেরে দৃঢ় পায়ে হাঁটতে শুরু করল আগুয়ান লোকটাকে লক্ষ্য করে।

আগন্তুক মারা গেলে কিছুই যায় আসে না। অস্ত্র ভাড়া খাটানোর সময়েই ভাড়াটে খুনীরা ঝুঁকির পরিমাণ জেনে যায়। ব্যর্থ হলে চলবে না, মনে মনে আওড়াল জনসন। ও খুন হয়ে গেলে কোনদিনই শাস্তি হবে না রবার্টের খুনীর। শ্রাগ করার ভঙ্গিতে ডান কাঁধ ঝাঁকাল জনসন। কোনও ব্যথা নেই, পেশীর আড়ষ্টতাও দূর হয়ে গেছে। অন্তরে জিনা গিলক্রিস্টের প্রতি কৃতজ্ঞতা অনুভব করল, মহিলার অক্লান্ত সেবা যত্ন সুস্থ করে তুলেছে ওকে।

দু'জনের মধ্যে তিরিশ ফুট দূরত্ব থাকতে উত্তেজিত ভঙ্গিতে থমকে

দাঁড়াল গানম্যান। অন্য সময়ে, অন্য জায়গায় আরও অনেকের মধ্যে এরকম উত্তেজনা দেখেছে জনসন। 'জনসন!' চেঁচাল গানম্যান, 'ঠিকই তোমাকে খুঁজে বের করতে পারব জানতাম। এখন আর মাফ চেয়ে পার পাবে না!'

'কে তোমাকে কত দিচ্ছে সেটা যখন স্বীকার করবে না তখন যা খুশি মিথ্যা কথা বলতে পারো,' জবাব দিল জনসন। ও জানে সিক্সগান ড্র করার উপযুক্ত কারণ দেখাতে গিয়ে মিথ্যে গল্প বানাতে হবে লোকটাকে, তা নাহলে আইনের চোখে ব্যাপারটা বৈধ হবে না।

'কে আমাকে কত দিচ্ছে মানে!' বিস্মিত হওয়ার অভিনয়টা ভাল হলো গানস্লিঙ্গারের। কাঁধের ওপর দিয়ে সেলুনের সামনে জড় হওয়া লোকগুলোর উদ্দেশে সে বলল, 'আমার বোনকে বিয়ে করবে কথা দিয়ে ভাগিয়ে নিয়ে এসেছিল এই জনসন লোকটা। এক হাজার মাইল ট্র্যাক করে বোনের কবর পেয়েছিলাম দেড়মাস পর। ওকে খুন করে সেই থেকে পালিয়ে বেড়াচ্ছে জনসন।'

সরলসোজা মিথ্যে কথা—বিশ্বাসযোগ্য। সেলুনের সামনে দাঁড়ানো লোকগুলোর গুঞ্জন জনসনকে বলে দিল গল্পটা বিশ্বাস করেছে প্রায় সবাই। গানফাইটের ফলাফল এখন যাই হোক না কেন আগামীকাল সূর্যোদয়ের আগেই গোটা শহরের প্রত্যেকটা মানুষ জেনে যাবে গানফাইট কেন হয়েছে।

'তুমি একটা মিথ্যুক।' রাগে কালো হয়ে গেল জনসনের চেহারা, চেঁচিয়ে বলল, 'মা-বোন থাকে না তোমার মত লোকদের। মর্ডাকের কাছ থেকে কত পেয়েছ?'

সোনালী চুল লোকটার, বয়স বাইশের বেশি হবে না। উঁচু চোয়াল। নীল চোখ জোড়ায় খুনের নেশা দেখতে পেল জনসন। ভয় পাচ্ছে না, নিজের কাজ দ্রুত এবং দক্ষ হাতে করতে পারবে বলে বিশ্বাস করে। বোনের হত্যাকারীর দেখা পাওয়া ভাইয়ের অভিনয় চালিয়ে যাওয়ার প্রয়োজন ফুরিয়েছে তার। এখন শহরের লোক জানে সে এখানে কেন এসেছে। বাধা দেবে না কেউ।

'তোমার বয়স কত?' জনসনের আচমকা প্রশ্নে মুখ থেকে রক্ত সরে গেল গানস্লিঙ্গারের। চোখে খুনের নেশাটা আরও প্রকট হয়ে উঠল। হাসল জনসন।

'সবাইকে বলো তুমি মিথ্যে কথা বলেছ। মর্ডাক তোমাকে ভাড়া করেছে বলে দাও, তোমাকে ছেড়ে দেব আমি। ফিরে গিয়ে মর্ডাককে তুমি বলবে যে আমি বলেছি সে যেন বড়দের কাজে কোনও বাচ্চা ছেলেকে না পাঠায়।'

সতর্ক হয়ে উঠেছে জনসন, ইচ্ছে করে বয়সের খোঁচা দিয়েছে যাতে গানম্যানের আসল চেহারা বেরিয়ে আসে। যুবককে মুখ খিস্তি করতে শুনেই বুঝে ফেলল ওর উদ্দেশ্য সফল হয়েছে।

গানম্যানের ডানহাত দুলে উঠে হোলস্টারে থাবা মারল। একই সঙ্গে বুড়ো আঙুলে হ্যামার তুলে ফেলেছে সে, ব্যারেলটা উঁচু হচ্ছে জনসনকে লক্ষ্য করে।

সাবলীল ভঙ্গিতে ডানকাঁধ ঝাঁকি খেল জনসনের। গানম্যানের অস্ত্র ওর হাঁটুর কাছে তাক করা অবস্থায় থাকতেই অভ্যস্ত হাতে উঠে এল সিক্সগান। বামহাতের তালুর ধাক্কায় হ্যামার উঠিয়ে হেয়ার ট্রিগারে চাপ দিল সে।

ঘাড় ফিরিয়ে স্টেবলের দরজায় দাঁড়ানো মার্শালের দিকে তাকাল জনসন, নিজে অক্ষত দেখে বুঝে গেছে গানম্যানের পরিণতি। হকিন্সের ফ্যাকাসে চেহারা একপলক দেখে নিয়ে সেলুনের দিকে তাকাল সে। ভিড়ের মধ্যে জাজ মিচেলকে দেখতে পেয়ে জিজ্ঞেস করল তিক্ত স্বরে, 'তোমার চোখের সামনে ঘটেছে সবকিছু, বেআইনী বলে মনে হয়েছে?'

'আত্মরক্ষা। মৃত আগে ড্র করেছে।' পড়ে থাকা গানম্যানের সামনে এসে দাঁড়াল জাজ মিচেল, ঝুঁকে তাকাল। হৃদপিণ্ডের ওপর ছোট্ট ফুটো থেকে সরু ধারায় রক্ত গড়িয়ে জমা হচ্ছে রাস্তায়। শুকনো বালিতে লাল রঙ ছড়িয়ে যাচ্ছে দ্রুত। গা ঘিনঘিন করে উঠল জাজের, চোখ সরিয়ে নিল। দু'এক মুহূর্ত পর সামলে নিয়ে জনসনকে দেখল শান্ত চেহারায়। 'কি চাও, জনসন, শহরের রাস্তায় আরও মৃতদেহ দেখতে চাও?'

'সিডার শহরে মরা মানুষ নতুন কিছু না। জিম গিলক্রিস্টের কি হয়েছিল?' পাল্টা প্রশ্ন করল জনসন।

'কেউ জানে না কাজটা কে করেছে,' তড়িৎ জবাব দিল জাজ, 'আমরা জানলে অবশ্যই লোকটাকে শাস্তি দিতাম।'

'আচ্ছা?' জনসনের কণ্ঠে অবিশ্বাসের সুর ধরতে পেরে মুখ থেকে রক্ত সরে গেল জাজের।

সেলুনের সামনে জড় হওয়া লোকজন এগিয়ে এসে গোল হয়ে দাঁড়াল মৃত গানম্যানকে ঘিরে। হোলস্টারে সিক্সগান ভরল জনসন, হাঁটতে শুরু করল ব্রিজের দিকে। হঠাৎ ক্লান্ত-অবসন্ন লাগছে নিজেকে, চেষ্টা করেও ভুলতে পারছে না একটু আগে মানুষের তৈরি কাগুজে নোটের মায়ায় পড়ে ওর হাতে প্রাণ দিয়েছে এক যুবক।

মাত্র ঘটতে শুরু করেছে বিপদ, স্পষ্ট বুঝতে পারছে জনসন। ভাড়াটে খুনীর উপস্থিতিতে মর্ডাকের হাত ছিল মোটামুটি নিশ্চিত ভাবেই বলা যায়। কিন্তু রবার্টকে মর্ডাক নিশ্চয়ই নিজ হাতে হত্যা করেনি, কাউকে দিয়ে কাজ সারিয়েছে। তারমানে আরও দু'জনের মুখোমুখি ওকে দাঁড়াতে হবে। মর্ডাক আর কে...নরম্যান ক্রফোর্ড?

আজকের গানফাইটে শহরবাসী কি ভাববে? এ-ব্যাপারে সবার কথা শোনার পর জেসিকা ওকে কি ধরনের লোক মনে করবে? কিছুই সচেতনভাবে বুঝতে পারছে না জনসন, শুধু অনুভব করতে পারছে প্রতিশোধ নিতে হবে ওকে রবার্টের হয়ে।

দেরিতে হলেও মেয়েটা শহরে খুনোখুনির ঘটনাটা জানবে। তার আগেই দেখা করতে হবে ওর সাথে, বোঝাতে হবে মিথ্যে কথা বলছে না সে। রবার্ট মারা গেছে, প্রতিশোধ নিতে এসেছে সে। মেয়েটার সামনে খুলে দিতে হবে মর্ডাকের মুখোশ।

সচেতন হওয়ার আগেই জনসন গিলক্রিস্টদের বাড়ির সামনে পৌঁছে গেল, নক করল সদর দরজায়। দরজা খুলে জিনা বলল, 'সাপার তৈরি, মিস্টার জনসন।'

পেছনের বারান্দায় রয় গিলক্রিস্ট হাত থেকে পিচ ঘসে ওঠাচ্ছিল, হাতমুখ ধোয়ার জন্য জনসন গিয়ে উপস্থিত হলো ওখানে। ওর দিকে তাকিয়ে বিষণ্ন চেহারায় মাথা ঝাঁকাল বুড়ো। 'আমি জানি কারও জীবন নেয়ার পর কেমন লাগে।'

'মিথ্যে কথা বলে গায়ে পড়ে লাগতে এসেছিল লোকটা,' তিক্ত কণ্ঠে বলল জনসন, 'আমি জীবনেও কখনও কোনও মেয়েকে নিয়ে পালাইনি।

'আমি তোমাকে অবিশ্বাস করব বলে মনে হয়েছে তোমার?' হাসল বুড়ো, হালকা ঘুসি কষাল জনসনের পাঁজরে।

'না। তবে শহরের বেশিরভাগ লোকই ওর কথা সত্যি ধরে নেবে।'

কথা ঘুরিয়ে ফেলল রয়, দরজার দিকে যেতে যেতে বলল, 'চলো, টেবিলে বোধহয় সাপার সাজানো হয়ে গেছে। খাওয়ার পর তোমাকে আমার স্টিম রিগটা দেখাব। ট্রেনের হুইসেলের মত একটা হর্ন আছে ওটায়। এখান থেকে বাজালে উপত্যকার শেষ মাথায় ডেভিস ক্লেয়ারের বাসা থেকেও আওয়াজ পাওয়া যাবে।'

সাপার টেবিলে অস্বস্তি বোধ করল জনসন। মাঝে মাঝে ওর দিকে তাকিয়ে হাসছে জিনা আশ্বস্ত করার ভঙ্গিতে। বোঝা যায় গানম্যানের বলা মিথ্যে গল্পটা শুনেছে সে, হেসে বোঝাবার চেষ্টা করছে বিশ্বাস করেনি এককবিন্দু।

অস্বস্তিবোধ দূর না হলেও হাসল জনসন। কল্পনার চোখে দেখতে পেল পুত্রবধুকে শহরে কি ঘটেছে জানাতে ঊর্ধ্বশ্বাসে ছুটে আসছে বুড়ো গিলক্রিস্ট। আড়চোখে তাকিয়ে দেখল এখনও স্বাভাবিকের চেয়ে দ্রুত চলছে লোকটার শ্বাস-প্রশ্বাস।

খাওয়া শেষ হতে চেয়ার ছেড়ে বুড়ো উঠে দাঁড়াল, তাড়া দিয়ে বলল, 'সন্ধে হয়ে আসছে, আর দেরি করলে রিগটা দেখতেই পাবে না অন্ধকারে।'

আবছা আলোয় ক্রীকের তীর ধরে সিকিমাইল এগিয়ে উড ইয়ার্ডে পৌঁছুল জনসন আর রয়। প্রথমেই জনসনের নজর কেড়ে নিল স্তূপীকৃত কাঠ। সিডার গাছ চারফুট লম্বা টুকরোয় কেটে প্রায় বিশফুট উঁচু থাক দেয়া আছে মস্ত বড় আঙিনা জুড়ে। শহরের সবাই ইচ্ছে মত জ্বালালেও দুই শীতের আগে শেষ হবে না মজুদ।

কাঠের আড়ত পাশ কাটিয়ে রিগটা দেখানোর জন্য ওকে পেছনদিকে নিয়ে এল বুড়ো। রিগের কথা বলার সময় গর্বে লোকটার চোখ চকচক করে

কেন বুঝতে পারল জনসন। স্টিম ট্রাকটরটা দেড় মানুষ সমান উঁচু, দেখতে প্রায় রেল এঞ্জিনের মত বিশাল। চিমনিটা প্রায় পাঁচফুট উঁচু, বেরিয়ে আছে দু'ফুট ব্যাসের একটা বয়লার থেকে। চিমনির মাথায় ঢাকনি আছে যাতে বয়লার থেকে কয়লার আগুন বেরিয়ে এসে আঙিনায় জড় করা কাঠে ফুলকি না ছড়ায়।

উজ্জ্বল লাল রঙ করা হয়েছে রিগটায়। সামনের লোহার তৈরি চাকা জোড়া তিন ফুট ব্যাসের, পেছনের জোড়া চারফুটেরও বেশি। খাঁজ দেখে বোঝা যায় নরম মাটিতেও চলতে পারবে ট্রাকটর। বয়লারের ডানধারে বড় আকারের একটা পুলি হুইল বেল্ট দিয়ে সংযুক্ত করা আছে ট্রাকটরের পেছনে করাতের সাথে।

টাকরায় আওয়াজ তুলে গর্বিত চেহারায় জনসনের দিকে তাকাল রয়। 'ঘণ্টায় দশমাইল গতি এটার,' হাত তুলে রিগটা দেখাল সে, 'একশোটা নাল পরানো ঘোড়ার চেয়েও আওয়াজ বেশি করে। এমনকি হুইসেল না বাজালেও একমাইল দূর থেকে যে কেউ শুনতে পাবে আসছে কিছু একটা।'

চারপাশটা ঘুরে ঘুরে ওকে দেখাল বুড়ো। জমির পরিমাণ এক একরেরও বেশি, পুরোটা খুঁটি পুঁতে বেড়া দেয়া হয়েছে। পেছনদিকে দরজা খোলা স্টেবলে দুটো রুগ্ন মালটানা ঘোড়া খড় চিবাচ্ছে। ইয়ার্ডের আরেক কোণে পাহাড় থেকে সিডার গাছ হেঁচড়ে এনে ফেলে রাখা হয়েছে করাতে দিয়ে কাঠ বের করার জন্য।

জনসনকে ওদিকে তাকাতে দেখে চেহারা গম্ভীর হয়ে গেল রয় গিলক্রিস্টের, কাঁপা স্বরে বলল, 'বুড়ো হয়ে গেছি, আগের মত আর কাজ করতে পারি না। সাংঘাতিক কষ্ট হয় একা সব দিক সামলাতে। কাঠ আছে অনেক, তবু কেউ আমার কাছ থেকে কিনতে সাহস পায় না আজকাল। মর্ডাক নিষেধ করে দিয়েছে সবাইকে লোক মারফত।'

'আগামী শীতে বাধা দেয়ার জন্য মর্ডাক থাকবে না, তখন বেচো,' গম্ভীর স্বরে বলল জনসন।

'আমারও তাই মনে হয়। ঠিকই বলেছ তুমি, ঠিকই বেচব আগামী

শীতে।' হাসল বুড়ো। জনসন ঘুরে দাঁড়ানোর পর মুখ থেকে হাসি মুছে গেল তার। জনসন শুনতে পেল রয় গিলক্রিস্ট বিড় বিড় করে আপন মনে বলছে, 'যদি তুমি বেঁচে থাকো। যদি জিমের মত তোমাকেও ওরা খুন করতে না পারে।'

এগারো

ভোরের আগেই ঘুম ভেঙে গেল জনসনের। কাপড় পরে তৈরি হয়ে নিল। জেসিকার সঙ্গে দেখা করতে ট্রায়াঙ্গল মেসাতে যেতে হবে ওকে। নিঃশব্দে বাড়ি ছাড়ল জনসন, ব্রিজ পেরিয়ে শহরে ঢুকল।

সেলুন পেরিয়ে রাস্তার ধুলোয় চোখ বোলাল স্টেবলের দিকে পা বাড়িয়ে। বালিতে কোনও চিহ্ন নেই, এমনকি গানম্যানের রক্তও চোখে পড়ল না ওর। স্টেবলে স্যাডল চড়ানো অবস্থায় ঘোড়াটাকে পেল, দড়ি খুলে রাস্তায় বের করে আনল ওটাকে। শহর জাগেনি এখনও।

পঁয়তাল্লিশ মিনিট পর মেসার উপরে পৌঁছুল জনসন, অন্য একটা জায়গা বেছে ঘোড়া বেঁধে বসে পড়ল। সারাদিন অপেক্ষা করেও কোনও লাভ হলো না, পাথরের র‍্যাঞ্চহাউস থেকে একবারের জন্যও বের হলো না জেসিকা।

পরদিন শনিবার ধৈর্যচ্যুতি ঘটল ওর, সোজা ঘোড়া দাবড়ে বক্স জি র‍্যাঞ্চহাউসে পৌঁছে গেল সে। সদর দরজার কড়া নাড়ার মিনিট পাঁচেক পর দরজা খোলার শব্দ হলো, এক পাল্লা খুলে উঁকি দিল হেলগা গর্ডন। 'জেসিকা এখানে নেই। থাকলেও তোমার সঙ্গে ওকে দেখা করতে দিতাম না আমি,' জনসনের উদ্দেশে কথাটা বলেই আবার দরজা বন্ধ করে দিল মহিলা। বোল্ট লাগানোর শব্দ হলো।

ঘুরে দাঁড়িয়ে হিচর‍্যাকে বাঁধা ঘোড়ার দিকে পা বাড়াল জনসন। ভাবছে শহরে কি হয়েছে জানে নিশ্চয়ই জেসিকা। আগেও মেয়েটা বন্ধুভাবাপন্ন ছিল না, এখন তাকে বোঝাতে হলে, সত্যি কথা বিশ্বাস করাতে হলে একা পাওয়া দরকার। সিদ্ধান্ত নিল জেসিকাকে খুলে বলতে হবে রবার্টের সাথে ওর বন্ধুত্ব আর এখানে ওর আসার কারণ।

চিঠি লিখে সবকিছু জানাবে? পরক্ষণে চিন্তাটা বাতিল করে দিল। জেসিকার হাতে চিঠিটা পৌঁছবে এমন কোনও নিশ্চয়তা নেই। মেয়েটা কি আসলে নিজের বাড়িতেই বন্দী জীবন কাটাচ্ছে? সম্ভাবনাটা মাথা থেকে দূর করতে পারল না জনসন।

শহরের পথ ধরল সে। আবার দেখা করতে হবে জাজ মিচেলের সাথে। আসলেই কি কিছু জানে না লোকটা? নাকি জানে? রবার্টের ব্যাপারে কিছু না কিছু তথ্য জানা থাকার কথা তার। হয়তো ওকে বলার প্রয়োজন বোধ করেনি। তবে কথা ওগরানোর সময় আসছে লোকটার।

শহরে ঢোকার পর ডেভিস ক্লেয়ারকে একটা স্যাডল শপ থেকে বেরতে দেখল জনসন। পুরানো একটা স্যাডল কিনেছে লোকটা, জনসনের দৃষ্টি আকর্ষণ করল ওটা নেড়ে। বোর্ডওয়াকের খুঁটির সাথে বাঁধা ঘোড়া খুলে হাঁটিয়ে নিয়ে এসে মাঝরাস্তায় দাঁড়াল জনসনের পাশে। একদৃষ্টিতে কিছুক্ষণ তাকিয়ে থাকল। ভারী গলায় ক্ষমাপ্রার্থনার সুর ফুটল, 'আমি তোমাকে ভুল বুঝেছিলাম, জনসন, সেরাতে মনে হয়েছিল মর্ডাক তোমাকে ভাড়া করে এনেছে আমাদের এখান থেকে তাড়িয়ে দেয়ার জন্য।

'পরদিন স্ট্যামপিডে তোমার সাথে মর্ডাকের গোলমাল শুরু হওয়ার আগমুহূর্ত পর্যন্ত ভুল ভেবে বসে ছিলাম আমি। অবশ্য তোমার হয়ে স্বাক্ষ্য দিইনি সেজন্য ক্ষমা চাইব না। আমরা ওখানে মাত্র দু'জন ছিলাম বক্স জি'র দশ-বারোজনের বিরুদ্ধে। ইচ্ছে করলেও কিছু করতে পারতাম না। বোঝোই তো, আমাদের বউ-ছেলে-মেয়ে আছে, সংসারের কথা চিন্তা করতে হয়।'

কথাটা অক্ষরে অক্ষরে সত্যি। তিক্ত হাসল জনসন। 'জেলখানায় এসেও মার্শালকে আসল ঘটনা বলে আমাকে ছেড়ে দেয়ার জন্য চাপ দিতে

পারতে।'

'তোমার সামনেই তো বলেছি। পাত্তা দেয়নি। শেষ দিকে কি ঘটেছে দেখেছে হকিন্স। কিছুই তো করতে পারেনি। সাধ্য থাকলেও তোমার বেইল মানি দিয়ে মর্ডাকের সাথে শত্রুতা করা সাহসে কুলাত না কারও। মিস গর্ডন তোমাকে জামিনে ছাড়িয়েছে শুনে অবাক হয়েছি সবাই, কিন্তু কেন কাজটা করেছে সেটা বুঝতে পারিনি।'

'জেসিকা মনে করেছিল চলে যাব আমি কলোরাডো ছেড়ে।'

'কিন্তু আসলে যাবে না?'

'না।'

চেহারার পরিবর্তন দেখে মনে হলো পায়ের তলায় শক্ত জমিন ঠেকেছে ক্লেয়ারের, চোরাবালিতে আর ডুবে যাবে না। জনসন বুঝতে পারছে আপাত কঠোর চেহারার আড়ালে আসলে নরম একজন মানুষ ক্লেয়ার। সফল হোক বা না হোক, আপ্রাণ চেষ্টা করছে লোকটা জিম গিলক্রিস্টের শূন্যস্থান পূরণ করে রেগুলেটরদের হৃত গৌরব ফিরিয়ে আনতে।

'জাজ তোমাকে ট্রায়ালে দাঁড় করালে আমরা স্বাক্ষী দেব,' বলল সে।

জনসন জানে ওর পক্ষ নিলে কতখানি মূল্য দিতে হতে পারে ক্লেয়ারকে। মাথা নাড়ল সে, 'কোনও দরকার নেই, খুব বেশি হলে ফাইন করবে জাজ।'

ঘাড় ফিরিয়ে বক্স জি র‍্যাঞ্চহাউসের দিকে তাকাল ক্লেয়ার, গম্ভীর স্বরে বলল, 'মর্ডাকের সামনে মাথা উঁচু করে দাঁড়াতে না পারলে কিছুদিন পর দাড়ি কাটার সময়ে আয়নায় নিজের মুখ দেখতেও লজ্জা করবে আমাদের। না, জনসন, ফলাফল যাই হোক আমরা তোমার সাথে আছি।'

হাত বাড়িয়ে ক্লেয়ারের সাথে হ্যাণ্ডশেক করল জনসন, জানতে চাইল, 'মর্ডাক কি বুড়ো গর্ডনের চেয়েও বেপরোয়া?'

'বুড়ো জানত কোথায় তাকে থামতে হবে, কিন্তু মর্ডাক জানে না। গর্ডন ক্ষমতা প্রিয় ছিল, মর্ডাক লোভী। লোকটা বেঁচে থাকলে আমাদের সবাইকে একে একে এ-অঞ্চল ছেড়ে চলে যেতে বাধ্য করবে।'

'অপেক্ষা করো, দেখো কি হয় শেষ পর্যন্ত।'

'অপেক্ষা করার অবস্থায় নেই আমরা,' হতাশ ভঙ্গিতে মাথা নাড়ল ক্লেয়ার, 'ওর কাছে এক সপ্তাহের মধ্যে র‍্যাঞ্চ বেচতে বলে সবাইকে চিঠি দিয়েছে মর্ডাক। আমাদের তাড়ানোর জন্য কিছু একটা পরিকল্পনা আছে লোকটার মাথায়।'

পুরো একমিনিটের জন্য নীরবতা নেমে এল ওদের দু'জনের মাঝে। একদৃষ্টিতে ক্লেয়ার তাকিয়ে আছে বিশাল, কুৎসিত চেহারার পাথুরে র‍্যাঞ্চ হাউসটার দিকে। পরাজিত একজন মানুষের মত দেখাচ্ছে তাকে। চেহারা দেখে মনে হচ্ছে পথের শেষ মাথায় গভীর খাদের কাছে পৌঁছে গেছে, এগোবার আর উপায় নেই।

'তুমি মর্ডাককে ভয় পাও না,' অবশেষে চোখ না ফিরিয়েই বলল ক্লেয়ার, 'আমি আসলে শহরে এসেছিলাম তোমার সাহায্য চাইতে। জিম মারা যাওয়ায় আমরা রেগুলেটররা অসহায় হয়ে গেছি। আমি চেষ্টা করেছি, কিন্তু···। তুমি নেতৃত্ব দিলে আবার আমরা দাঁড়াতে পারতাম।'

'আমি অন্য একটা কাজে এসেছি,' বলল জনসন, 'তবে পরস্পরের সাহায্য কাজে আসবে আমাদের।'

জনসনের দিকে তাকাল ক্লেয়ার, দু'এক মুহূর্ত ইতস্তত করল, তারপর বলল, 'সোমবার রাতে আমার বাড়িতে মীটিং আছে। তুমি যেয়ো। আশা করি পরশুদিনের মধ্যেই আমরা জানতে পারব কি করতে যাচ্ছে মর্ডাক।'

নড করে ঘোড়ায় উঠল ক্লেয়ার, শহর থেকে বেরিয়ে যাওয়ার জন্য এগুতে শুরু করল। ঘাড় ফিরিয়ে পেছন থেকে লোকটাকে দেখল জনসন, দোষ দিতে পারল না। মধ্যবয়স্ক সংসারী লোক, মর্ডাকের সাথে গোলমালে জড়িয়ে পড়ার ঝুঁকি নেয়া আর পরিবারের সবাইকে বিপদের মুখে ফেলে দেয়া তার কাছে একই সমান।

রাসে ঝাঁকি দিয়ে স্ট্যালিয়নটাকে আগে বাড়তে আদেশ দিল চিন্তিত জনসন। কিছু একটা আছে মর্ডাকের মনে। কি সেটা? কেন সে ভাবছে এক সপ্তাহের মধ্যে রেগুলেটররা র‍্যাঞ্চ বেচতে বাধ্য হবে? আর রেগুলেটররা বেচতে চাইলেও কি কিনবে সে? মনে হয় না এ-ব্যাপারে জেসিকা কিছু

জানে। মর্ডাক বোধহয় একাই খেলছে নোংরা খেলাটা হেলগা গর্ডনের কাছ থেকে র‍্যাঞ্চের কর্তৃত্ব পেয়ে।

জেসিকা এসবে জড়িত নয় এটা নিশ্চিত। মেয়েটা শহরে আসে না বললেই চলে। আর তাছাড়া হেলগার কারণে বোধহয় প্রতিবেশীদের সাথেও ওর কোনও সম্পর্ক গড়ে ওঠেনি। হেলগা আর মর্ডাক যতটুকু বলবে তার বেশি জানার আপাতত কোনও উপায় নেই জেসিকার। তবে দেরিতে হলেও জানবে সে। জোহান গর্ডনের মেয়ে, বাপের কাঠিন্য খানিকটা হলেও নিশ্চয়ই পেয়েছে। জেসিকা শেষ পর্যন্ত মর্ডাককে কি বাধা দেবে?

স্টেবলে গিয়ে ঘোড়া থেকে নামল জনসন, দেখল চেহারায় বিরক্তি নিয়ে এসে দাঁড়িয়েছে মার্শাল হকিন্স। সেদিন গানফাইটের ব্যাপারে ভবিষ্যদ্বাণী মিথ্যে হওয়ার পর তেমন একটা কথা বলছে না লোকটা। গানম্যান মারা গেছে অথচ জনসন বেঁচে আছে, এখনও বিশ্বাস করতে পারছে না।

ঘোড়ার দড়ি ধরে নিচু স্বরে প্রশংসার সুরে হকিন্স বলল, 'লোকটার নাম জানা গেছে। প্যাট্রিক হেনড্রেন। উত্তরে অনেক নামডাক ছিল।'

'কপালগুণেও নাম করে ফেলে অনেকে।'

'এরপরে আসবে নরম্যান ক্রফোর্ড,' শুকনো গলায় বলল মার্শাল। 'ওর বেলায় এত সহজে...' যা বলছে তার মানে কি দাঁড়ায় বুঝতে পেরে চুপ হয়ে গেল সে।

জনসনের হাসিতে ব্যঙ্গ ঝরল। 'তুমি আর জাজ যদি নিজেদের কর্তব্য করতে তাহলে আজ এই অবস্থা হত না সবার। মনে রেখো মর্ডাকের সময় শেষ হয়ে আসছে, জান নিয়ে পালাতে হবে ওর পা চাটা কুকুরগুলোকে; সাথে তোমাকেও।'

ঘুরে দাঁড়িয়ে স্টলের দিকে ঘোড়া নিয়ে রওয়ানা হলো হকিন্স। স্টেবল থেকে বেরিয়ে গিলক্রিস্টদের বাড়ির উদ্দেশে হাঁটতে হাঁটতে জনসন ভাবল মার্শালকে চাপের মুখে রেখে কোনও লাভ নেই, একটা ভীতু খরগোসেরও ওই লোকের চেয়ে বেশি সাহস আছে।

রাতে সাপার খেতে টেবিলে বসে জিনা আর রয় গিলক্রিস্টকে ক্লেয়ারের

সাথে দেখা হবার ঘটনাটা জানাল জনসন। জিমের ব্যাপারে ক্লেয়ার কি বলেছে শুনতে শুনতে গর্বে উজ্জ্বল হয়ে উঠল ওদের দু'জনের চেহারা। 'লড়তে জানত আমার ছেলে,' হাসল বুড়ো, চোখ জোড়ায় বিষাদের রেশ মিলিয়ে গেল না। কিছুক্ষণ পর ভুরু কুঁচকে বলল, 'মাত্র একসপ্তাহ সময় দিচ্ছে কেন মর্ডাক, একসপ্তাহে সে কি করতে পারবে? জোর খাটিয়ে তো রেগুলেটরদের র‍্যাঞ্চগুলো দখল করতে পারছে না!'

জনসন শ্রাগ করল। 'মর্ডাক ওদের ওপর হামলা করবে না কি করে বুঝলে?' জানতে চাইল জিনা শ্বশুরের কাছে। 'মানুষের জীবনের কোনও দাম আছে বলে মর্ডাক মনে করে না।'

পুত্রবধুর প্রশ্নের জবাব দিল না বুড়ো, জনসনের দিকে তাকিয়ে বলল, 'তুমি আসার আগে রেগুলেটররা র‍্যাঞ্চ বেচে চলে যেতে প্রায় রাজি হয়ে গিয়েছিল। এখনও শক্তহাতে কেউ একজন ওদের নেতৃত্ব না দিলে টিকতে পারবে না। সাবধানে থেকো, মর্ডাক হয়তো ওদেরকে একসপ্তাহ সময় দিয়েছে নিজে এরইমধ্যে তোমাকে খুন করে পথের কাঁটা দূর করতে পারবে বলে।'

জিনা গিলক্রিস্ট জনসনের দিকে তাকাল। কিছু একটা বোধহয় বলতে চায়, কিন্তু বুঝতে পারছে না বলা উচিত হবে কিনা। পাই শেষ করে চেয়ারে হেলান দিয়ে বসল জনসন, হাসিমুখে বলল, 'কিছু বলার থাকলে নিঃসঙ্কোচে বলে ফেলো, লেডি।'

ফ্যাকাসে চেহারায় হাসল জিনা। 'আমার স্বামীর মাথাও তোমার মত গরম ছিল, সে মারা গেছে।'

জনসনের মুখ থেকে হাসি মিলিয়ে গেল। 'ও কি বলতে চায় বুঝলাম না, রয়।'

'আজ শনিবার, জিনা, ওকে বারণ করে লাভ নেই, শুনবে না,' চেয়ার ঠেলে উঠে দাঁড়িয়ে বলল রয় গিলক্রিস্ট।

শ্বশুরের দেখাদেখি চেয়ার ছাড়ল জিনা, টেবিল পরিষ্কার করতে লাগল কাঁপা হাতে। 'খুলে কেউ কিছু বলছ না কেন তোমরা?' বিরক্তির ভাব ফুটে উঠল জনসনের কণ্ঠে।

'আমি বলতে চাইছি তুমি একটা বোকা মানুষ, জনসন,' বলল জিনা। 'আমার স্বামীও বোকা ছিল। যত আমরা মানা করতাম, বোঝাবার চেষ্টা করতাম, তত জেদি হয়ে উঠত ও।'

হঠাৎ জনসন বুঝতে পারল আভাসে ইঙ্গিতে কি বলতে চাইছে গিলক্রিস্টরা। আজ শনিবার রাত। বস্ত্র জি র‍্যাঞ্চের সবকজন কাউহ্যাণ্ড শহরে আসবে আমোদ করতে। জিনা আর বুড়ো রয় চাইছে ওদের মুখোমুখি যাতে জনসন না হয়, যেন ভীতু খরগোসের মত বাড়ির ভেতর লুকিয়ে থাকে!

'চিন্তা কোরো না তোমরা, সেধে স্ট্যামপিডে ঢুকে ঝামেলা পাকাব না আমি,' মুখ কালো করে বলল জনসন। 'চাপের মুখে আছে মর্ডাক, আগামী চাল সে-ই দিক।'

উঠে দাঁড়িয়ে দরজা খুলে সামনের বারান্দায় এল জনসন। পোর্চে একটা রকিঙ চেয়ারে বসে দুলছে রয় গিলক্রিস্ট, পুরানো কাঠে ক্যাঁচকোঁচ আওয়াজ উঠছে। বুড়োর পাশে একটা থামে পিঠ ঠেকিয়ে বসল সে।

সন্ধের ক্ষীণ আলো রাতের আগমনে পরাজিত হয়ে আত্মসমর্পণ করেছে বেশ কিছুক্ষণ আগে। চেয়ারটা আর দুলছে না। মানুষের তৈরি কোনও শব্দ প্রকৃতিকে কলুষিত করছে না এখন। কাঠের পোর্চের নিচে কোথাও আশ্রয় নিয়েছে একটা ঝিঁঝি পোকা। ক্রীকে পানি বয়ে যাওয়ার মৃদু কুলকুল ধ্বনি আর ঝিঁঝির ডাক ছাড়া চারদিক নিঃশব্দ। রহস্যময় রাতের চাদরে ঢেকে গেছে সবকিছু; ভাল লাগল জনসনের অনেক—অনেকদিন পর।

হঠাৎ ভাবগম্ভীর নির্জনতা ভেঙে দিল সিক্সগানের গর্জন। বালুর উপরে অনেকগুলো ঘোড়ার খুরের শব্দ। বড় রাস্তা ধরে উত্তর দিক থেকে শহরে প্রবেশ করছে লোকগুলো। তাদের হৈচৈ আর গালাগাল, মুখ খিস্তি শোনা গেল। 'রাউণ্ডআপ বা রেইলহেডে ক্যাটল নিয়ে যাওয়ার সময়টা ছাড়া প্রতি শনিবার রাতেই নিজেদের দাপট দেখাতে হাজির হয় ওরা,' তিক্ত স্বরে বলল বুড়ো রয়।

থামে মাথা হেলান দিয়ে চোখ বন্ধ করল জনসন। ভাবছে জোহান গর্ডন হেলগাকে বিয়ে করে এখানে না নিয়ে এলে কত অন্যরকম হত সবকিছু।

মর্ডাক এখানে থাকত না, কিন্তু রবার্ট থাকত। নির্লোভ রবার্ট বক্স জি চালালে এ-অঞ্চলে কোন গোলমালই হত না। যা আছে তাতেই সন্তুষ্ট থাকতে পারার মত বুদ্ধি আর শিক্ষা ছিল রবার্টের।

পদশব্দ এগিয়ে আসছে শুনতে পেয়ে চোখ খুলল জনসন, সতর্ক হয়ে উঠল মুহূর্তে, হাত চলে গেছে সিক্সগানের বাঁটের কাছে। বুড়ো রয় বলল, 'চিন্তা কোরো না, চোখ খোলা রেখেছি আমি। জেসনদের ছেলেটা আসছে।'

খোলা দরজা দিয়ে আসা ল্যাম্পের আলোয় পোর্চে উঠে দাঁড়াল চোদ্দ-পনেরো বছর বয়সের একটা ছেলে। কিছুক্ষণ ইতস্তত করে বলল, 'আমি মিস্টার জনসনকে খুঁজছি।'

ছেলেটাকে শহরে আগেও দেখেছে জনসন। 'কি বলবে বলো, আমিই জনসন।'

'মিস্টার মর্ডাক আমাকে এক ডলার দিয়ে বলেছে খবর পৌছে দিতে। ব্রিজের সামনে একা অপেক্ষা করছে সে। বলেছে তোমার সঙ্গে কথা আছে তার।'

ঘুরে দৌড় দিল ছেলেটা, ব্রিজের দিকে চলে গেল ছুটন্ত পায়ের আওয়াজ চেয়ারে খাড়া হয়ে বসে সামনে ঝুঁকল রয় গিলক্রিস্ট, আলতো করে জনসনের কাঁধ ছুঁয়ে বলল, 'যেয়ো না, সান, ফাঁদ পাতা হয়েছে বাচ্চা ছেলেও বুঝবে। ওরা দশ-বারোজন, একসাথে গুলি ছুঁড়লে দু'টুকরো হয়ে যাবে তুমি।'

'অন্ধকারে কাজটা কঠিন হবে ওদের জন্য। আমি শুনতে চাই কি বলে লোকটা,' উঠে দাঁড়িয়ে বলল জনসন। হোলস্টারের ফিতে সরাল সিক্সগানের বাঁটের ওপর থেকে। ব্রিজের দিকে দৃঢ়পায়ে হাঁটতে শুরু করল পোর্চ থেকে নেমে। অর্ধেক দূরত্ব পেরিয়ে হাঁটার গতি কমাল সে, কোনাকুনিভাবে এগোল ক্রীকের তীর ধরে ব্রিজের কাছে পৌছুনোর জন্য।

পাড়ের ভেজা মাটিতে ঘাস জন্মেছে, নিঃশব্দে ব্রিজের কাছাকাছি চলে গেল সতর্ক জনসন। ব্রিজের পাশে গিলক্রিস্টদের বাড়ির দিকে মুখ করে রাস্তায় দাঁড়িয়ে আছে লোকটা। ভারী লম্বা গড়ন দেখে মর্ডাককে চেনা গেল। নড়ল

না জনসন। পুরো এক মিনিট ব্যয় করল অন্ধকারে চোখ বুলিয়ে। তারপর লোকটা একা নিশ্চিত হয়ে নিচু স্বরে ব্রিজের রেইলিঙের আড়াল থেকে বলল, 'আমি এসেছি, মর্ডাক।'

ধীরে ধীরে ঘুরে দাঁড়াল মর্ডাক, বিস্মিত ভঙ্গিতে কাঁধ ঝাঁকাল। 'কোনও আওয়াজ শুনতে পাইনি!'

'আমি চাইনি তুমি শুনতে পাও। কি বলার আছে বলে ফেলো।'

'তুমি আমাকে ভুল বুঝেছ, জনসন, আসলে আমরা একই ধরনের মানুষ।'

'সেই আনন্দেই স্ট্যামপিড সেলুনের ভেতর অন্যায় সুযোগ নিয়েছিলে?'

'ভুল হয়ে গিয়েছিল। আমি ভেবেছিলাম আমাকে খুন করার জন্য রেগুলেটররা তোমাকে ভাড়া করেছে। পরে বুঝলাম আমার ধারণা ঠিক নয়।'

'তো?'

'আমরা বড় র‍্যাঞ্চ বলে সবাই আমাদের ধ্বংস করতে উঠে পড়ে লেগেছে। চাই না আমার ছোট্ট একটা ভুলের জন্য তুমিও ওদের দলে সামিল হয়ে যাও। আমরা অস্তিত্ব রক্ষা করতে লড়ছি, জনসন। সবাই আমাদের বিরুদ্ধে, তাই টিকে থাকতে হলে জমির পরিমাণ বাড়াতে হবে আরও। নিশ্চয়ই বোঝো, উন্নতি থেমে গেলেই অবনতি আরম্ভ হয়?'

কোনও কথা বলল না জনসন, চুপ করে অপেক্ষা করল লোকটা আর কি বলে শোনার জন্য।

'আমি বক্স জি র‍্যাঞ্চ টুকরো টুকরো হতে দেব না। যাই ঘটুক কিছুই যায় আসে না আমার, তবে কাউকে ঘাসের একটা ডগাও ছেড়ে দেব না। আমি জানতে চাই কেন তুমি এখানে এসেছ, কি করছ এবং কাদের পক্ষে আছ।'

'আমার ব্যক্তিগত ব্যাপার। আর কিছু জানতে চাও?'

'আমি জেসিকার ভালমন্দ দেখছি। তুমি যদি ওর ক্ষতি করতে এসে থাকো, জনসন...'

'সেজন্য এখানে আসিনি আমি।'

চুপ হয়ে গেল মর্ডাক। বিশালদেহী লোকটার মধ্যে পাকিয়ে ওঠা রাগ অনুভব করতে পারছে জনসন। 'তাহলে কেন এসেছ তুমি?' অবশেষে প্রশ্ন

করল মর্ডাক।

জবাব দেয়ার প্রয়োজন বোধ করল না জনসন। রাগে শ্বাস প্রশ্বাসের গতি বেড়ে গেছে মর্ডাকের, ক্রীকের পানির শব্দ ছাপিয়ে ফোঁস ফোঁস আওয়াজ শুনতে পেল জনসন। হঠাৎ করে ঘুরে দাঁড়িয়ে শহরের দিকে হাঁটতে শুরু করল মর্ডাক দ্রুত কদমে। ব্রিজের তক্তায় জোরাল পদশব্দ তুলে চলে গেল দূরে। ঘাড় ফিরিয়ে রয় গিলক্রিস্টকে দু'তিন ফুট দূরে উইলো গাছের আংশিক আড়াল নিয়ে দাঁড়িয়ে থাকতে দেখতে পেল জনসন। বুড়োর হাতের শটগানে তারার আলো পড়ে চকচক করছে ব্যারেল দুটো।

'এখানে কি করছ, রয়?'

এক পা এগিয়ে জনসনের কাঁধে হাত রাখল রয় গিলক্রিস্ট। 'চুপ! একদম চুপ করে দেখ কি হয়।'

মিনিট দু'তিনেক নিঃশব্দে দাঁড়িয়ে থেকে অপেক্ষা করল ওরা দু'জন। তারপর দেখা গেল ওদের। চারজন সশস্ত্র লোক ওপারের উইলোর আড়াল থেকে বেরিয়ে ব্রিজের উপর দিয়ে হেঁটে শহরের দিকে এগুলো। লোকগুলো চলে যাওয়ার পর রয় বলল, 'আগেই বলেছিলাম ফাঁদ পেতেছে। বাসা থেকে বেরিয়ে রাস্তা ধরে ব্রিজের দিকে হাঁটতে থাকলে এতক্ষণে লাশ হয়ে যেতে।'

বাসায় ফেরার পথে পা বাড়াল ওরা দু'জন। আগেই সতর্কতার সঙ্গে অপেক্ষা করে বুঝে নিয়েছে ওদের জন্য ওত পেতে নেই আর কেউ। সদর দরজায় এসে রয় বলল, 'তোমাদের কথা আমি বেশিরভাগটাই শুনেছি, সান। কিছু একটা তুমি জানো সেটা মর্ডাকও জানে, ও তোমাকে ছাড়বে না।'

'ভুল বললে, রয়,' মাথা নাড়ল জনসন, 'আসলে আমি ওকে ছাড়ব না।'

বারো

রাত দুটোর দিকে কাঁধ ঝাঁকিয়ে জনসনের ঘুম ভাঙাল রয় গিলক্রিস্ট, উত্তেজিত ভঙ্গিতে উদভ্রান্তের মত ফিসফিস করল, 'সময় হয়ে গেছে, জনসন, সময় হয়ে গেছে! ডাক্তার ভুল বলেছে, দু'হপ্তা পরে নয়, এখনই বাচ্চা হবে জিনার!'

ধড়মড় করে উঠে বসল জনসন, বুক পকেট থেকে ম্যাচ বের করে বিছানার পাশে মেঝেতে নামিয়ে রাখা লণ্ঠন জ্বালল ব্যস্ততার সঙ্গে। 'কি করব এখন?' আতঙ্কিত কণ্ঠে জিজ্ঞেস করল। ঘুম কাটেনি চোখ থেকে, এখনও রয়ের কথার মানে পুরোপুরি ঢোকেনি ওর মাথায়। কি করতে হয় বাচ্চা হওয়ার সময়?

'আমিও তো জানি না কি করা উচিত,' অসহায় শোনাল বুড়ো রয়ের কণ্ঠ। 'ভীষণ ব্যথায় কাঁদছে জিনা, গোঙাচ্ছে।'

রয় গিলক্রিস্টের অসহায়ত্বে পূর্ণ সচেতন হয়ে উঠল জনসন। এ-ক'দিনের পরিচয়ে ওর কখনও মনে হয়নি বুড়ো যে-কোনও পরিস্থিতি সামলাতে পারবে না। আজ এই মুহূর্তে লোকটার ভেতর থেকে সব কাঠিন্য দূর হয়ে গেছে, দিশেহারা বাচ্চার মত দেখাচ্ছে তাকে। ওর কাছে ছুটে এসেছে মানুষটা, কারণ সাহায্য পাবে তেমন আর কেউ নেই তার।

বিছানা ছেড়ে উঠে দাঁড়িয়ে গানবেল্ট পরতে পরতে ব্যস্ত কণ্ঠে জিজ্ঞেস করল জনসন, 'কতটুকু সময় বাকি আছে আর?'

'জানি না,' অস্থির ভঙ্গিতে মাথা নাড়ল বুড়ো।

'ডাক্তার···ডাক্তার ডাকতে হবে। জিনাকে দেখাশোনার জন্য আরেকজন

মহিলাকেও দরকার। ধারে কাছে কোন্ মহিলা থাকে?'

'ডাক্তার মাতাল,' বলল রয়, হতাশায় কাঁধ ঝাঁকাল। 'জিনার সেবা করতে এ-শহরের কোনও মহিলা আসবে না, মানা আছে।'

'কার?' দ্রুতহাতে বুট পরার ফাঁকে জিজ্ঞেস করল জনসন।

'মর্ডাকের। আমার কাছ থেকে শুধু জ্বালানী কাঠ কিনতেই মানা করেনি সবাইকে, মিশতেও বারণ করেছে।'

মর্ডাকের নিষ্ঠুরতা চমকে দিল জনসনকে। অসহায় একটা পরিবারকে হুমকির মুখে সমাজ থেকে আলাদা করে দিতেও বাধেনি লোকটার! দরজার কাছে পৌঁছে সে বলল, 'গরম পানি আর কফি তৈরি রেখো, ডাক্তারের কাজে আসবে, লোকটাকে নিয়ে ফিরতে দেরি হবে না আমার।'

বাড়ি থেকে বেরিয়ে জোর কদমে দৌড়ে ব্রিজ পেরল জনসন, কিছুক্ষণের মধ্যেই চলে এল ব্যাংকের সামনে। সিঁড়ি বেয়ে উঠে ম্যাকনামারার অফিসে ঢুকল।

লণ্ঠনের আলোয় মৃদু আলোকিত হয়ে আছে মস্ত হলঘর। ডাক্তার অফিসেই আছে দেখে স্বস্তির শ্বাস ফেলল জনসন। দরজায় শব্দ শুনে ঘুরে দাঁড়াল ডাক্তার, তার অবস্থা দেখে আশার আলো নিভে গেল জনসনের মন থেকে। ডেস্কের ওপর ঝুঁকে ঘাড় ফিরিয়েছে ম্যাকনামারা, হাতে আধখালি হুইস্কির বোতল। দেখে মনে হয় না ওকে চিনতে পেরেছে লোকটা।

'ব্যাগ নিয়ে আমার সাথে চলো, ডাক্তার, জিনার বাচ্চা হবে,' ব্যস্ত কণ্ঠে বলল জনসন।

'কোত্থাও যাবো না,' জড়ানো কণ্ঠে আপত্তি জানাল ম্যাকনামারা। 'এই মাত্র স্টোনিক্রেস্ট থেকে ফিরেছি একজনকে বাঁচিয়ে। হেঃ হেঃ...আমি না থাকলে পাথর চাপা লোকটা...'

ডেস্কের ওপর থেকে কালো ব্যাগটা তুলে নিয়ে ডাক্তারের কাঁধ ধরে ঝাঁকি দিল জনসন। 'তাড়াতাড়ি চলো, জিনার বাচ্চা হবে। তোমাকে বেচারির দরকার।'

'আহ! একা থাকতে দেও!' জনসনের গলায় ধাক্কা দিয়ে ঠেলে সরিয়ে

বলল ম্যাকনামারা, 'কালকে দেখব তাকে।'

'এখনই দেখবে তুমি ওকে,' শীতল স্বরে জানাল জনসন।

'তুমি নিজেকে কে ভেবেছ!' এক পা পিছিয়ে চোখ সরু করে তাকানোর চেষ্টা করল ডাক্তার।

ধৈর্য হারাল জনসন, ঘাড় ধরে ম্যাকনামারাকে ঠেলে নিয়ে চলল দরজার দিকে। মাঝপথে থামার চেষ্টা করল ডাক্তার। ঠেলা খেয়ে না পেরে রেগে ওঠার চেষ্টা করল। 'কোনও অধিকার তোমার নাই আমাকে জোর করে...আমার একটা সম্মান আছে না!'

'নেই,' বিরক্ত জনসন জবাব দিল। সিঁড়ির ল্যাণ্ডিঙে ডাক্তারকে এনে দাঁড় করিয়ে বলল, 'সাবধানে পা ফেলে নামবে, নাহলে ধাক্কা দিয়ে ফেলে দেব, ঘাড় ভেঙে মরলে আমার দোষ নেই।'

বাধা দেয়ার চেষ্টা করে সফল না হয়ে সিঁড়ির অর্ধেক পর্যন্ত নামল ডাক্তার ম্যাকনামারা, তারপর রুখে দাঁড়াল। শান্ত থাকার চেষ্টা করল জনসন। 'নামতে থাকো, ডক, তোমাকে জিনার দরকার।'

'পড়ে গিয়ে আমার ঘাড় ভাঙলে তখন?' চতুর হাসি ফুটল ডাক্তার ম্যাকনামারার ঠোঁটে।

সময় নষ্ট করল না জনসন, ম্যাকনামারার কাঁধ ধরে ধাক্কা দিল নির্দ্বিধায়। ঝাঁকিতে সামনে বাড়ল ডাক্তার, হুমড়ি খেয়ে পড়ে সিঁড়ির ধাপ বেয়ে গড়িয়ে রাস্তার ধুলোয় স্থির হলো দেহটা। জনসন সিঁড়ির গোড়ায় পৌঁছে দেখল উঠে বসার চেষ্টা করছে মাতাল ডাক্তার। মনে মনে ভাবল স্টোনিক্রেস্টের পাহাড় থেকে পড়লেও এই মুহূর্তে কিছুই টের পেত না মাতাল লোকটা।

'তুমি আমাকে ধাক্কা দিয়ে ফেলে দিয়েছ!' অভিযোগের স্বরে বিড়বিড় করল ম্যাকনামারা।

ডাক্তারের কোমর পেঁচিয়ে ধরে দাঁড় করিয়ে হিমশীতল কণ্ঠে জনসন বলল, 'না হাঁটলে এর পর ক্রীকের পানিতে চুবিয়ে মারব।'

কথা না বাড়িয়ে টলমল পায়ে ডাক্তার হাঁটতে শুরু করল জনসনের সাহায্য নিয়ে। গিলক্রিস্টদের বাড়ি পর্যন্ত যাওয়ার আগেই নিজের ওপর খানিকটা

নিয়ন্ত্রণ ফিরে এল তার।

'মগে কফি ঢালো, রয়,' ডাইনিঙ রুমে ঢুকে বুড়োকে দেখে বলল জনসন।

জিনার ঘরে দরজা ভিড়ানো থাকলেও গোঙানির আওয়াজ ভেসে আসছে ডাইনিঙ রুমে। মর্ডাকের কথা মনে পড়ায় দাঁতে দাঁত চাপল জনসন। মর্ডাক জিম গিলক্রিস্টকে খুন না করলে আজ বৌয়ের পাশে থাকত বেচারা।

'ব্যাটা মাতাল জিনাকে খুন করবে চিকিৎসা করতে গিয়ে। লাথি দিয়ে বাড়ি থেকে বের করে দাও ওকে,' কিচেন থেকে ফিরে এসে ধোঁয়া ওঠা কফির মগ জনসনের হাতে দিয়ে কানে কানে বলল বুড়ো রয়।

মগটা শক্ত করে ধরে বামহাতে ডাক্তারের চুল মুঠি করে জোর ঝাঁকুনি দিল জনসন, চড়া গলায় তিতকুটে কালো পানীয়টা গিলতে বলল। ম্যাকনামারা কথা শুনছে না দেখে মগটা তার ঠোঁটে চেপে ধরে ঢালতে শুরু করল গরম কফি। বেশির ভাগটাই ডাক্তারের দু'কষ বেয়ে গড়িয়ে নামল ভেতরে না ঢুকে। মগ খালি করে বুড়ো রয়ের উদ্দেশে বলল, 'আবার ভরে আনো। দরকার হলে ও মরার আগ পর্যন্ত গেলাব।'

দ্বিতীয় মগ কফি প্রথমবারের চেয়ে ভালভাবে গেলাতে পারল নাছোড়বান্দা জনসন। তারপর ঘাড় ধরে ডাক্তারকে কিচেনে নিয়ে এসে পানি ভরা বাকেটে মাথা চেপে ধরল। মাঝে মাঝে লোকটাকে মাথা ওঠাতে দিচ্ছে দম নেয়ার জন্য। কয়েকবার এরকম করার পর অপেক্ষাকৃত সুস্থ মনে হলো ম্যাকনামারাকে। জনসন বলল রয় গিলক্রিস্টকে, 'সাবান আর গরম পানি দাও ডাক্তারকে। সুস্থ হয়ে উঠেছে, হাত মুখ ধুয়ে বোধহয় কাজ চালাতে পারবে।'

গরম পানি, তোয়ালে আর সাবান নিয়ে ফিরে এল বুড়ো। কোটের হাতা গুটিয়ে হাত দুটো মগে ডোবাল আধমাতাল ডাক্তার, সাবান মাখিয়ে ভালমত ধুয়ে তোয়ালেতে মুছল। কাজটা শেষ করে জনসনের দিকে তাকাল সে, প্রথমবারের মত লোকটার মধ্যে মাতলামির ছিটেফোঁটাও দেখল না জনসন। বুড়োর দিকে ফিরল ডাক্তার গম্ভীর চেহারায়। 'আরও পানি স্টোভে বসাও, রয়। তারপর সাদা কাপড় জোগাড় করে আনো যেখান থেকে পারো। আমি

জিনাকে দেখতে যাচ্ছি।'

পায়ের কাছ থেকে কালো ডাক্তারী ব্যাগটা তুলে নিয়ে জিনার বেডরুমে গিয়ে ঢুকল ম্যাকনামারা। ওর সাহায্য আপাতত কারও দরকার নেই দেখে সামনের আঙিনায় চলে এল জনসন, স্তূপ করা কাঠের টুকরো কুড়াল দিয়ে কেটে চ্যালা কাঠ বের করল। একঘণ্টা পর দু'হাত ভরা জ্বালানী নিয়ে কিচেনে স্টোভের পাশে রাখল সে, তারপর জিনার গোঙানি যাতে শুনতে না হয় সেজন্য আবার বাড়ি থেকে বেরিয়ে এল।

ব্রিজের ওপর রেইলিঙে বসে নিচের দিকে তাকাল সে। কালো পানি। প্রবাহিত হওয়ার সময় তারার আলো পড়ে চকচক করে উঠছে মাঝে মাঝে। চুপ করে বসে থেকে একের পর এক সিগারেট ধ্বংস করল জনসন। ভাবছে রবার্ট, জোহান গর্ডন, জিম গিলক্রিস্টের কথা। ওরা কেউ আজ বেঁচে নেই, জুলুমের রাজত্ব কায়েম করতে চাইছে জন মর্ডাক। আচ্ছা, জেসিকা কি লোকটাকে ভালবাসে?

অনেকক্ষণ পর অধৈর্য হয়ে বাসায় ফিরে এল জনসন। শুকনো চেহারায় কিচেনের ভেতর পায়চারি করছিল রয়, ওকে দেখে ভাঙা গলায় বলল, 'এখনো কিছু হয়নি। ভীষণ কষ্ট হচ্ছে জিনার, বোধহয় বাঁচবে না! ডাক্তার বলেছে অপেক্ষা করা ছাড়া আর কিছুই করার নেই। এখন যদি জিম বেঁচে থাকত...'

'অভয় দেয়ার জন্য ওর পাশে কোনও মহিলাকে দরকার,' বলল জনসন। 'কাকে পাওয়া যাবে এখন?'

'কেউ আসবে না।'

'কাছেই তো জাজ থাকে, প্রতিবেশির বিপদে তার বউ নিশ্চয়ই সাহায্য করবে।'

'গিয়ে লাভ নেই, আসবে না ঘোড়ামুখো মহিলা।'

'ঠিকই আসতে হবে,' বলে বাড়ি থেকে বেরিয়ে এল জনসন।

গিলক্রিস্টদের বাড়ির কাছেই ক্রীকের একই পাড়ে জাজ মিচেলের দোতলা ইটের বাসা। দেখে বোঝা যায় এক সময় জৌলুষ ছিল, এখন সিডার শহরের আর সব বাড়িঘরের মতই জরাজীর্ণ, মলিন।

ভোর হয়ে আসছে প্রায়, পুবে বহুদূরের স্যান জুয়ানের চুড়োগুলোর পেছনে ফরসা হতে শুরু করেছে আকাশ। জাজের দরজায় দাঁড়িয়ে রশি ঝাঁকিয়ে ঘণ্টা বাজাল জনসন। কয়েক সেকেণ্ড অপেক্ষা করে আবার। তৃতীয়বার একটানা বাজিয়েই চলল ঘণ্টি। কিছুক্ষণ পর জানালার দিকে তাকিয়ে দেখল ঘরে আলো জ্বলে উঠেছে। শুনতে পেল কে যেন নড়াচড়া করছে বাড়ির ভেতর।

আরও এক মিনিট পরে হাতে লণ্ঠন উঁচিয়ে ধরে দরজা খুলে বাইরে তাকাল জাজ হেনরি মিচেল। জনসনকে চিনতে পেরে রাগে কালো হয়ে গেল স্লীপিঙ গাউন পরা জাজের চেহারা। দরজা বন্ধই করে দিত মুখের ওপর, কিন্তু দরজার ফাঁকে বুটের ডগা ঢুকিয়ে দিয়েছে জনসন।

'অত রাগ দেখিয়ো না আমার সাথে। বাধা দিলে চামড়া ছিলে কুকুরকে খাওয়াব,' জাজকে ঠেলে ভেতরে ঢুকতে ঢুকতে শীতল স্বরে বলল জনসন।

টেবিলে লণ্ঠন নামিয়ে রাখল জাজ। 'কি জন্য এসেছ বলে দূর হও আমার বাড়ি থেকে।'

'জিনা গিলক্রিস্টের বাচ্চা হবে, পাশে একজন মহিলাকে দরকার ওর। তোমার স্ত্রীকে নিয়ে যেতে এসেছি।'

'কি ভেবেছ কি! আমার বউ যাবে ওই...'

'গেলেই ভাল করবে,' জাজকে থামিয়ে দিল জনসন।

কাঁধ ঝাঁকাল জাজ। 'আমার বউয়ের কোনও ঠেকা পড়েনি...'

'মর্ডাককে তোমরা এতই ভয় পাও?' শীতল স্বরে জিজ্ঞেস করল জনসন। 'সে মানা করেছে বলে প্রতিবেশীকে সাহায্য করতে বাধছে, সিডার শহরের সবাই কি মনুষ্যত্বও হারিয়েছে?'

শব্দ ছাড়াই ঠোঁট নড়ল জাজের, জবাব দিতে পারল না। 'জিনার সাহায্য দরকার, জাজ, সাহায্য করতে হবে তোমাদের,' বলল জনসন। 'আমার মতে জিম গিলক্রিস্ট খুন হওয়ায় মর্ডাকের চেয়ে তোমার দোষ কম না। তুমি আর মার্শাল আতঙ্কে কুঁকড়ে না থাকলে ঘাড়ে ওঠার সাহস পেত না মর্ডাক।'

ঘুরে দাঁড়াল জাজ ফ্যাকাসে মুখে, বাড়ির ভেতরে অদৃশ্য হয়ে গেল

দরজা পেরিয়ে। কয়েক মুহূর্ত পরে ফিরে এল তার লম্বা, শুকনো চেহারার উদ্বিগ্ন বউকে নিয়ে। নড করল না দেখে বোঝা গেল বিরক্ত হয়েছে মহিলা। ভোরের ধূসর আলোয় জনসনের পিছু নিয়ে রাস্তায় বেরিয়ে এল সে, গিলক্রিস্টদের বাড়িতে পৌঁছে সময় নষ্ট না করে ঢুকে গেল জিনার বেডরুমে।

কিচেনে বসে আছে রয় গিলক্রিস্ট, সারা মুখে ছড়িয়ে পড়েছে শিশুর সরল হাসি। জনসনকে দেখে দু'কানের কাছে গিয়ে ঠেকল তার ঠোঁট। 'ছেলে হয়েছে, জনসন। পিচ্চি একটা ছেলে হয়েছে, সারা শরীর টকটকে লাল!'

হাসি ফুটল জনসনের চিন্তাক্লিষ্ট চেহারায়। 'বাহ্, দারুণ খবর।'

'তুমি না থাকলে কি যে হত...'

'বাদ দাও এসব কথা,' বলল অপ্রস্তুত জনসন, চেয়ার টেনে বসে পড়ল রয়ের পাশে। 'জিনা বাচ্চার নাম ঠিক করেছে?'

'হ্যাঁ। রে জনসন গিলক্রিস্ট।'

অদ্ভুত লাগল জনসনের, ওর ছন্নছাড়া একাকী জীবনে এই প্রথম বুঝতে পারল মানুষ কত সহজে পরকে আপন করে নিতে পারে।

তেরো

জেসিকা বুঝতে পারছে জনসন বা আর কেউ বক্স জি রেঞ্জে এসে র‍্যাঞ্চহাউসের উপর নজর রেখেছে। দুই জায়গাতে প্রচুর আধপোড়া সিগারেটের টুকরো পড়ে থাকতে দেখেছে সে, দুটো জায়গা থেকেই পরিষ্কার দেখা যায় বক্স জি র‍্যাঞ্চহাউস।

সকালে জনসন বসেছিল তেমন একটা জায়গায় ঘোড়া থেকে নেমে বসল

জেসিকা। সিডার গাছে হেলান দিয়ে কল্পনা করার চেষ্টা করল জনসন কি ভেবেছিল। মর্ডাক আর হেলগা ওকে বারবার করে বলেছে কোনকিছু হাতিয়ে নেয়ার লোভে এখানে এসেছে জনসন। আসলেই কি তাই? এখানে বসে কি জেসিকার কথা ভেবেছে জনসন? মর্ডাকের কাছে জেসিকা শুনেছে শহরে গানফাইটের কারণ। গানম্যানের বলা কথাগুলো কি সত্যি?

নিজের ওপর বিরক্ত হয়ে উঠে দাঁড়াল জেসিকা। চেষ্টা করেও জনসন লোকটার কথা মনে পড়া ঠেকানো যাচ্ছে না। ঘোড়ায় চড়ে নিজেকে বকল সে, তবুও জনসন বিদায় নিল না ওর মন থেকে। স্বীকার না করলেও মনে মনে জেসিকা বুঝছে লোকটার সাথে দেখা হোক তা-ই চাইছে সে সর্বক্ষণ। জনসন খুনী, তবুও কেন যেন তাকে বিশ্বাস করতে ইচ্ছে হচ্ছে ওর। অদ্ভুত একটা আকর্ষণ আছে মানুষটার মধ্যে। জ্ঞান হওয়ার পর জীবনে এই প্রথম জেসিকা জেনেছে মর্ডাককে ভয় পায় না তেমন মানুষও আছে।

মন খারাপ হয়ে আছে, একটু বেলা উঠতেই র‍্যাঞ্চহাউসে ফিরে এল জেসিকা। নিজের ঘরে ঢুকতে যাবে এই সময় পারলার থেকে ওকে ডাক দিল হেলগা।

পারলারে ঢুকে ক্লান্ত ভঙ্গিতে চেয়ারে বসল জেসিকা। সৎমাকে আর বিশ্বাস করতে পারছে না বুঝে নিজেকে অকৃতজ্ঞ মনে হলো ওর।

'তুমি আর জনি বিয়ে করবে কবে, ডিয়ার?' নরম স্বরে জিজ্ঞেস করল হেলগা, কাউচে নড়েচড়ে বসল।

'ওকে বিয়ে করব না আমি,' বলতে গিয়েও চুপ করে গেল জেসিকা। দু'এক মুহূর্ত ইতস্তত করে বলল, 'সব ঝামেলা মিটে যাক, তারপর ভেবে দেখব।'

'বেশিদিন পুরুষমানুষকে ঝুলিয়ে রাখতে নেই, তোমাকে পেলে র‍্যাঞ্চের কাজে মন বসবে ওর।'

হাসি পেলেও চেহারা গম্ভীর করে রাখল জেসিকা। আসলে হেলগা বোঝাতে চাইছে ওকে বিয়ে করলে সেধে গোলমালে জড়ানোর অভ্যেস কমবে মর্ডাকের। বহুদিন ধরেই হেলগা চাইছে তার ছেলের সাথে বিয়ে

হোক ওর। এ-ব্যাপারে কিছুই ভাবেনি জেসিকা কখনও। এখন বুঝতে পারছে সিদ্ধান্ত নেয়ার সময় কাছিয়ে আসছে, এড়ানোর উপায় নেই।

'আমি ওকে ভালবাসি না, হেলগা,' বলল জেসিকা। 'যাকে ভালবাসতে পারব না তাকে বিয়ে করা আমার পক্ষে অসম্ভব।'

সৎমার চোখ জোড়ায় রাগ ফুটে উঠতে দেখল জেসিকা। 'শুধু র‍্যাঞ্চের জন্যই...' নিজেকে সামলে নিল মহিলা।

'থামলে কেন, বলে ফেল কি বলতে চাইছিলে,' জেসিকার মধ্যেও রাগ মাথা চাড়া দিয়ে উঠল। 'র‍্যাঞ্চ না থাকলে মর্ডাক আমাকে বিয়ে করতে চাইত না, এই তো বলতে চাও?'

'না,' আবার কোমল হয়ে এল হেলগা গর্ডনের চেহারা। 'আমি বলতে চাইছি র‍্যাঞ্চে ঝামেলা না চললে তাড়াহুড়ার কোনও দরকার ছিল না। তোমাকে বিয়ে করলে র‍্যাঞ্চের উন্নতির জন্য আরও খাটতে উৎসাহী হবে জনি। জেসিকা, তোমার এখন জনির মত পুরুষমানুষ দরকার র‍্যাঞ্চটা টিকিয়ে রাখতে হলে।'

'কারও সাহায্য আমার দরকার নেই,' বলল জেসিকা নিচু কিন্তু দৃঢ় স্বরে। 'মর্ডাক আর তার লোকেরা বিনা কারণে মানুষজনকে না পেটালে কোনও সমস্যাই থাকবে না আর।'

'জেসিকা!'

'মর্ডাককে তুমি যাই মনে করো, আমি জানি সে লোভী আর ঝামেলাপ্রিয়। বক্স জিকে কলোরাডোর সবচেয়ে বড় র‍্যাঞ্চে পরিণত করা তার কাছে গুরুত্বপূর্ণ হতে পারে, আমার কাছে না। লোকজনকে খুন করে পথ থেকে সরিয়ে বড় একটা র‍্যাঞ্চের মালিক হওয়ার কোনও ইচ্ছে আমার নেই।'

'জেদ করে কোনও লাভ নেই, জেসিকা,' চোখ জোড়া জ্বলে উঠলেও শান্ত কণ্ঠে বলল হেলগা গর্ডন। 'তুমি ভাল করেই জানো আমার ছেলেকে তোমার বিয়ে করা দরকার। জনি রেগে গেলে কি করতে পারে বুঝেছে জিম গিলক্রিস্ট আর রে জনসন। মনে রেখো তোমার ভালর জন্যই কাজ করছে জনি। স্টোনিক্রেস্টে কাজ শেষ হলে সবাই ওর সামনে মাথা নিচু করবে।

তখন...'

ভুলে গোপন কোনও কথা বলে ফেলেছে এমন ভঙ্গিতে থতমত খেয়ে থেমে গেল মহিলা। সামলে নিয়ে কোমল চেহারায় জেসিকার হাতে হাত রাখল। 'তোমার বাবা মারা গেছে। রবার্ট আর আসবে না। আমাদের তিনজনের উচিত না ডিয়ার নিজেদের মধ্যে ঝগড়া করা।'

একদৃষ্টিতে সৎমা'র দিকে তাকিয়ে থাকল জেসিকা। স্টোনিক্রেস্ট সম্পর্কে কি বলছিল হেলগা? স্টোনিক্রেস্ট জায়গাটা চেনে ও। ট্রায়াঙ্গল মেসার উত্তর-পুব দিকে পাথুরে পাহাড়ী একটা এলাকা, বিগ হর্স আর করোনার ক্রীকের মাঝখানে উঁচু হয়ে আছে। ওই জায়গায় ক্রীক দুটো একশো গজ মত দূর দিয়ে বয়ে গেছে, তারপর আলাদা গতিপথে মেসাকে দু'দিক থেকে বেড় দিয়ে এগিয়েছে। রেগুলেটরদের জমি সিক্ত করে সিডার শহরের ভেতর দিয়ে প্রবাহিত হচ্ছে বিগ হর্স, মেসার অপর দিকে বক্স জি জমিতে ঢুকেছে করোনার ক্রীক।

'স্টোনিক্রেস্টের ব্যাপারে কি যেন বলছিলে?' জিজ্ঞেস করল জেসিকা।

'কিছু না, কিছু না, ডিয়ার,' হাসার চেষ্টা করে ব্যর্থ হলো হেলগা, কাউচ থেকে উঠে সিঁড়ি বেয়ে দোতলায় চলে গেল জেসিকাকে কথা বাড়াবার সুযোগ না দিয়ে।

চিন্তিত হয়ে পড়ল জেসিকা। স্পষ্ট বুঝতে পারছে কোনও কথা গোপন রাখার জন্যই চলে গেল ওর সৎমা। বাড়ি থেকে বেরিয়ে আবার বার্নে এল সে। মেয়ারটা স্টলে দাঁড়িয়ে ওর দেয়া জব চিবাচ্ছে। ওটার পিঠে স্যাডল চাপিয়ে ছোটার নির্দেশ দিল। কিছুক্ষণ পর ঘাড় ফিরিয়ে দেখল র‍্যাঞ্চহাউসের জানালা থেকে ওর দিকে তাকিয়ে আছে হেলগা। কি যেন বলছে মহিলা, শব্দ কানে এলেও বুঝতে পারল না সে কি বলা হলো। উপত্যকার দিকে ঘোড়া দাবড়ে জেসিকা ভাবল বোধহয় কোরম্যানকে ডাকছে হেলগা।

জনি স্টোনিক্রেস্টে কাজ শেষ করলে তখন... হেলগা কি বলতে গিয়েও থেমে গেল?

লাগাম নেড়ে ঘোড়াটাকে উত্তর-পুবে এগুনোর ইঙ্গিত দিল জেসিকা।

দেখতে হবে ওই পাথুরে জায়গাটায় আসলে কি হচ্ছে।

কিছুক্ষণ পর পেছনে দ্রুতগামী ঘোড়ার খুরধ্বনি শুনতে পেয়ে জেসিকা বুঝল ওকে অনুসরণ করা হচ্ছে। ঘাড় ফিরিয়ে দেখল রে জনসন আসছে, স্ট্যালিয়নে ঋজু হয়ে বসে আছে লোকটা। বোধহয় র‍্যাঞ্চহাউস থেকে ওকে বেরতে দেখেই পিছু নিয়েছে।

'থামো, তোমার সাথে কিছু কথা আছে,' পেছন থেকে চেঁচাল জনসন। জেসিকা কিছু বোঝার আগেই দেখল ওর হাত দুটো রাস টেনে ধরেছে। চেহারা রক্তিম হয়ে উঠল ওর। লোকটা খুনী, তবু ভয় পেল না একবিন্দু। অন্তরের ভেতর থেকে কে যেন ওকে জানিয়ে দিয়েছে জনসন ওর কোনও ক্ষতি করবে না কখনোই।

পাশে এসে ঘোড়া দাঁড় করাল জনসন। মাথা থেকে হ্যাট খুলে হাসল। 'তোমার সাথে দেখা করতে চাইছিলাম বেশ কয়েকদিন ধরে।'

'আমি জানি। দুটো জায়গায় অপেক্ষা করেছ চোখে পড়েছে। তুমি বড় বেশি সিগারেট খাও, মিস্টার জনসন।'

হাসল জনসন। 'ধূমপান না, আমি অন্য কয়েকটা ব্যাপারে কথা বলতে চাইছিলাম।'

নিজের ভেতর তোলপাড় হচ্ছে সেজন্য মনে মনে জনসনকে দোষ দিল জেসিকা, ইচ্ছে করেই কষ্ট দেয়ার জন্য খোঁচা দিল। 'কোন ব্যাপারে কথা বলতে চাও, শহরে যে-লোকটাকে খুন করেছ তার ব্যাপারে?'

কালো হয়ে গেল জনসনের চেহারা। 'তুমি তাহলে শুনেছ?'

'সবাই জানে, আমি জানব না কেন? মানুষ খুন করে তুমি নাকি বিখ্যাত হয়ে উঠেছ!'

ওর কথায় জনসন দুঃখ পাচ্ছে বুঝতে পেরে মন খারাপ হয়ে গেল জেসিকার, লজ্জিত বোধ করল মানুষটাকে ইচ্ছে করে কষ্ট দিয়েছে বলে।

'ভুল বুঝো না আমাকে,' ধীর কণ্ঠে বলল জনসন। 'ওই লোককে জীবনেও দেখিনি আমি সেদিনের আগে। তার কোনও বোন আছে কিনা তা-ও জানি না। আমাকে খুন করার জন্য ভাড়া করা হয়েছিল লোকটাকে।' জেসিকা চুপ

করে আছে দেখে জনসন জিজ্ঞেস করল, 'আমাকে তুমি বিশ্বাস করতে পারছ না, তাই না?'

'আমি জানি না কাকে বিশ্বাস করা উচিত।'

ঘোড়া থেকে নেমে জেসিকার দিকে তাকাল জনসন। 'তোমার ভাই আমার বন্ধু ছিল, খুবই ঘনিষ্ঠ বন্ধু··· ওর কথাই বলতে এসেছি তোমাকে।'

বিস্মিত হলো না জেসিকা, একদৃষ্টিতে দেখল জনসনকে। চেহারা দেখে মনে হয় রোদ বৃষ্টিতে প্রচুর ঘুরেছে লোকটা। রুক্ষ তামাটে গায়ের চামড়া। বোঝা যায় অলস না। মুখে শহুরে লোকদের মেকি ভদ্রতা নেই, অন্য কিছু আছে। ঠিক বুঝতে পারল না জেসিকা কি সেটা। মনে মনে বুঝল কোনও মেয়ের সাথে মিথ্যে বলার মানুষ না জনসন। মৃদুকণ্ঠে বলল, 'বলো।'

'জেল থেকে যেদিন আমাকে বের করে আনলে সেদিনও তোমাকে বলেছিলাম। রবার্ট মারা গেছে। ওর মত তোমার ওপরও হামলা হতে পারে। বক্স জি'র মালিক হতে চায় মর্ডাক, সে জানে রবার্ট মারা গেছে। আমার ধারণা সে-ই খুন করিয়েছে ওকে। এখন তুমি যদি মর্ডাককে বিয়ে করো বা মারা যাও, বক্স জি'র মালিক হওয়ার পথে আর কোনও বাধা থাকবে না মর্ডাকের।' দম নেয়ার জন্য থামল জনসন, দেখল আগ্রহ নিয়ে ওর কথা শুনছে জেসিকা। আবার শুরু করল, 'আমার মনে হয় না মর্ডাকের মত কোনও মানুষকে তুমি বিয়ে করবে। সেক্ষেত্রে কি হতে পারে বুঝতে পারছ?'

হৃদস্পন্দন বেড়ে গেল জেসিকার। জনসনের কথার সাথে একটু আগে বলা হেলগার কথা মিলে যাচ্ছে। আজকে অজান্তেই ওকে সতর্ক করে দিয়েছে মহিলা জিম গিলক্রিস্টের উদাহরণ টেনে।

'ছোটবেলা থেকে দেখেছ হয়তো, তবু আমার মনে হয় না তুমি জানো মর্ডাক কেমন লোক,' বলল জনসন। 'জিনা গিলক্রিস্টের বাচ্চা হয়েছে, কিন্তু মর্ডাকের ভয়ে শহরের কোনও মহিলা বেচারিকে একবার দেখতেও যায়নি। শেষ পর্যন্ত মিসেস মিচেলকে জোর করে নিয়ে গেছি আমি ওর দেখাশোনা করার জন্য। রয় বারবার বলেছে কেউ আসবে না, মর্ডাকের মানা আছে। বাধা দিলে মরতে হবে বুঝে বউকে আসতে দিতে বাধ্য হয়েছে জাজ।'

মর্ডাকের কারণে শহরের কোনও মহিলা জিনা গিলক্রিস্টকে দেখতে যেতে সাহস পায়নি শুনে ভেতরে ভেতরে চমকে গেল জেসিকা। জিনার স্বামীকেও মরতে হয়েছে মর্ডাকের লোভের শিকার হয়ে। ভয়ে গলা শুকিয়ে গেল জেসিকার। ওর উপরই নির্ভর করছে অনেকের জীবন! ও মারা গেলে বা মর্ডাককে বিয়ে করলে মালিক হয়ে বসবে নিষ্ঠুর, স্বার্থপর লোকটা।

বক্স জি র‍্যাঞ্চের দিক থেকে দ্রুতগামী ঘোড়ার খুরের শব্দ এগিয়ে আসছে, শুনতে পেল দু'জনেই। 'মর্ডাক,' বিড়বিড় করল জনসন নিচু স্বরে। জেসিকার উদ্দেশে বলল, 'ফিরে যাও, জেসিকা, এখানে যা ঘটবে তোমার না দেখাই ভাল।'

কাছে এসে ঘোড়া থেকে লাফিয়ে নামল জন মর্ডাক, দৌড়ে এগিয়ে এল। কুটিল চোখে দেখল ওদের দু'জনকে। 'তাহলে এই জন্যই আমাকে বিয়ে করতে তোমার এত আপত্তি! ঝোপের মধ্যে লুকিয়ে প্রেম করছ কয়দিন হলো?'

'বাজে কথা বলবে না, মর্ডাক!'

রক্তলাল চোখে জেসিকার দিকে তাকাল জন মর্ডাক, নোঙরা হেসে বলল, 'যা করার করেছ, এখন ফিরে যাও র‍্যাঞ্চে। মনে রেখো বেঁচে থাকলে আজকের পর আর কোনদিনও হাঁটতে পারবে না তোমার প্রেমিক।'

সবসময়েই আলাদা একটা খাতির করেছে ওকে মর্ডাক। কিন্তু এই মুহূর্তে লোকটার দু'চোখে ঘৃণা আর রাগ ছাড়া কোনকিছুই দেখতে পেল না জেসিকা। মর্ডাকের নীচতায় রাগ উপচে উঠল ওর ভেতরে। 'জনসনের হাত পিছমোড়া করে ধরে রাখতে হবে না? তোমার চেলারা কোথায়?' বলল জেসিকা, 'আমি চাই না তোমার মত লোক বক্স জি'র ফোরম্যানের দায়িত্বে থাকুক। তুমি আর তোমার মা র‍্যাঞ্চহাউস থেকে চলে গেলে আমি খুশি হব।'

কথাটা বুঝতে পারেনি এমন ভঙ্গিতে দু'এক মুহূর্ত মেয়েটাকে দেখল মর্ডাক, তারপর মাথা হেলিয়ে অট্টহাসিতে ফেটে পড়ল।

আলতো করে জেসিকার বাহু ছুঁলো জনসন। 'বাসায় যাও। ওর সাথেও

আমার কিছু কাজ পড়ে আছে। সেদিনের দেনা আজকে সুদে আসলে মিটিয়ে দেব।' জনসনের দৃষ্টিতে রাগ, চেহারা গম্ভীর, তবু গলার স্বর শান্ত। হঠাৎ জেসিকা বুঝল জনসনকে সে বিশ্বাস করে।

ঘোড়ার মুখ ফিরিয়ে এগোল সে, পেছন ফিরে তাকাল না একবারও। একশো গজ যাওয়ার আগেই পেছনে শুনতে পেল হাড়ে হাড়ে বাড়ি লাগার আওয়াজ।

চোদ্দ

ঘাড় ফিরিয়ে জেসিকাকে চলে যেতে দেখল জনসন আর মর্ডাক। দু'এক মুহূর্ত পর চোখের কোনে লোকটাকে নড়ে উঠতে দেখে ফিরে তাকাল জনসন।

চোখ সরু করে তাকিয়ে আছে মর্ডাক, দৃষ্টিতে ফুটে উঠেছে পৈশাচিক আনন্দ। সেদিন সেলুনেও লোকটার চোখে এই দৃষ্টি দেখেছে জনসন। ঘটনাটা মনে পড়তেই রাগ মাথা চাড়া দিয়ে উঠল ওর ভেতরে। সামনেই শত্রু একা দাঁড়িয়ে, এখন শোধ দেয়ার পালা! জনসন জানে মর্ডাক লড়বে, এবং বেঁচে থাকলে বাকি জীবনে লড়াইয়ের চিহ্ন মুছবে না তার শরীর থেকে।

হিংস্র বাঘের মত ওরা তাকিয়ে থাকল পরস্পরের দিকে। দু'জনেই ভুলে গেছে সিক্সগানের কথা। দ্রুত পায়ে সামনে বাড়ল জনসন। মর্ডাকের কাছে পৌঁছে দু'হাত তুলে ডানদিকে কাত হলো। মর্ডাক ডানদিকে ঝুঁকে গার্ড নেয়ার পর বামহাত ব্যবহার করল জনসন। প্রচণ্ড ঘুসিতে ঠোঁট কেটে গেল মর্ডাকের, মাথা পেছনে হেলে পড়ল। কাঁধের সমস্ত শক্তি দিয়ে আপার কাট ঝাড়ল জনসন। লাগল না ঘুসিটা জায়গামত। থ্যাচ শব্দে হাড় ভেঙে চ্যাপ্টা হয়ে গেল মর্ডাকের নাক, রক্ত নামতে শুরু করল দু'ফুটো বেয়ে।

শক্তিশালী দু'হাতে জবাব দিচ্ছে মর্ডাক। ঝাঁকিতে, ব্যথায় কেঁপে উঠল জনসন, পিছিয়ে এল না। সমস্ত মনোযোগ আঘাত হানায় কেন্দ্রীভূত করেছে সে, খেয়াল রাখছে যাতে প্রত্যেকটা ঘুসি জায়গামত লাগে।

আদিম মানবের মত লড়ছে ওরা, কোনও নিয়মের তোয়াক্কা করছে না, শক্তির প্রয়োজন থাকলেও দক্ষতার কোনও প্রয়োজন নেই এই লড়াইয়ে। প্রায় গায়ে গা ঠেকিয়ে দাঁড়িয়ে আছে ওরা, আঘাতের বদলে আঘাত করছে যেন অভ্যেস বশে। থ্যাঁতলানো মাংসে প্রতিটা ঘুসির শব্দ ভোঁতা শোনাচ্ছে, অনেকটা কসাইয়ের দোকানে কাঠের ওপর মাংস রেখে চাপাতির কোপ দিলে যেমন আওয়াজ হয় তেমন।

দু'জনের কেউই খেয়াল করেনি সিকি মাইল দূরে থেমে দাঁড়িয়েছে জেসিকা, দু'এক মুহূর্ত ওদের লড়তে দেখে ভয়ে মুখ ফিরিয়ে নিয়েছে।

মুঠোর শক্ত হাড় মর্ডাকের চোয়ালের হাড়ে আছড়ে পড়ার ব্যথা নীরবে সহ্য করছে জনসন। মাঝে মাঝেই মর্ডাকের জোরাল ঘুসি লাগছে ওর মুখে। ঝাঁকিতে মাথা হেলে যাচ্ছে, ঘোলা দেখাচ্ছে চারপাশ। তারপর আবার দৃষ্টি স্বচ্ছ হচ্ছে। কিন্তু হাত থেমে থাকছে না কারোই, পিস্টনের মত চলছে।

জনসনের ডানহাতি ঘুসিতে মর্ডাকের গালের মাংস ফেটে হাঁ হয়ে গেল। মাথা সরিয়ে নেয়ার চেষ্টা করে ব্যর্থ হলো মর্ডাক। পরবর্তী ঘুসিতে দাঁত ভাঙল কয়েকটা। থুতু আর রক্তের সাথে ওগুলো মাটিতে ফেলল লোকটা। পাঁজরে ঘুসি খেয়ে ব্যথায় চেহারা কোঁচকাল। কষ্ট করে শ্বাস নিল, কিন্তু থামল না।

ছাড় পেল না জনসনও, তবে আজ তাকে এক জায়গায় ধরে রাখেনি কেউ। মর্ডাকের বেশির ভাগ জোরাল ঘুসিই এড়িয়ে যেতে পারল সে অবিশ্বাস্য দ্রুততায়। তারপরও আয়নায় দেখলে এই মুহূর্তে নিজেকে চিনতে পারবে না জনসন। ওর সারামুখ ক্ষত-বিক্ষত, ফালা ফালা শার্টে রক্ত মেখে আছে। পাঁজরের হাড়ের যেসব জায়গায় মর্ডাকের ঘুসি লেগেছে সেই জায়গাগুলো রক্ত জমে ফুলে গেছে।

সমানে সমানে লড়ছে ওরা পশুর মত। একবার তাকিয়ে দেখল জেসিকা, ভয়ে মুখ ফিরিয়ে নিল পরক্ষণে। মেয়ারটাকে তাড়া দিল দ্রুত কদমে

র‍্যাঞ্চহাউসের দিকে ছোটার জন্য। লোক নিয়ে ফিরে আসতে হবে, দু'জনেই মারা পড়ার আগে ঠেকাতে হবে ওদের।

ক্লান্ত হয়ে গেছে মর্ডাক আর জনসন, কিন্তু বুঝতে পারার অবস্থা পেরিয়ে এসেছে ওরা। আঘাত পাল্টা আঘাত করছে পরস্পরকে, তবে জোর নেই ঘুসিগুলোয়।

মর্ডাকের চোখ দুটো প্রায় বুজে গেছে, দৃষ্টিতে রাগ আর ঘৃণা। সীসার মত ভারী লাগছে হাত দুটো জনসনের কাছে। তবু অভ্যেস বশে মুঠো পাকানো নিস্তেজ হাত তুলছে দু'জনে, ছুঁড়ে দিচ্ছে প্রতিপক্ষের দিকে।

একসময় ধপ করে মাটিতে পড়ে গেল মর্ডাক। ডানহাত কোনও কিছুতে বাধা না পাওয়ায় সামনে বাড়ল জনসন। তারপর মর্ডাকের দেহে হুমড়ি খেয়ে আছড়ে পড়ল মাটিতে। বিরক্তিতে চেহারা কুঁচকে গেল ওর, বহু চেষ্টার পর উঠে দাঁড়াল আবার শত্রুকে মোকাবেলা করার জন্য। টলতে টলতে দেখল মাটিতে শুয়ে চেয়ে আছে মর্ডাক, ওকে অনুকরণ করার ইচ্ছে বা শক্তি কোনটাই অবশিষ্ট নেই লোকটার মধ্যে।

কোনও করুণা জাগল না জনসনের মনে, একটা চিন্তাই আছে এখন ওর মাথায়—লোকটাকে শেষ করতে হবে। মর্ডাকের দু'ফুট দূরে দাঁড়িয়ে জোরে জোরে কয়েকবার শ্বাস টানল জনসন, হাত দুটোয় শক্তি ফিরে আসার জন্য অপেক্ষা করছে।

দু'এক মুহূর্ত পর অধৈর্য হয়ে উঠল সে। ডানহাত কনুইয়ের কাছে ভাঁজ করে পুরো শরীরের ওজন নিয়ে আছড়ে পড়ল লোকটার ওপর।

মর্ডাক গড়িয়ে সরে গেলে বা মাথা কাত করে নিলে ঘুসিটা মুখে না লেগে জমিতে পড়ত। কিন্তু সেই জোর আর নেই তার। হাঁটু ভাঁজ করে বিকৃত চেহারায় পড়ে থাকল সে। জনসনের ঘুসি তার ঠোঁট দুটো মিশিয়ে দেয়ার পর ব্যথায় গুঙিয়ে উঠল, কি যেন বলল ভাঙা গলায়।

পুরো একমিনিট পর নড়াচড়ার ক্ষমতা ফিরে পেল জনসন। কয়েকবার চেষ্টার পরে ব্যথায় বিকৃত চেহারায় উঠে দাঁড়াতে পারল সে। তাকিয়ে দেখল অজ্ঞান শত্রুকে। চিত হয়ে পড়ে আছে মর্ডাক। অজান্তেই মুখ হাঁ করে দম

নিচ্ছে নাকের ফুটো রক্ত জমে বন্ধ হয়ে যাওয়ায়। ভাঙা দাঁতগুলো দেখা যাচ্ছে থেঁতলে ফেটে যাওয়া ঠোঁটের ফাঁকে।

জনসনের সন্দেহ হলো লোকটা বাঁচবে না। কিছুক্ষণ একদৃষ্টিতে তাকিয়ে দেখল ক্ষত-বিক্ষত মর্ডাককে, তারপর দম ফিরে পেয়ে বলল, 'রবার্ট, জিম, আর আমার হয়ে সুদটা দিলাম; আসলটাও পরে পেয়ে যাবে।'

জানে না কতক্ষণ লেগেছে স্ট্যালিয়নটাকে খুঁজতে, তবে স্যাডলে উঠতে অনেকক্ষণ লাগল ওর। ট্রায়াঙ্গল মেসা আর বক্স জি র‍্যাঞ্চের দিকে ঘোড়া ছোটাল সে, প্রতিটা ঝাঁকিতে ব্যথায় ঢোক গিলছে। কিছুদূর এগুনোর পরই আকাশে ধুলোর মেঘ দেখতে পেল। অন্তত দশ-বারোজন অশ্বারোহী এদিকে আসছে দ্রুতগতিতে। সতর্ক ঘণ্টি বেজে উঠল জনসনের মাথায়, লোকগুলো ওকে পাশ কাটিয়ে দূরে চলে যাওয়ার আগ পর্যন্ত শুকনো একটা খাদে ঘোড়া ঢুকিয়ে অপেক্ষা করল সে।

স্পষ্ট বুঝতে পারছে আজকে ওকে ধরতে পারলে নির্দ্বিধায় খুন করে ফেলা হবে, কারও ক্ষমতা নেই রক্ষা করে। রাসে ঝাঁকি দিয়ে স্ট্যালিয়নের গতি বাড়াল জনসন। খাদ থেকে বেরিয়ে ছুটল শহরের দিকে। কপাল ভাল ওর, মেসা থেকে নামার রাস্তায় পৌঁছে যাওয়ার পরে কাউহ্যাণ্ডদের ঘোড়ার খুরধ্বনি পেছন থেকে ভেসে আসায় ভাবল জনসন। ও জানে না মাত্র দু'জন কাউহ্যাণ্ড র‍্যাঞ্চহাউসে ফিরছে মর্ডাকের জন্য স্ট্রেচার নিয়ে যাওয়ার জন্য। বাকিরা বিস্মিত চেহারায় দেখছে মর্ডাককে, ভাবছে কে এত শক্তি আর স্পর্ধা রাখে। মর্ডাক বাঁচবে কিনা সেটা নিয়েও বাজি ধরল কয়েকজন।

জনসনকে বোধহয় শহরের দিকে আসতে দেখেছিল রয় গিলক্রিস্ট, বাড়ির সামনে ওর সাথে দেখা হলো বুড়োর। ঘোড়া থেকে নেমে রয়ের হাতে দড়ি ধরিয়ে দিয়ে বাড়িতে ঢুকল বিধ্বস্ত জনসন। নিজের ঘরে ঢোকার জন্য পা বাড়াতে গিয়েও থমকে দাঁড়াল কিচেনের দরজায় জেসিকাকে দেখে। হাসার চেষ্টা করল ব্যথা ভুলে।

ঘোড়া রেখে পেছনের দরজা দিয়ে ঘরে ঢুকল রয় গিলক্রিস্ট। 'কফি চলবে?' পালাক্রমে দু'জনকে দেখে জিজ্ঞেস করল জেসিকা।

মাথা ঝাঁকিয়ে বুড়োর পিছু পিছু কিচেনে ঢুকল জনসন। একটা চেয়ারে ক্লান্ত দেহের ভর চাপিয়ে দিল। বুড়ো ওকে মনোযোগের সাথে লক্ষ করছে বুঝতে পেরে বলল, 'মর্ডাকের চেহারাটা যদি একবার দেখতে!'

হাসি ফুটল বুড়োর মুখে। কাঁপা কাঁপা হাতে জনসনের কফিতে বোতল থেকে হুইস্কি ঢালল।

'মর্ডাক বেঁচে আছে?' জিজ্ঞেস করল জেসিকা।

'বোধহয়।' দু'হাতে মগ ধরে ঠোঁট বাঁচিয়ে চুমুক দিল জনসন। চমৎকার স্বাদের গরম কফি ওর শক্তি খানিকটা হলেও ফিরিয়ে দিচ্ছে। কৃতজ্ঞ বোধ করল সে। আজ ভোরে রয়ের তৈরি কফি খেয়ে দেখেছে, শরীরের এই অবস্থায় ওই মাল পেটে পড়লে নাও বাঁচতে পারত। 'তুমি এখানে কেন?' কিছুক্ষণ পর জিজ্ঞেস করল জনসন।

'আমি বক্স জি ছেড়ে চলে এসেছি।'

'কেন?'

চেহারায় রাগের ছাপ ফুটে উঠল জেসিকার। 'চলে এসেছি কারণ আমি চাই না বাবা কিংবা আমার নাম ভাঙিয়ে আরও কিছু করার সুযোগ পাক মর্ডাক। যতদিন সে আর তার মা র‍্যাঞ্চহাউস ছেড়ে না যাচ্ছে আমিও যাব না ওখানে। আসলে আমি পরিষ্কার ভাবে বুঝতেই পারছি না কেন ওরা এখানে থাকছে!'

বুড়োর দিকে তাকাল জনসন। 'তোমার কি মত?'

খোলাখুলি বৈরী মনোভাব প্রকাশ করল রয়। 'এটাও মর্ডাকের কোনও চাল হতে পারে।'

জেসিকার দিকে তাকাল জনসন। বুড়ো বিশ্বাস করছে না, তবুও রাগের কোনও চিহ্ন নেই মেয়েটার চেহারায়। শান্ত ভঙ্গিতে বলল, 'আমাকে বিশ্বাস করছ না দেখে খারাপ লাগছে না। দোষটা আসলে মর্ডাক আর মর্ডাকের পরিচালিত বক্স জি কাউহ্যাণ্ডদের, আমার না। জিনাকে সাহায্য করতে পারব সেজন্যেই এখানে আসা দায়িত্ব মনে করেছিলাম, তোমরা না চাইলে...'

'চমৎকার! দারুণ হবে, কি বলো, রয়?' জেসিকার মুখের কথা কেড়ে

নিল জনসন। পরিবেশের জড়তা কাটানোর জন্য বলল, 'রয় বোধহয় চাইছিল ওর কফি খেয়ে আমরা সবাই আত্মহত্যা করি!'

নিজের রান্নার হাত কেমন ভাল করেই জানে বুড়ো, লজ্জায় লাল চেহারায় হাসি ফুটল তার।

উঠে দাঁড়াল জনসন, ঘরের দিকে পা বাড়িয়ে বলল, 'তোমরা ঝগড়া করতে থাকো, আমি ঘুমাতে গেলাম।'

পনেরো

যতখানি দেরি করা যায় করল জেসিকা। তারপর ডিনার খাওয়ার জন্য জনসনকে ডেকে তুলল। ওদের খাওয়া শেষে ঘর থেকে ডাকল জিনা। ঘরে ঢুকে জনসন দেখল সুস্থ হয়ে উঠেছে জিনা, খুশিতে চোখমুখ জ্বলজ্বল করছে মাতৃত্বের আনন্দে।

জনসনের চেহারার অবস্থা দেখে হাসি মুছে গেল জিনার মুখ থেকে। 'আবারও তোমার খোঁজ পেয়েছে মর্ডাক!'

'উঁহুঁ,' হাসল জনসন। 'এবার আমিই তার খোঁজ পেয়েছি। আশেপাশে বস্ত্র জি'র কোনও কাফহ্যাণ্ড ছিল না আমার হাত মুচড়ে ধরে রাখার জন্য।'

হাসল জিনাও। 'তাহলে ওই লোকের কি অবস্থা?'

'আমার জ্ঞান ছিল, কিন্তু ওর ছিল না। চেহারার অবস্থা বোধহয় দু'জনেরই একইরকম।'

পাশে শুইয়ে রাখা ছোট্ট বাচ্চাটার দিকে তাকিয়ে চেহারায় গর্ব ফুটে উঠল জিনার। ইতস্তত করে অনিশ্চিত কণ্ঠে বলল, 'তোমাকে খুব ভাল কোনও পরিবেশে আমি নিয়ে আসিনি, তাই না, ছোট্ট জনসন?'

'ও যখন তোমার কথার মানে বুঝতে শিখবে তার আগেই পরিবেশ পরিস্থিতি ভাল হয়ে যাবে, জিনা,' গম্ভীর চেহারায় আশ্বস্ত করল জনসন।

'কথাটা তুমি সত্যিই বিশ্বাস করো?'

'মনে প্রাণে। সব সমাজের মর্ডাকরাই আগে বা পরে শেষ হয়ে যায়, টেকে না কেউ।'

বিছানার একপাশ ঘুরে বাচ্চাটার ওপর ঝুঁকে পড়ল জনসন, বিস্মিত দৃষ্টিতে আকৃতি দেখল। আগে কখনও এত ছোট কোনও মানুষ দেখেনি ও। চেহারাটা লাল টুকটুকে, চামড়ায় বুড়ো মানুষের মত ভাঁজ। ছোট্ট চোখজোড়া বন্ধ। ঘুমাচ্ছে, পিচ্চি মুঠো করা হাত দুটো মাথার পাশে। ঘুমানোর ভঙ্গিটা অস্বাভাবিক লাগল জনসনের কাছে। জিনাকে জিজ্ঞেস করল, 'গা ছেড়ে ঘুমাচ্ছে না কেন, ওর কোনও অসুবিধা হচ্ছে না তো!'

'জন্মের পর সব বাচ্চাই এভাবে ঘুমায়,' বাচ্চার চেহারা দেখল জিনা গিলক্রিস্ট। 'একেবারে ওর বাবার মত দেখতে হয়েছে।'

হাসি মুখে মাথা ঝাঁকাল জনসন, জিজ্ঞেস করল, 'জেসিকার সঙ্গ কেমন লাগছে তোমার?'

'চমৎকার,' জবাব দিল জিনা। 'প্রথমে ভেবেছিলাম মর্ডাকের মতই ওর প্রতিও ঘৃণা জাগবে মনে। পরে বুঝেছি জেসিকাও আসলে মর্ডাকের জিম্মি।'

কিছুক্ষণের জন্য চুপ করে গেল জিনা, চিন্তা করল কি যেন, তারপর বলল, 'মর্ডাক আর তার মাকে ঘৃণা করি সেজন্য কি আমাকে দোষ দেয়া যায়? জিমের কথা মনে পড়ে আমার, ভুলতে পারি না। মনে পড়ে দু'মুঠো খাবার আর স্বচ্ছলভাবে বেঁচে থাকার জন্য কেমন পরিশ্রম করত মানুষটা। আমার কোলে বাচ্চা আসছে শুনে খুব খুশি হয়েছিল ও, খাটনির পরিমাণ বাড়িয়ে দিয়েছিল। আমরা সুখী ছিলাম, কিন্তু মর্ডাক কেড়ে নিল সমস্ত সুখ। আমার স্বামীকে খুন করেছে সে। এখন ছোট্ট জনসন ছাড়া আর কার জন্য বাঁচব আমি বলো?'

জিনার চেহারায় ক্লান্তির ছাপ দেখতে পেল জনসন। ওর মনে পড়ল রবার্ট মারা যাওয়ার পরে কিরকম খারাপ লেগেছিল। জিনার কষ্ট বুঝতে পারছে

জনসন। একজন ভাল বন্ধু হারিয়েছে সে, কিন্তু জিনা হারিয়েছে আরও অনেক বেশি কিছু। এই সমাজে ভদ্রমহিলাদের রোজগারের কোনও পথ নেই, বুড়ো রয় আর দু'তিন বছরের মধ্যে কাজ করার ক্ষমতা হারাবে, সময়ে নিষ্পাপ একটা শিশু আর অসহায় একজন বুড়ো মানুষ বোঝা হয়ে চাপবে জিনার কাঁধে। না, মর্ডাককে ঘৃণা করার অধিকার আছে জিনার।

চোখ বন্ধ করার আগে জনসনের হাত ধরল জিনা। 'অসংখ্য ধন্যবাদ, জনসন। রয়ের মুখে শুনেছি ডাক্তার আর মিসেস মিচেলকে তুমি কিভাবে এখানে আসতে বাধ্য করেছ। আমি কৃতজ্ঞ, জনসন, কোনদিনও হয়তো তোমার ঋণ শোধ করতে পারব না।'

অস্বস্তি বোধ করছিল জনসন, ঘরে জেসিকা ঢোকায় হাঁপ ছেড়ে বাঁচল। বিদায় নিয়ে সামনের পোর্চে চলে এল সে, বুক ভরে ধোঁয়া টানল একটা সিগারেট ধরিয়ে। কাছাকাছি কোথাও বিকেলেই সন্ধে রাতের গান জুড়েছে কয়েকটা ঝিঁঝি। ক্রীকের তীরে উইলো আর কটনউডের ফাঁক দিয়ে পাতার শব্দ তুলে বয়ে আসছে গরম বাতাস। কয়েক সপ্তাহ বৃষ্টি হয়নি, জনসনের মনে পড়ল শহরে আসার পথে কয়েকটা শুকিয়ে যাওয়া পুকুর দেখেছে সে। গত কয়েকদিন ধরে ক্রীক থেকে পানি সংগ্রহ করছে শহরবাসী।

বুড়ো রয়ের বলা একটা কথা মনে এল ওর। বুড়ো বলেছিল মর্ডাক যদি বিগ হর্স ক্রীকের পানি উপত্যকা থেকে অন্য কোনওদিকে প্রবাহিত করতে পারত তাহলে শহর আর রেগুলেটরদের জমি মরুভূমি হয়ে যেত। কিন্তু ক্রফোর্ডের মত পিস্তলবাজ বা বক্স জি'র সবকয়জন কাউহ্যাণ্ড, সবাই মিলে মর্ডাকের হয়ে সবরকম চেষ্টা করলেও কাজ হবে না; বছরের কোনও মওশুমেই বিগ হর্স শুকায় না।

জনসনের পাশে পোর্চে এসে বসল জেসিকা। মর্ডাকের সাথে মারামারির ব্যাপারে একটা কথাও হলো না দু'জনের মধ্যে। জনসন বলল, 'আমি তোমাকে রবার্টের কথা বলতে চেয়েছিলাম। বলা হয়নি। কি ঘটেছিল শুনতে চাও?'

'বলো, আমি জানতে চাই কি হয়েছে আমার ভাইয়ের,' উদাস, বিষণ্ণ

স্বরে বলল জেসিকা। দক্ষিণের মেসার দিকে তাকিয়ে আছে সে, চোখের দৃষ্টি দেখে কিছু দেখছে বলে মনে হয় না। প্রায় আঁধার আকাশে ছায়া ছায়া দেখাচ্ছে কালচে হয়ে আসা মেসার অস্পষ্ট আকৃতি।

'রবার্ট ছিল আমার একমাত্র ঘনিষ্ঠ বন্ধু,' গম্ভীর কণ্ঠে শুরু করল জনসন। 'বারো বছর বয়সে আমার বাবা মারা যাওয়ার পর বহু জায়গায় কাজ করেছি, থেকেছি, কিন্তু ওর মত এত ঘনিষ্ঠ বন্ধুত্ব কারও সঙ্গে হয়নি আমার। একুশ বছর বয়সে অ্যারিজোনার স্যান রেমন নামের ছোট্ট একটা শহরে মার্শালের চাকরি পাই আমি। ওখানেই রবার্টের সাথে আমার প্রথম পরিচয়।'

জেসিকা শুনতে আগ্রহী দেখে বলে চলল জনসন শহরে ডিটেকটিভের আগমন এবং পরবর্তী ঘটনা। 'ডিটেকটিভ রবার্টকে বলেছিল তার বাবা অসুস্থ, ডেকে পাঠানোর আগ পর্যন্ত রবার্ট যেন শহরে অপেক্ষা করে।'

'লোকটা মিথ্যে বলেছিল,' পুরো ঘটনা শুনে অন্যমনস্কভাবে বলল জেসিকা। 'বাবা চেয়েছিল যতদ্রুত সম্ভব রবার্ট ফিরে আসুক।'

মাথা ঝাঁকাল জনসন। 'আমার কাছেও লোকটার কথাবার্তা অস্বাভাবিক মনে হয়েছিল। রবার্টকে এখানে ফিরে আসার জন্য অনেক বুঝিয়েছি আমি, ও শোনেনি।' নীরবতা নামল ওদের মধ্যে, কিছুক্ষণ পর জনসন জিজ্ঞেস করল, 'মে মাসের প্রথম দিকে নরম্যান ক্রফোর্ড কোথায় ছিল?'

'আমি জানি না, তবে চলে গিয়েছিল কোথাও। মর্ডাক বলেছিল ছুটি কাটাতে গেছে লোকটা।'

'আমার ধারণা ও-ই রবার্টকে খুন করেছে। ডিটেকটিভকে ট্রেইল করে হয়তো পৌঁছেছে ওখানে। আবার এমনও হতে পারে ডিটেকটিভ রবার্টের অবস্থান জানানোর পরে তোমার বাবার কাছ থেকে খবরটা জেনে নিয়ে লোকটাকে পাঠিয়েছে মর্ডাক। হয়তো রবার্টকে খুঁজে পাওয়ার আগেই ডিটেকটিভকে টাকা খাইয়েছে মর্ডাক। নাহলে মিথ্যে কথা বলল কেন লোকটা?'

'আমারও মনে হচ্ছে ক্রফোর্ড খুন করেছে আমার ভাইকে,' তিক্ত শোনাল জেসিকার কণ্ঠস্বর। 'কাজটা করার জন্য মর্ডাক তাকে টাকা দিয়েছে।'

'কিন্তু নিশ্চিত হতে হবে,' গম্ভীর হয়ে গেল জনসনের চেহারা। 'সেজন্যেই আমি সবাইকে বলে বেড়িয়েছি রবার্টকে খুঁজছি। আঘাত আসার আগ পর্যন্ত শত্রু কে বুঝতে পারছিলাম না। এখন জানি; তবে প্রমাণ দরকার।'

'কিন্তু...'

জেসিকা কি বলবে কি করে যেন বুঝে ফেলল জনসন। 'অন্যের জন্য না, এটা আমার নিজের লড়াই। রবার্ট চেয়েছিল তোমাকে যাতে সবরকম বিপদ থেকে সরিয়ে রাখি, আমাকে বিশ্বাস করত ও, বিশ্বাসের অমর্যাদা করব না আমি।'

একদৃষ্টিতে জনসনের দিকে তাকিয়ে থাকল জেসিকা।

'তোমার কথা খুব বলত রবার্ট,' বলল জনসন। 'ফিরে এসে তোমাকে দেখার ইচ্ছে ছিল ওর, কিন্তু আসেনি জেদের কারণে। ও প্রতিজ্ঞা করেছিল হেলগা আর তার ছেলে এখানে থাকলে কখনোই আসবে না আর। সবসময় মর্ডাকের পক্ষ নিত বলে তোমার বাবার সাথে সম্পর্ক তিক্ত হয়ে গিয়েছিল রবার্টের।'

মাথা ঝাঁকাল জেসিকা। 'অল্প অল্প মনে পড়ে আমার ঘটনাগুলো। বাবা হেলগাকে বিয়ে করার পর মর্ডাককে সাথে নিয়ে এল মহিলা। রবার্টের সাথে গায়ে পড়ে ঝগড়া করলেও মর্ডাকের পক্ষে রায় দিতে বাবাকে বাধ্য করত সে। উদ্ভট সব জিনিস কিনে টাকা নষ্ট করত। এতকিছু পেয়েও কখনও সন্তুষ্ট হতে দেখিনি হেলগাকে।

'মাইনিঙ ক্যাম্পে নর্তকী ছিল, ছেলেকে নিয়ে অনেক বুনো শহরে ঘুরেছে মহিলা। মর্ডাকও ওর মায়ের মতই লোভী, হাজারবার ওকে বলতে শুনেছি টাকা আর ক্ষমতাই সব।'

'জাজের কাছে শুনেছি মহিলা এখানে থাকতে চায় না দেখে তার জন্য প্রচুর টাকা রেখে গেছে তোমার বাবা।'

'টাকাই যথেষ্ট না,' মাথা নেড়ে বলল জেসিকা। 'র‍্যাঞ্চটা চায় মর্ডাক। বাবা ওদেরকে র‍্যাঞ্চের শেয়ার দেয়নি জেনে ভীষণ রেগে গিয়েছিল মা-ছেলে। তুমি না এলে হয়তো হেলগার কথা মত তার ছেলেকেই বিয়ে

করতাম আমি। বাবা মারা যাওয়ার পর থেকেই এ-ব্যাপারে জোর চেষ্টা চালাচ্ছে হেলগা। ওরা দু'জনেই আমাকে বুঝিয়েছে র‍্যাঞ্চ টিকিয়ে রাখতে হলে মর্ডাককে আমার প্রয়োজন। হয়তো আর কোনও পথ নেই দেখে ওদের কথাই শুনতাম!'

'আমার তা মনে হয় না,' দ্বিমত পোষণ করল জনসন। 'জোহান গর্ডনের দৃঢ়চেতা মনোভাব আছে তোমার মধ্যে, কারও কথা শুনে নিজের ইচ্ছের বিরুদ্ধে যেতে না তুমি।'

'হয়তো, তবে কিছুদিন আগেও হেলগাকে অবিশ্বাস করতাম না আমি। মহিলা বলত রবার্ট ফিরে এলে গোলমাল পাকাবে। তুমি আসার পরও বলেছিল রবার্ট তোমাকে পাঠিয়েছে র‍্যাঞ্চ দখলের জন্য।'

'পাঠিয়েছে রবার্টই, তবে র‍্যাঞ্চ দখলের জন্য নয়,' গম্ভীর ভারী গলায় বলল জনসন। 'রাস্তায় শুয়ে ছিল, মারা যাওয়ার কিছুক্ষণ আগে ওখানে পৌঁছাই আমি। মৃত্যুপথযাত্রী রবার্ট বলেছিল, "আমার বোন জেসিকা...ওকে বাঁচিয়ো তুমি। দেখো, ওর যেন কোনও ক্ষতি না হয়।" '

চুপ করে আছে জেসিকা। হঠাৎ জনসন খেয়াল করল কাঁদছে মেয়েটা, অন্ধকার মেসার দিকে তাকিয়ে আছে নিষ্পলক। জ্যোৎস্নার আলোয় চোখে পানি চিকচিক করছে।

সান্ত্বনা দেয়ার জন্য জেসিকার কাঁধে হাত রাখল জনসন, শক্ত করে ধরে থাকল। একসময় কান্না থেমে গেল, ওদের দু'জনের জন্য থেমে গেল সময়ও, বহুদূর থেকে যেন বলল জেসিকা, 'তুমি কখনও আমাকে ছেড়ে যেয়ো না, জনসন।'

ষোলো

পরদিন সকালে জেসিকা জিনার ঘরে যাওয়ার পর নাস্তার টেবিলে রয় গিলক্রিস্ট বলল, 'মেয়েটা এখানে এসে ঠিক কাজ করেছে কিনা ভেবে অস্বস্তি বোধ করছে।'

'স্বাভাবিক,' মাথা ঝাঁকাল জনসন। 'আমাদের তো ও ভালমত চেনেই না। তাছাড়া নিশ্চয়ই হেলগা আর মর্ডাকের কাছে অসংখ্যবার শুনেছে তোমরা বক্স জি'র শত্রু। সারারাত বাসায় ছিল না জেনে ওরা কি করবে ভেবে হয়তো ভয় পাচ্ছে।'

'কি করতে পারবে ওরা?'

'জানি না। তবে মর্ডাক ব্যাপারটা সহজ ভাবে নেবে না।'

'না নিক। জেসিকা নিজের ইচ্ছেয় এসেছে, আমরা ওকে জোর করে ধরে আনিনি,' টেবিল ছেড়ে উঠে দাঁড়াল রয়, গ্লাভস আর তোবড়ানো হ্যাট হাতে ঘরের পেছন দরজায় গিয়ে আবার ফিরে তাকাল। বেরিয়ে যাওয়ার আগে বলল, 'কালকের মারের পরে মর্ডাক যদি দাঁড়াতে পারে, পুরো শহর ওলট পালট করে ফেলবে সে জেসিকার খোঁজে। মনে রেখো প্রথমে আসবে তোমার কাছে।'

'আমি সতর্ক থাকব।' কথা দিল জনসন। রয় চলে যাওয়ার পর একা টেবিলে বসে থাকল সে, ভাবছে রবার্টের কথা। মর্ডাকের ব্যাপারে রবার্ট বলত, 'গায়ে পড়ে ঝগড়া বাধাতে ওর জুড়ি নেই, কারও উপরে নিজের রাগ ঝাড়তে হলেই হাতাহাতি শুরু করত সে।'

জিনার ঘর থেকে বেরিয়ে টেবিলে এসে বসল জেসিকা। অস্বস্তি বোধ করলেও বোঝার উপায় নেই চেহারা দেখে, মিষ্টি হাসির আড়ালে ঢাকা পড়ে গেছে দুশ্চিন্তা।

জেসিকার হাতে হাত রাখল জনসন, নরম স্বরে জিজ্ঞেস করল, 'রাতে র‍্যাঞ্চহাউসে ছিলে না বলে ভয় লাগছে?'

'হেলগা চিন্তা করবে। আমার খবর পাঠানো উচিত ছিল।'

'আমার প্রশ্নের জবাব কিন্তু পেলাম না।'

জনসনের চোখে চোখ রাখল জেসিকা। 'হ্যাঁ, আমি ভয় পাচ্ছি। মর্ডাক কি করে বসবে বলার উপায় নেই।'

মর্ডাককে জেসিকা যতই ভয় পাক, ছোটবেলা থেকে হেলগা আর তার সাথেই সময় কেটেছে ওর। এতদিন ওদেরকে বিশ্বাস করেছে। এখন হঠাৎ করে সেই বিশ্বাস ঝেড়ে ফেলে দেয়া সহজ নয়। জনসন বলল, 'চলো, জাজের সাথে কথা বলব। তাকে বলার সময় হয়েছে কেন আমি এসেছি।'

মাথা ঝাঁকাল জেসিকা। 'একমিনিট। আমি জিনাকে বলে আসি বাইরে যাচ্ছি।'

সকালের তপ্ত রোদে বাড়ি থেকে বেরল ওরা দু'জন, হেঁটে এগুলো জাজের অফিস লক্ষ করে। জনসন আসার পর থেকে একবারও বৃষ্টি হয়নি এদিকে। বিগ হর্স ক্রীকের পানি পাড় থেকে এক ফুট নেমে গেছে। অফিসে ঢোকার আগে ঘাড় ফেরাল জেসিকা, মেসার উপর পাথুরে বিশাল র‍্যাঞ্চহাউসটা দেখল বিষণ্ন দৃষ্টিতে। আপন মনে বলল, 'সবকিছু যেন ঝলসে যাচ্ছে। এরকম গ্রীষ্ম আগে কখনও দেখিনি, হয়তো সবখানেই বৃষ্টি হচ্ছে এই এলাকাটা ছাড়া।'

জাজ মিচেলকে অফিসেই পাওয়া গেল। জেসিকাকে ঢুকতে দেখেই হাসি ফুটল তার চেহারায়। 'আজ সকাল সকাল শহরে চলে এসেছ,' নরম স্বরে বলল। উঠে দাঁড়িয়ে জেসিকার জন্য একটা চেয়ার বাড়িয়ে ধরল জাজ, জনসনকে দেখেও না দেখার ভান করছে। 'প্রায়ই ভাবি তোমাকে দেখতে

যাব, ডিয়ার। কিন্তু এত ব্যস্ত, যাওয়াই হয়ে উঠছিল না।'

কোলের ওপর হাতজোড়া রেখে বসল জেসিকা। পুবের জানালা দিয়ে সূর্যরশ্মি এসে ওর মুখে পড়ছে। আলোটা আড়াল করে জানালায় দাঁড়াল জনসন। একটা সিগারেট ধরাল।

মোটা একটা চুরুট ঠোঁটে ঝুলিয়ে হেলান দিয়ে বসল জাজ। ক্যাঁচকোঁচ শব্দে প্রবল আপত্তি জানাল তার চেয়ারটা। 'আমার কাছে কোনও কাজে এসেছ, ডিয়ার?' নরম কণ্ঠে জিজ্ঞেস করল সে।

জনসনের দিকে তাকাল জেসিকা। 'এখন বক্স জি'র দায়িত্ব জেসিকা বুঝে নিতে পারবে তেমন কোনও আইনানুগ ব্যবস্থা নেয়া যায়?' প্রশ্ন করল জনসন।

জনসনের দিকে না তাকিয়ে তীক্ষ্ণ স্বরে জবাব দিল জাজ, 'এখনই বক্স জি'র মালিকানা জেসিকার দরকার আছে বলে মনে করি না।'

'আমার মনে হয় দরকার আছে, বক্স জি জেসিকা চালালে রেগুলেটরদের সাথে বিরোধ মিটে যাবে।'

'তুমিই বোধহয় বক্স জি'র নতুন ফোরম্যান হতে চাও?' শীতল স্বরে খোঁচা দিল জাজ।

বহু কষ্টে রাগ চেপে চেহারা নির্বিকার রাখল জনসন। জাজ মিচেল বলল জেসিকার উদ্দেশ্যে, 'তোমার চিন্তা করতে হবে না রেগুলেটরদের নিয়ে। জিম গিলক্রিস্ট বেঁচে থাকলে ব্যাপারটা অন্যরকম হত, কিন্তু ক্লেয়ার...' কাঁধ ঝাঁকিয়ে অসমাপ্ত কথার মানে বুঝিয়ে দিল সে।

'জাজকে বলো কেন তুমি এখানে এসেছ,' অধৈর্য কণ্ঠে বলল জেসিকা।

'হ্যাঁ বলো,' বলল জাজ, 'যে মিথ্যে গল্প জেসিকাকে বিশ্বাস করিয়েছ সেটা আমাকেও শোনাও।'

দ্রুত পায়ে সামনে বাড়ল জনসন, শার্টের কলার ধরে দাঁড় করিয়ে ফেলল জাজকে। পরমুহূর্তে ভয়ে ফ্যাকাসে চেহারার লোকটাকে আবার ঠেলে ফেলে দিল চেয়ারে। গম্ভীর কণ্ঠে বলল, 'এখানে এসেছি খুনের বদলা নিতে। পিঠে গুলি করে রবার্টকে খুন করা হয়েছে। তোমার অফিসে এসেছি কারণ আমার

ধারণা তুমি জানো কাজটা কে করেছে।'

মুখ হাঁ হয়ে যাওয়ায় নতুন চুরুটটা জাজের পেটের ওপর পড়ে গড়িয়ে নামল। কাঁপা হাতে মেঝে হাতড়ে ওটা খুঁজল লোকটা। তারপর ঠোঁটে গুঁজে আগুন ধরাল। জাজের চেহারা থেকে কর্তৃত্ব বিদায় নিয়েছে, দু'চোখে ফুটে উঠেছে নগ্ন ভয়।

'মিথ্যে বলছ,' ফিসফিস করল সে। 'এরপরে তুমি বলবে জেসিকা তোমার প্রেমে পড়েছে।'

আবার জাজের দিকে এগুচ্ছিল জনসন, তীক্ষ্ণ কণ্ঠে মানা করল জেসিকা। ঘুরে তাকিয়ে জনসন দেখল মেয়েটার চেহারা রাগে লাল হয়ে উঠেছে। 'আমি প্রেম ভালবাসা ভাল বুঝি না, জাজ। তবে গিলক্রিস্টদের সাথে মিশে নতুন অনেক কিছু বুঝতে শিখেছি। আমি জানতাম ওরা আমাদের শত্রু। কিন্তু ভুল ভেঙে গেছে আমার। জনসন বা ওরা কেউই খারাপ লোক নয়। কাউকে বিনা কারণে দোষারোপ না করে নিজের ভুল ধারণা নিজের মনেই রাখো।'

'সত্যি কথা বলছ তার কোনও প্রমাণ আছে?' জনসনের দিকে তাকিয়ে জিজ্ঞেস করল জাজ।

'আমি স্যান রেমনের মার্শাল ছিলাম, অ্যারিজোনার ওই বর্ডার টাউনেই রবার্ট খুন হয়েছে,' একমুহূর্ত থেমে জনসন আবার বলতে শুরু করল, 'ডিটেকটিভ রবার্টকে খুঁজে পেয়ে বলেছিল পরবর্তী খবর না পাওয়া পর্যন্ত যাতে শহর ছেড়ে কোথাও না যায়। আমার অনুরোধ না শুনে ডিটেকটিভের কথা শুনেছিল রবার্ট। এর কয়েক সপ্তাহ পর ওকে খুন করা হয়। এখান থেকে যে-কোনও ঘোড়সওয়ার ওই সময়ের মধ্যে স্যান রেমনে পৌছতে পারে, তাই না, জাজ? খুনীর ট্রেইল অনুসরণ করে এখানে পৌছেছি আমি।'

জনসনের বক্তব্য শুনে জাজের চেহারা ফ্যাকাসে হয়ে গেল, দু'হাতের মুঠো শক্ত হয়ে চেপে বসেছে চেয়ারের হাতলে। একদৃষ্টিতে জাজের দিকে তাকিয়ে থাকল জনসন। 'তুমি এই ব্যাপারটায় কতটুকু জড়িত, জাজ? ওরা তোমাকে কত দিয়েছে?'

'জেসিকার বাবার কথা মত আমি ডিটেকটিভ ভাড়া করেছি, এর বেশি আর কিছু জানি না আমি,' কাঁপা গলায় বলল জাজ। 'জোহান গর্ডন বুঝতে পেরেছিল রবার্টকে চলে যেতে দিয়ে ভুল করেছে।'

জনসনকে সন্দেহের দৃষ্টিতে তাকাতে দেখে চোখে আকুতি নিয়ে জেসিকার দিকে চাইল জাজ। মাথা ঝাঁকাল জেসিকা জনসনের উদ্দেশে, 'সত্যিই বাবা বুঝতে পেরেছিল রবার্টকে তার প্রয়োজন।'

'জোহান জানতে চেয়েছিল রবার্ট কোথায় আছে,' বলল জাজ। 'ডিটেকটিভের কয়েক সপ্তাহ লেগেছিল ওকে খুঁজে বের করতে। টুকসন থেকে জেসিকার খবর জানতে চেয়ে রবার্ট একটা চিঠি লিখেছিল কয়েক বছর আগে। ওকে খুঁজে পাওয়ার ব্যাপারে ওটাই একমাত্র সূত্র ছিল আমাদের হাতে।'

বুক পকেট থেকে সিল্কের রুমাল বের করে কপালের ঘাম মুছল জাজ। 'ডিটেকটিভ যখন খবর পাঠাল তখন স্ট্রোক করেছে জোহান, কথা বলতে পারত না। হেলগা তার সাথে আমাকে দেখা করতে দেয়নি। বাধ্য হয়ে আমি মর্ডাককে বলেছি স্যান রেমনে টেলিগ্রাফ করে রবার্টকে আসতে বলার জন্য। কিছুদিন পর জোহান গর্ডন মারা গেল, কিন্তু রবার্ট আসেনি। জিজ্ঞেস করায় মর্ডাক বলল সে খবর পাঠিয়ে দিয়েছে। আমি স্বাভাবিকভাবেই ধরে নিয়েছি রবার্টের রাগ পড়েনি, আসবে না সে।

'আমারই উচিত ছিল ওকে টেলিগ্রাফ করা,' উঠে দাঁড়িয়ে পায়চারি করতে করতে বলল জাজ। 'বিরাট ভুল হয়ে গেছে। আমি জানতাম মর্ডাক রবার্টকে ঘৃণা করে, জেসিকাকে বিয়ে করতে চায়। জানতাম রবার্ট এলে মর্ডাককে এ-অঞ্চল ছেড়ে চলে যেতে হবে। হয়তো মর্ডাকের কথামতই রবার্টকে ডিটেকটিভ মিথ্যে কথা বলেছে টাকা খেয়ে।'

জাজ গা বাঁচাবার জন্য মিথ্যে বলছে কিনা নিশ্চিত নয় জনসন। লোকটা আগাগোড়াই জানত কিছু একটা গোলমাল না হয়ে থাকলে রবার্ট ঠিকই আসবে। যখন সে এল না কাউকে জাজ কিছু জানায়নি। হয়তো ভেবেছে না জানার ভান করে থাকলে বিপদে জড়ানোর সম্ভাবনা কম।

জনসনের দিকে তাকাল জেসিকা। 'এখন আমরা কি করব? আমার ভাইকে খুন করেছে মর্ডাক। সে বক্স জি'তে থাকলে আমি কিছুতেই ওখানে যাব না।'

'তোমাকে যেতে হবে না,' বলল জনসন। 'আপাতত তুমি গিলক্রিস্টদের বাড়িতেই থাকবে।'

'আমার মনে হয় ক্রফোর্ড রবার্টকে খুন করেছে,' জেসিকার উদ্দেশে বলল জাজ। 'ঠিক ওই সময়ে কোথায় যেন চলে গিয়েছিল লোকটা।'

মাথা ঝাঁকাল জনসন। 'স্যান রেমনের হোটেল ক্লার্কের দেয়া বর্ণনাও ক্রফোর্ডের সাথে মিলে যায়।'

'হেলগাকে আমার খবর পৌঁছে দেবে, জাজ?' বলল জেসিকা, 'পারলে তাকে বোলো জিনা আর বাচ্চাটার দেখাশোনা করছি আমি।'

মাথা ঝাঁকিয়ে সায় দিল জাজ, ফিরে গিয়ে চেয়ারে বসল। 'আমি ভেবে দেখব তোমার র‍্যাঞ্চের দখল বুঝিয়ে দেয়া যায় কিনা। ততদিন আমার বাড়িতে থাকো।'

'আর মর্ডাক?' জিজ্ঞেস করল জনসন, 'ওর ব্যাপারে কি ব্যবস্থা নিচ্ছ?'

টেবিলের ওপর স্তূপীকৃত কাগজ থেকে অনিচ্ছাসত্ত্বেও চোখ তুলে জনসনের দিকে তাকাল জাজ, ধীরে ধীরে বলল, 'আমি জানি না, জনসন। মর্ডাক ভয়ঙ্কর লোক, কি করবে কিছুই বলা যায় না। বক্স জি'র মালিক হতে না পারলে রাগ মেটানোর জন্য হয়তো সিডার শহর ধ্বংস করে দেবে। আগেও সে বহুবার বলেছে এই শহর না থাকলে রেগুলেটররা ওর হাতে পায়ে ধরতে বাধ্য হবে।'

'রেগুলেটররা আমাদের সাহায্য করবে?'

'না,' ফ্যাকাসে চেহারায় মাথা নাড়ল জাজ। 'মার্শাল, আমি, রেগুলেটররা সবাই সাধারণ মানুষ; মর্ডাকের বিরুদ্ধে কথা বলার সাহস আমাদের কারোই নেই। তাছাড়া ক্রফোর্ড আর মর্ডাকের মত গানম্যানের সামনে কি করতে পারব আমরা। সবাই জানে মর্ডাকের বিরুদ্ধে লাগলে কি হয়। জিম আর

তোমার অবস্থা সবাই দেখেছে।' সিগারের গোড়াটা দাঁতে কামড়াল জাজ, তারপর ইতস্তত করে বলল, 'কিছুদিন শহরের বাইরে কোথাও থেকে ঘুরে আসো, জেসিকা।'

মাথা নেড়ে মানা করল জেসিকা, জানতে চাইল, 'মর্ডাককে ঠেকানোর কোনও উপায়ই নেই?'

'এমন কিছু যদি ঘটে যে শহরের লোক আর রেগুলেটররা এক হয়...' মর্ডাকের বিরুদ্ধে কথা বলছে বুঝতে পেরে চুপ হয়ে গেল জাজ। মাথা চুলকে বলল, 'মর্ডাক খারাপ কিছু করে বসতে পারে। আমার বোধহয় হেলগাকে গিয়ে বুঝিয়ে বলা দরকার জিনার সেবা শুশ্রূষা করছ তুমি। ওদের বোঝাতে চেষ্টা করব যাতে তোমাকে ওরা বিরক্ত না করে।'

দরজা খুলে ধরল জনসন, উঠে দাঁড়িয়ে সেদিকে এগুলো জেসিকা, পেছন থেকে শুনল জাজ বলছে, 'আজ নিজেকে আমার মুক্ত মনে হচ্ছে, জেসিকা। আমার কাছ থেকে আর কখনও কোনও বিরোধিতা আসবে না, জনসন। এ-শহরে তোমার মত একজন লোক দরকার ছিল আমাদের।'

জেসিকার পেছন পেছন অফিস থেকে বেরিয়ে রাস্তায় নামল জনসন। কিছুদূর এগুনোর পর বলল, 'জাজ কোণঠাসা হয়ে পড়েছে, জেসিকা। কোণঠাসা ইঁদুর লড়াই করে।'

'অত আশা করছি না আমি,' মেসার উপর র‍্যাঞ্চহাউসটার দিকে তাকিয়ে তিক্ত কণ্ঠে জবাব দিল জেসিকা। ব্রিজের উপর উঠে বলল, 'এসবে আমার ভূমিকা কোথায় বুঝতে পারছ তুমি?'

'হ্যাঁ। কিছুই তোমার করার ছিল না। তুমিই বক্স জি'র মালিক, কিন্তু কর্তৃত্ব তোমার হাতে না।'

গিলক্রিস্টদের বাসায় পৌঁছার আগে ওদের মধ্যে আর কোনও কথা হলো না। পারলারে ঢোকার পর অসহায় দৃষ্টিতে জনসনের দিকে তাকাল জেসিকা। 'আমি জাজের বাসায় গিয়ে উঠতে চাই না, জনসন। একুশে পা দেয়ার আগে আমার হাতে কোনও টাকা আসবে না। জিনাও প্রায় সুস্থ হয়ে উঠেছে, ওদের

বোঝা হয়ে থাকাও উচিত হবে বলে আমার মনে হয় না।'

বেডরুম থেকে জিনার উচ্চ কণ্ঠ শুনতে পেল ওরা। 'তোমার যতদিন ইচ্ছে আমাদের সাথে থাকবে, জেসিকা। এখানে এসে আমার কি উপকার করেছ তুমি জানো না, মিসেস মিচেল আরও দু'একদিন থাকলে পাগল হয়ে যেতাম!'

মুচকি হাসি ফুটল জনসনের ঠোঁটে, জেসিকার উদ্দেশে বলল, 'ওর কথা তো শুনলে, খামোকা দুশ্চিন্তা কোরো না।'

বুড়ো রয়কে সাহায্য করবে কথা দিয়েছিল, উড ইয়ার্ডে যাবার জন্য পেছনের দরজার দিকে পা বাড়াল জনসন। জেসিকা উদ্বিগ্ন কণ্ঠস্বরে ডাক দেয়ায় থেমে দাঁড়াল দরজার কাছে।

'একটা কথা তোমাকে বলতে ভুলে গেছি, জনসন,' জিনার ঘরের দরজা থেকে বলল জেসিকা। 'জাজ যখন বলছিল মর্ডাক শহর ধ্বংস করে দেবে তখন মনে পড়েছে। স্টোনিক্রেস্টে কিছু একটা করছে মর্ডাক। গুরুত্বপূর্ণ কিছু হবে বোধহয়, হেলগা মুখ ফসকে বলে ফেলেছিল।'

মাথা ঝাঁকিয়ে দ্রুত পায়ে বাইরে বেরিয়ে এল জনসন। বিদ্যুৎ চমকের মত ওর মনে পড়ে গেছে যেরাতে জিনার বাচ্চা হলো সেরাতে ডাক্তার কি বলেছিল। স্টোনিক্রেস্টে পাথর চাপা পড়া লোকটা...

স্টোনিক্রেস্ট ট্রায়াঙ্গল মেসার শেষ প্রান্তে এটুকু ছাড়া জায়গাটা সম্বন্ধে তেমন কিছু জানে না জনসন। রয় হয়তো ওই জায়গা চেনে। ওখানে যাওয়া দরকার। জেসিকার কথা শোনার পর থেকেই ওর ভেতর কে যেন তাগিদ দিচ্ছে দ্রুত ওখানে যাওয়ার জন্য।

জেসিকার নিরাপত্তার কথা চিন্তা করে হাঁটার গতি কমে গিয়েছিল জনসনের, জোরে পা চালাল আবার। অন্যান্য জায়গার চেয়ে জিনার সাথে বাড়িতে থাকাটাই জেসিকার জন্য বেশি নিরাপদ। উড ইয়ার্ডের দিকে এগুলো জনসন, রাগে থমথম করছে চেহারা। মর্ডাকের অশুভ চক্রান্ত রুখতে দরকার পড়লে প্রাণপণ লড়বে। বিপদের মুখে আজ পর্যন্ত পিছিয়ে আসেনি রে জনসন।

সতেরো

দুশো গজ দূরে থাকতেই করাতের শব্দ শুনতে পেল জনসন। কাঠে ঢোকার সময় আওয়াজটা বদলে যাচ্ছে। উড ইয়ার্ডে পৌঁছে রয়ের উদ্দেশে চেঁচাল জনসন। জবাব দিল না কেউ, শুনতে পায়নি বুড়ো। পেছন দিকে ফিরে গাছের গুঁড়ি পুলির সাহায্যে ওঠানোর সময় জনসনকে দেখতে পেল সে। হাত দিয়ে ইশারা করল একপ্রান্ত ধরার জন্য।

মাথা নেড়ে হাতের ইঙ্গিতে মেশিন বন্ধ করতে বলল জনসন। দু'এক মুহূর্ত ইতস্তত করে ওর কথা শুনল বুড়ো, মেশিন বন্ধ করে সেফটি ভালব খুলে দিল বয়লারের স্টিম বের করে দেয়ার জন্য। তীক্ষ্ণ শব্দ তুলে বাষ্প বেরিয়ে যাওয়ার পর চারদিকে পিনপতন নীরবতা নামল।

'স্টোনিক্রেস্টে মর্ডাক কিছু একটা ঘটাচ্ছে। জায়গাটা চেনো?'

'হ্যাঁ,' মাথা ঝাঁকিয়ে উত্তর-পুব দিক দেখাল রয়। 'ট্রায়াঙ্গল মেসার শেষ মাথায়,' কথা বলতে বলতে যন্ত্র থেকে নামল রয়, মাটিতে রাখা এক বাকেট পানি ঢেলে বয়লারের আগুন নেভাল। 'মর্ডাক ওখানে কি করছে?'

'জানি না, গতকাল হেলগা কথাটা মুখ ফস্কে বলে ফেলেছে জেসিকার কাছে। ডাক্তারের মুখে শুনেছিলাম ওখানে পাথর চাপা পড়ে একলোক মারাত্মক আহত হয়েছিল। ব্যাপারটা এখন আর হঠাৎ ঘটে যাওয়া বিচ্ছিন্ন কোনও ঘটনা বলে মনে হচ্ছে না, আমাদের বোধহয় জানা দরকার কি হচ্ছে ওখানটায়।'

'গিয়ে কি দেখবে বলে মনে হচ্ছে?'

'জানি না, তবে বুঝতে পারছি যাওয়া প্রয়োজন,' দু'জনে ব্রিজের দিকে হাঁটতে শুরু করল। বাড়ির সামনে পৌঁছে জনসন বলল, 'তোমার শটগানটা নিয়ে এসো, রয়। আমি স্টেবল থেকে তোমার জন্য ঘোড়া ভাড়া করছি।' মাথা ঝাঁকিয়ে বাড়িতে ঢুকে গেল রয় গিলক্রিস্ট, ক্রীক পেরিয়ে দ্রুত পায়ে স্টেবলে চলে এল জনসন। বিরক্ত হকিন্সের কাছ থেকে রয়ের জন্য একটা ঘোড়া ভাড়া করল। ওর স্ট্যালিয়নটাতে স্যাডল ওঠাতে ওঠাতে যাত্রার জন্য অন্য ঘোড়াটাকে প্রস্তুত করতে বলল। তারপর ঘোড়া দুটো স্টেবলের দরজার কাছে বেঁধে অপেক্ষা করতে লাগল। দু'মিনিটের মাথায় পৌঁছে গেল বুড়ো, কোমরে বহুদিন পর গানবেল্ট ঝুলিয়েছে সে।

স্যাডলে উঠে উত্তর-পুবে ঘোড়া ছোটাল ওরা ব্রিজ পেরিয়ে, শহরের শেষ বাড়িটাও পেছনে পড়ে যাবার পর জনসন জিজ্ঞেস করল, 'স্টোনিক্রেস্ট জায়গাটা কেমন?'

'পাথরের স্তূপ। বিগ হর্স আর করোনার ক্রীকের মাঝে উঁচু হয়ে আছে, স্টোনিক্রেস্টের রিজ ট্রায়াঙ্গল মেসায় এসে জমির সাথে মিশেছে।'

'ওখানে পৌঁছার সবচেয়ে ভাল রাস্তা কোনটা?'

'ভাল বলতে কি বোঝাতে চাইছ, শর্টকাট না নিরাপদ?'

'শর্টকাট।'

'মেসার উপরে উঠতে হবে। তারপর পুবের রিমে পৌঁছতে হবে আড়াআড়ি ভাবে। ওখান থেকে স্টোনিক্রেস্টে রিজে পৌঁছানোর ট্রেইল আছে।'

'চলো তাহলে,' স্ট্যালিয়নের পেটে স্পার ছোঁয়াল জনসন। ওর দেখাদেখি ভাড়া করা ঘোড়াটারও গতি বাড়াল রয়।

মেসার খাড়া ঢাল বেয়ে পাশাপাশি ওঠার সময় জনসন জিজ্ঞেস করল, 'স্টোনিক্রেস্ট সম্পর্কে তুমি আর কি জানো, রয়?'

'তেমন কিছু না,' শ্রাগ করল বুড়ো। 'ওখানে পাথরের গায়ে হলুদ শিরা আছে। এক সময় কয়েকজন প্রসপেক্টর মনে করেছিল ওগুলো সোনা। পরে

তাদের ভুল ভেঙেছে। একজন তো পাহাড়ের ভেতর একশো গজ পাথর কেটে সুরঙ্গ তৈরি করেছিল সোনা পাবার আশায়। তারপর না পেয়ে হতাশ হয়ে সে লোকও চলে গেছে অনেকদিন আগে। লোকটা নিশ্চিত পাগল ছিল, নাহলে উজ্জ্বল হলুদ স্যান্ড স্টোনকে সোনা মনে করত না।'

'সুরঙ্গটা এখনও আছে?'

'অনেকদিন ওখানে যাই না, তবে থাকার তো কথা।'

'কোনদিকে গেছে সুরঙ্গটা?'

'রিজের ভেতর দিকে। আর কিছুদিন খুঁড়লে সোজা করোনার ক্রীকে গিয়ে পড়ত পাগল প্রসপেক্টর।'

চুপ করে গেল জনসন। কিছুক্ষণ চিন্তা করে পরিস্থিতি সুবিধার মনে হলো না ওর কাছে, বলল, 'এসো আমাদের জানা তথ্যগুলো জোড়া দিয়ে দেখি কি দাঁড়ায়। প্রথমত: আমরা জানি মর্ডাক ওখানে কিছু একটা করছে। দ্বিতীয়ত: ডাক্তারের কাছে শুনেছি একলোক ওখানে আহত হয়েছে। তৃতীয়ত: মর্ডাক জমি বেচার জন্য রেগুলেটরদের মাত্র এক সপ্তাহ সময় দিয়েছে। আর চার নম্বর, এবং সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ তথ্য হচ্ছে ওখানে একটা টানেল আছে বিগ হর্স আর করোনার ক্রীকের মাঝে। এসব থেকে কি বুঝছ?'

'কিছুই না। তুমি কি বুঝলে?'

'জায়গাটা কেমন আমি জানি না। তবে টানেলের ভেতর দিয়ে বিগ হর্স ক্রীকের সমস্ত পানি প্রবাহিত করা যাবে বোধহয়। তাই না?'

'হয়তো। টানেলটা সেক্ষেত্রে রিজের অন্য মাথা পর্যন্ত কাটতে হবে। কিন্তু পানি কি করে টানেলের ভেতর দিয়ে নেয়া যাবে তা বুঝতে পারলাম না। ক্রীকের চেয়ে দশফুট উঁচুতে পাহাড়ের গায়ে ওই টানেল।'

'মর্ডাক যদি ডিনামাইট ফাটিয়ে পাহাড়ের অর্ধেকটা সুরঙ্গের ভাটিতে বিগহর্সে ফেলে দেয় তাহলে? বাধা পেয়ে পানির উচ্চতা বেড়ে গেলে টানেলে পানি ঢুকবে না?'

চেহারা ফ্যাকাসে হয়ে গেল রয় গিলক্রিস্টের, ঢোক গিলে বলল, 'মর্ডাক

ওরকম বোকামি করবে না। বিগ হর্স শুকিয়ে গেলে রেগুলেটরদের জমি মরুভূমি হয়ে যাবে।'

'আর সিডার শহর?'

'শহরও। গরমে বেশির ভাগ কূপই শুকিয়ে যায়, বিগ হর্স না থাকলে ট্রায়াঙ্গল মেসার পশ্চিম দিক থেকে সবাইকে পানি সংগ্রহ করতে হবে। অতদূর থেকে পানি এনে বেশিদিন এখানে টিকতে পারবে না কেউ। না, অসম্ভব!'

মেসার উপরে উঠে এল ওরা দু'জন। একদৃষ্টিতে কিছুক্ষণ পাথরের র‍্যাঞ্চহাউসটা দেখল জনসন। উঠানে কাউকে দেখা যাচ্ছে না, কয়েকটা মুরগি শুধু খাবার খুঁটছে। স্ট্যালিয়নের পেটে স্পার ছুঁইয়ে জনসন জিজ্ঞেস করল, 'আর কতদূরের পথ?'

'শহর থেকে চার ঘণ্টা লাগে। তুমি যে গতিতে ছুটছ তাতে ঘণ্টা দুয়েক লাগবে বড়জোর।'

নীরবে এগিয়ে চলল ওরা। জনসন ভাবছে মর্ডাকের কথা। কতখানি অমানুষ হয়ে গেলে একটা লোক এতগুলো পরিবারের সর্বনাশ ডেকে আনতে পারে! স্টোনিক্রেস্টের রিজ যদি বিগ হর্সের ওপর ফেলা হয় সব শেষ হয়ে যাবে। হাজার হাজার টন পাথর ক্রীকের ভেতর থেকে ওঠানোর শক্তি বা সামর্থ্য সিডারবাসীর হবে না একশো বছরেও।

সিডার শহর পরিত্যক্ত হয়ে যাবে, রেগুলেটরদের জমিতে চরে বেড়াবে বক্স জি'র ক্যাটল। জমিতে আর সবুজ ঘাস জন্মাবে না। সময়ে পুরো এলাকা মরুভূমি হয়ে যাবে, কিছুই থাকবে না গ্রিসউড ছাড়া। উপরের মেসা থেকে মরা শহরটা দেখবে মর্ডাক তৃপ্তির সাথে। কিন্তু তার বা বক্স জি'র কি লাভ হবে এলাকাটা জনশূন্য হয়ে গেলে! রয়কে কথাটা জিজ্ঞেস করল জনসন।

'আমিও একই কথা ভেবেছি,' জবাব দিল বুড়ো। 'কিছু পাওয়ার লোভে না, নিজের কাছে নিজেকে বড় করার জন্যই সবার সর্বনাশ করতে পারে লোকটা। জোহান গর্ডনও বিগ হর্স ক্রীক ব্যবহার করার চেষ্টা করেছিল,

রেগুলেটরদের জন্য পারেনি। তার জমি বাড়ানোর চেষ্টাও বাধা দিয়ে ঠেকিয়ে রাখা হয়েছিল। জোহান গর্ডন না পারলেও মর্ডাক পারে, এটাই বোধহয় সবাইকে বোঝাতে চায় সে।'

মাথা ঝাঁকাল জনসন তার ধারণার সাথে রয়ের ধারণা মিলে যাওয়ায়। জোহান গর্ডনের ছায়ায় অনেকদিন কাটিয়েছে মর্ডাক, এখন চাইছে নিজস্ব পরিচিতি গড়ে উঠুক। যে কাজ জোহান গর্ডন পারেনি সে-কাজ করে দেখানো হচ্ছে বক্স জি'র মালিকের চেয়ে নিজেকে বড় করে দেখানোর সহজতম উপায়। সবকিছু ধ্বংস করে দিয়ে হলেও তা-ই প্রমাণ করার চেষ্টা করবে সে।

'আরও একটা ব্যাপার আছে,' নীরবতা ভাঙল রয় গিলক্রিস্ট। 'করোনার ক্রীক বিগ হর্সের চেয়ে অনেক ছোট, খরার বছরগুলোতে শুকিয়ে যায়। সে-সময় বক্স জি'কে বাধ্য হয়ে খড় কিনতে হয়। জোহান গর্ডন কয়েকবার চড়া দামে কিনেছে রেগুলেটরদের কাছ থেকে। রেগুলেটরদের সাথে বক্স জি'র শত্রুতার সেটাও একটা কারণ। বিগ হর্স করোনার ক্রীকে গিয়ে পড়লে বক্স জি'র পানির সমস্যা চিরতরে দূর হয়ে যাবে।'

সমস্ত প্রশ্নের জবাব পেয়ে গেছে জনসন, নীরবে ঘোড়া ছোটাল সে। রয়ের বলা দু'ঘণ্টা পেরিয়ে গেছে। সূর্য মাঝ আকাশে ওঠার পর পাথুরে রিমে পৌঁছুল ওরা। নিচের দিকে তাকিয়ে স্টোনিক্রেস্ট দেখতে পেল জনসন। ক্লিফের পাড়ে ঘোড়া থেকে নেমে পড়ল সে, একটা সেজব্রাশে দড়ি পেঁচিয়ে বাঁধল। বুড়ো রয়ও তার ঘোড়াটা বাঁধার পর দু'জনে পায়ে হেঁটে রিমের দিকে এগুলো।

সামনের রিজটার উচ্চতা ওরা যে মেসায় দাঁড়িয়ে আছে তার অর্ধেক। দূরে মাইনারের খোঁড়া টানেলটা দেখতে পাচ্ছে জনসন রিজের গোড়ায় কালো একটা ফোঁটার মতন। লোকজন কাজ করছে ওখানে। এই দূরত্ব থেকে পিঁপড়ের মত লাগছে তাদের দেখতে। ঘোড়া দিয়ে টেনে পাথরের চাঙড় সরাচ্ছে তারা টানেল থেকে, এনে জড় করছে ক্রীকের তীরে। টানেলের মুখের একপাশে উঁচু সারিতে সাজিয়ে রাখা হয়েছে অনেকগুলো কাঠের

বাক্স।

'ডিনামাইট,' বাক্সগুলোর দিকে আঙুল তাক করল জনসন। 'ওখানে যতটুকু আছে পুরোটা ব্যবহার করলে আস্ত রিজটা উড়ে গিয়ে ক্রীকে পড়বে।'

'সত্যি সত্যি...' চেহারা ফ্যাকাসে হয়ে গেছে বুড়ো গিলক্রিস্টের।

ঘোড়ার কাছে ফিরে এল ওরা দু'জন। স্যাডলে চড়ার পর জনসন বলল, 'আগে যাও, রয়, আমি ট্রেইল চিনি না।'

পথ দেখিয়ে এগুলো রয় গিলক্রিস্ট। বিপদজনক সরু তাক বেয়ে নিচে নামতে শুরু করল ওরা। একপাশে গভীর খাদ নেমে গেছে তিনশো ফুট নিচে। ওদিকে তাকিয়ে জনসন বুঝতে পারল ঘোড়াটা পা ফস্কালে ওর কি অবস্থা হবে।

শেষ পর্যন্ত নিরাপদেই জায়গাটা পার হয়ে ঢাল বেয়ে নামতে পারল দু'জন। সামনে সিডারে মোড়া সবুজ রিজ। সাবধানে সিডার গাছের আড়াল নিয়ে এগোল ওরা লোকজনের চোখ এড়িয়ে। রিজের শেষ প্রান্তে একটা ট্রেইল নেমে গেছে বিগ হর্স ক্রীকের ক্যানিয়নে।

ক্যানিয়নে নেমে এগিয়ে চলল ওরা। দু'পাশের পাথুরে দেয়ালে জায়গা করে নিয়ে শেকড় গেড়েছে সিডার, পাইন আর ঝোপঝাড়। ওদের দেখে একটা হরিণ পালিয়ে গেল ভয় পেয়ে। আগন্তুকদের আগমন ঘোষণা করল একটা ধূসর স্কুইরেল। পানির গর্জন জোরাল হয়ে উঠেছে। এ-জায়গায় ঢালু ক্যানিয়নের মাঝ দিয়ে দ্রুত বেগে প্রবাহিত হচ্ছে বিগ হর্স ক্রীক।

'ক্রীকে মাছ আছে?' জিজ্ঞেস করল জনসন।

'তুমি পাগল নাকি' এমন দৃষ্টিতে তাকাল রয়। 'এখানে যতবড় ট্রাউট আছে সেরকম তুমি আগে কখনও দেখোনি। জিম যখন ছোট ছিল ওকে নিয়ে এখানে মাছ ধরতে আসতাম আমি।'

'তাহলে তো মাছ ধরতে আসতে হবে,' বলল জনসন।

হাসার চেষ্টা করল বুড়ো রয়, হাসি ফুটল না উদ্বিগ্ন চেহারায়, ভেঙচির মত দেখাল। 'দশ-বারো জন লোকের বিরুদ্ধে লড়তে যাচ্ছি, বাঁচব কিনা ঠিক

নেই, এরমধ্যে মাছ ধরার কথা চিন্তা করার সাহস পেলে কোথায়!'

'ওরা গানহ্যান্ড না, রয়। ওরা বক্স জি'র লোকও না। টানেল খোঁড়ার জন্য মর্ডাক ওদের ভাড়া করেছে, লড়ার জন্য নয়।'

ওরা মাইন থেকে বের করা স্তূপীকৃত পাথরগুলোর কাছে পৌঁছেছে এমন সময় রিজের গায়ের সুরঙ্গ থেকে চেঁচাতে চেঁচাতে বেরিয়ে এল একজন মজুর। 'কাজ শেষ, ওদিকের দেয়ালের ফুটো দিয়ে আমি দিনের আলো দেখেছি!'

সতর্ক চোখে পুরো এলাকা জরিপ করে নিল জনসন। টানেল থেকে শ'খানেক গজ দূরে ছয়টা তাঁবু খাটানো হয়েছে। মাঝখানের একটা তাঁবু অন্যগুলোর চেয়ে বড়। ওটার মাথা দিয়ে স্টোভের চিমনি বেরিয়ে আছে। বাতাসে ভাজা বেকনের গন্ধ পেল জনসন। একজন লোক ঘণ্টি বাজাল বড় তাঁবুর ভেতর থেকে।

দুপুরের খাবার তৈরি হয়ে গেছে সঙ্কেত পেয়ে টানেল থেকে হুড়মুড় করে বেরিয়ে এল লেবারের দল। ঘোড়া থেকে লাফ দিয়ে মাটিতে নামল জনসন। খেয়াল করল কয়েকজনের কোমরে সিক্সগান ঝুলছে। হোলস্টার উঁচুতে বাঁধার ভঙ্গি দেখে বোঝা যায় অস্ত্র ব্যবহারে অনভ্যস্ত। ওদের দেখে থমকে দাঁড়িয়েছে লোকগুলো। লম্বা-চওড়া এক লোক বোধহয় তাদের ফোরম্যান। চেহারায় অস্বস্তি নিয়ে সে জিজ্ঞেস করল, 'তোমরা বক্স জি'র কাউহ্যান্ড?'

'না,' জবাব দিল জনসন। লোকটার ডানহাত হোলস্টারের দিকে নামতে শুরু করেছে লক্ষ করে তীক্ষ্ণ স্বরে বলল, 'গানবেল্ট খুলে মাটিতে ফেলো, মিস্টার। বিপদে পড়তে না চাইলে বাকিদেরও বলো গানবেল্ট খুলে ফেলতে।'

আট-দশজন লেবার, পালাক্রমে দেখছে তাদের ফোরম্যান আর জনসনকে। 'কি হলো, যা বলছি করো,' তাড়া দিল জনসন।

ধীরে ধীরে হাত নামিয়ে বাকল খুলে গানবেল্ট মাটিতে ফেলল ফোরম্যান। 'এখন বাকিদের বলো,' শান্ত কণ্ঠে মনে করিয়ে দিল জনসন।

'কেন, কি চাও তোমরা দু'জন?'

'আমরা চাই কাজ বন্ধ করে এখান থেকে চলে যাও তোমরা। পথে মর্ডাকের কাছ থেকে প্রাপ্য বুঝে নিয়ো।'

'আমরা কোনও মর্ডাককে চিনি না।'

'তাহলে নরম্যান ক্রফোর্ডের কাছে গিয়ে পাওনা বুঝে নাওগে।' ফোরম্যানের কাঁধের মাংসপেশীগুলো শক্ত হয়ে উঠতে দেখল জনসন। সতর্ক করল, 'ভুলেও চেষ্টা কোরো না, মিস্টার, তোমাদের কারও সাথে ব্যক্তিগত কোন শত্রুতা নেই আমার। একটা কাজ করার জন্য তোমাদের ভাড়া করা হয়েছে। কাজটা শেষ করেছ তোমরা। এখন দূর হও। বিনা কারণে কাউকে খুন করতে খারাপ লাগবে আমার।'

পুরো একমিনিট জনসনের চোখে চোখ রেখে দাঁড়িয়ে থাকল ফোরম্যান। কঠোর চেহারার আগন্তুক মিথ্যে হুমকি দিচ্ছে না বুঝতে পেরে অবশেষে বিড়বিড় করে বলল, 'খুন হবার ঝুঁকি নেয়ার জন্য বেতন দেয়া হচ্ছে না আমাকে।' লেবারদের দিকে ফিরে তাকাল সে। 'গানবেল্ট খুলে ফেলো, এখান থেকে চলে যাচ্ছি আমরা সবাই।' আবার জনসনের দিকে ঘাড় ফেরাল ফোরম্যান, 'ভেব না এত সহজে পার পেয়ে যাবে। অন্যদিনের মতই আজকেও কিছুক্ষণের মধ্যেই তদারক করতে আসবে নরম্যান ক্রফোর্ড, তাকে লড়ার জন্য বেতন দেয়া হয়।'

কোনও কথা বলল না জনসন, লোকগুলোকে গানবেল্ট খুলে ফেলতে দেখল। তারপর হাতের ইশারায় বুঝিয়ে দিল জিনিসপত্র গুছিয়ে চলে যেতে বলছে।

লোকগুলো তাঁবুর ভেতরে ঢুকে যাওয়ার পর ঘোড়া থেকে নেমে জনসনের পাশে দাঁড়াল বুড়ো রয়। হাতের শটগান নাচিয়ে বলল, 'তাঁবুর ভেতরে রাইফেল থাকতে পারে।'

হাসি ফুটে উঠল জনসনের মুখে। সারিবদ্ধ ডিনামাইটের বাক্সগুলোর সামনে গিয়ে দাঁড়াল। তারপর জিজ্ঞেস করল, 'কি মনে হয়, গুলি করার সাহস

পাবে ওরা?'

বুঝতে পেরে হাসি ফুটল বুড়ো রয়ের ঠোঁটেও। 'এগুলো দিয়ে কি করবে ভাবছ?'

'ভাল কথা মনে করেছ, রয়,' হাসি আরও চওড়া হলো জনসনের। 'লোকগুলোকে আরও কিছুক্ষণ থাকতে বলব আমরা। একটা কাজ করিয়ে নিতে হবে ওদের দিয়ে।'

'কি কাজ?'

'টানেলের মাঝখানে বাক্সগুলো রেখে আসবে ওরা। লোকগুলো একমাইল দূরে চলে যাবার পর ফিউজে আগুন দেব আমি। তারপর ছুটব শহরের দিকে। ডিনামাইট বিস্ফোরণের ফলে পুরো পাহাড় ধসে পড়বে সুরঙ্গের ওপর, বিগ হর্সের পানি করোনার ক্রীকে নিয়ে ফেলার ইচ্ছে চিরতরে দূর হয়ে যাবে মর্ডাকের।'

চেহারায় প্রশংসা নিয়ে মাথা ঝাঁকাল বুড়ো রয়। 'প্রতিদিন তোমার ওপর ভক্তি বাড়ছে আমার। টানেল বন্ধ হয়ে যাবার খবর পেলে মর্ডাকের পাগল হতে বাকি থাকবে!'

'আমিও তাই চাই। মর্ডাক শহরের ওপর আক্রমণ চালালে ওর আসল চেহারা দেখতে পাবে সবাই। কিছু লোক হয়তো রুখে দাঁড়াবে তখন।'

কথায় ব্যস্ত থাকায় ট্রেইলে আগুয়ান অশ্বারোহীকে প্রথমে দেখতে পায়নি রে জনসন। লোকটা ধূসর রঙা একটা বিশাল ঘোড়ায় বসে আছে। একশো গজ দূরে ঘোড়া থামানোর পর তাকে খেয়াল করল জনসন। নরম্যান ক্রফোর্ডের হাতের রাইফেলটা তাক করা রয়েছে ওর বুক বরাবর।

এগিয়ে এসে বিশ গজ দূরে ঘোড়া থেকে নামল গানম্যান। একমুহূর্তের জন্যও জনসনের দিক থেকে রাইফেল সরায়নি সে। মুখে হাসি লটকে থাকলেও তার চোখের দৃষ্টি ঠাণ্ডা। 'তাহলে তুমি ঠিকই আন্দাজ করতে পেরেছ?' জনসন মাথা ঝাঁকানোয় সে বলল, 'কিন্তু কোনও লাভ হলো না, তোমার আয়ু আর বড়জোর একমিনিট। খুন করে তুমি আর তোমার বন্ধুকে

ক্রীকে ফেলে দেয়া হবে।'

'ইচ্ছে হলে গুলি করো, ডিনামাইটের শকওয়েভে না মরলে পাথরের তলায় পড়ে তোমাকেও মরতে হবে আমাদের সাথে,' শান্ত কণ্ঠে বলল জনসন।

'বুলেটের আঘাতে ডিনামাইটে বিস্ফোরণ ঘটে না,' মুখ থেকে মেকি হাসি মুছে গেছে ক্রফোর্ডের।

'কখনও ঘটে কখনো ঘটে না, পরীক্ষা করে দেখতে চাও?'

তাঁবুর ভেতর থেকে দৌড়ে বেরিয়ে এল ফোরম্যান। 'ও ঠিকই বলেছে, ভুলেও চেষ্টা কোরো না, ক্রফোর্ড!'

'আমার একটা প্রস্তাব আছে। রাইফেলটা ছুঁড়ে ফেলে দাও, সরে দাঁড়াব আমি,' শান্ত স্বরে কথাটা বলে ক্রফোর্ডের মনে কি চলছে বোঝার চেষ্টা করল জনসন, তারপর ধীর কিন্তু নিশ্চিত কণ্ঠে খোঁচা দিল জায়গা মতন। 'অবশ্য মনে হয় না তোমার সাহসে কুলাবে। আমি জানি রবার্টকে তুমি কিভাবে মেরেছ।'

রাগে চোখ জোড়া জ্বলে উঠল নরম্যান ক্রফোর্ডের, কিন্তু কোনও কথা বলল না সে।

ব্যঙ্গের হাসি ফুটল জনসনের ঠোঁটে, নিষ্পলক চোখ জোড়া বিদ্ধ করল গানম্যানকে। 'রবার্টকে গুলি করেছ তুমি, পেছন থেকে খুন করেছ। ওর মুখোমুখি দাঁড়ানোর সাহস তোমার ছিল না। তুমি ভীতু মানুষ, ক্রফোর্ড, গানস্লিঙ্গার হওয়ার যোগ্যতা নেই এটা বোধহয় তোমার বংশগত।'

নিজের ওপর নিয়ন্ত্রণ হারাল নরম্যান ক্রফোর্ড। স্বাভাবিক সতর্কতাবোধ হারিয়ে চেঁচিয়ে বলল, 'ভুল জানো তুমি। রবার্ট স্লো ছিল, আমার ধারে কাছে...'

চুপ হয়ে গেল নরম্যান ক্রফোর্ড। শীতল হাসি ফুটে উঠেছে জনসনের চেহারায়। এতদিনে নিশ্চিত হয়েছে সে সামনে দাঁড়ানো এই লোকটাই ওর বন্ধুকে খুন করেছে। ঝুঁকি না নিয়ে অ্যাম্বুশ করেছে, আত্মরক্ষার কোনও সুযোগ রবার্টকে দেয়নি। মিথ্যে কথা বলছে ক্রফোর্ড। সে রবার্টকে ড্র করার

সুযোগ দিলে পিঠে বুলেট ঢুকতে পারে না।

লোকটা এক কাপুরুষ খুনী স্পষ্ট বুঝতে পারল জনসন। তবু ওকে সতর্ক হতে হবে। বিনাকারণে ফাস্টগান হিসেবে নাম করেনি ক্রফোর্ড। মর্ডাকের কথা মনে পড়ল জনসনের। স্টোনিক্রেস্টে এখন মর্ডাক থাকলে ভাল হত।

নিজের ওপর শক্তি খাটিয়ে মাথা থেকে মর্ডাকের চিন্তা দূর করল জনসন। সামনে দাঁড়িয়ে আছে ওর বন্ধুর খুনী। প্রতিশোধ নিতে হবে।

আঠারো

সিদ্ধান্ত নেয়ার আগে দীর্ঘসময় চিন্তা করল নরম্যান ক্রফোর্ড, তারপর রাইফেলটা ছুঁড়ে ফেলে দিল মাটিতে। সবকয়জন লেবার তাঁবু থেকে বেরিয়ে এসেছে, জটলা পাকিয়ে তারা দেখছে ওদের দু'জনকে। এক পাশে সরে দাঁড়াল বুড়ো রয়, শটগান তাক করল লোকগুলোর দিকে। 'সাবধান, তোমরা যাতে জড়িয়ে না পড়ো দেখব আমি,' চড়া গলায় বলল সে।

এক পা পিছিয়ে ঘোড়ার পেছনে চাপড় মেরে জন্তুটাকে সরে যেতে বাধ্য করল ক্রফোর্ড, তারপর বলল, 'আমি রেডি, জনসন।'

সতর্ক পদক্ষেপে হাঁটতে শুরু করল জনসন। এখনও ডিনামাইটের বাক্সগুলো ওর পেছনে রয়েছে, বুঝতে পারছে আড়ালটা হারানোর সাথে সাথে সিক্সগান ড্র করবে গানম্যান। বাক্সগুলো কখন ওর পেছনে নেই জনসন বোঝার অন্তত এক সেকেণ্ড আগে টের পাবে লোকটা।

সমস্ত শরীর শক্ত হয়ে আছে জনসনের । আগেও গান স্লিঙ্গারদের মোকাবেলা করেছে সে, তবু কেন যেন ওর মনে হচ্ছে তাদের মধ্যে কেউ

নরম্যান ক্রফোর্ডের মত দ্রুত ছিল না। একবার থেমে দাঁড়িয়ে লোকটার সরু চোখজোড়ার দিকে তাকিয়ে আবার হাঁটতে শুরু করল সে। এখনও সময় হয়নি।

আরও এক কদম এগুনোর পর ক্রফোর্ডের চোখের পাতা নড়ে উঠতে দেখল। সময় নষ্ট না করে বামপাশে ডাইভ দিল সে, হাত ছোবল মারল সিক্সগানের বাঁটে।

শরীর শূন্যে থাকার সময়েই জনসনের অভ্যস্ত হাতে সিক্সগান উঠে এল। বুড়ো আঙুলের ধাক্কায় হ্যামার উঠল।

একটা চিৎকার শুনতে পেল, সম্ভবত রয় বা লেবারদের কেউ হবে। দেখল ক্রফোর্ডের হাতের সিক্সগান ওর দিকে তাক করে ধরা। কালো ধোঁয়ার কুণ্ডলী বের হলো মাজল থেকে। বুলেট গিয়ে আঘাত করল অনেকখানি দূরে টানেলের কাছে পাহাড়ের গায়ে। ধ্বনিত প্রতিধ্বনিত হচ্ছে প্রচণ্ড শব্দ।

অজান্তেই সিক্সগানের হেয়ার স্প্রিঙ ট্রিগারে চাপ বসাল জনসনের তর্জনী। দেখল ক্রফোর্ডের শার্টের বাম পকেটের ওপর থেকে ধুলো উড়ল। জবাব দিল ক্রফোর্ডের সিক্সগান। স্টোনিক্রেস্টের উঁচু রিজে গিয়ে লাগল বুলেট, গড়িয়ে উপত্যকার মেঝেতে নেমে এল অসংখ্য ছোট পাথরের টুকরো। তার আগেই পা ভাঁজ হয়ে পড়ে যেতে শুরু করেছে ক্রফোর্ড।

মাটিতে আছড়ে পড়ে একবার বিস্মিত দৃষ্টিতে তাকাল লোকটা, তারপর চোখ বুজল। শেষ নিঃশ্বাস ফেলার পর চেহারায় আর কোনও অনুভূতির চিহ্নই থাকল না তার।

ঘুমন্ত মানুষের মত ধুলোয় মুখ গুঁজে পড়ে থাকা মৃত গানম্যানকে দেখল জনসন। যেজন্য এসেছিল সে-কাজটা শেষ করতে পেরেছে সে, মারা গেছে রবার্টের খুনী। পরমুহূর্তেই অনুভব করল একটা অধ্যায় শেষ হয়েছে মাত্র। নরম্যান ক্রফোর্ড ভাড়াটে খুনী ছিল, তাকে পাঠিয়েছিল জন মর্ডাক। ওই লোক মারা না গেলে রবার্টের মৃত্যুর শোধ নেয়া সম্পূর্ণ হবে না কখনোই।

উঠে দাঁড়িয়ে ফোরম্যান আর তার লোকদের দিকে তাকাল জনসন।

'চলে যাওয়ার আগে একটা কাজ করতে হবে তোমাদের,' বলল সে। 'ডিনামাইটের বাক্সগুলো টানেলের মাঝামাঝি নিয়ে রাখবে তোমরা। তারপর যত দ্রুত সম্ভব চলে যাবে এখান থেকে।'

বোকার মত চেহারা করে দাঁড়িয়ে থাকল লোকগুলো যেন কথাটার মানে ওরা বোঝেনি। বুড়ো রয়ের ধমকে সংবিৎ ফিরে পেল তারা। 'কি হলো, দাঁড়িয়ে আছ কেন? যা বলছে করো শিগগির!'

একটার পর একটা বাক্স টানেলের ভেতরে বয়ে নিয়ে গেল লোকগুলো, চুপ করে দেখল জনসন। সূর্য পশ্চিমে ঢলে পড়েছে, সন্ধের আঁধারি নামতে আরও ঘণ্টাখানেক বাকি, কাজ শেষ করে বেরিয়ে এল লেবাররা। জনসন জিজ্ঞেস করল, 'আধঘণ্টার মধ্যে তোমাদের প্রয়োজনীয় জিনিসপত্র সহ সরে যেতে পারবে?' ফোরম্যান মাথা ঝাঁকানোয় বলল, 'বেশ তাহলে চলে যাও। রয়, আমি টানেলে ঢুকছি, তুমি ওদের দিকে শটগান ধরে রেখো।'

রসদপত্রের তাঁবু থেকে ডিনামাইট ফিউজের লম্বা কয়েল, লণ্ঠন আর একটা হাতুড়ি যোগাড় করল জনসন। লণ্ঠন জ্বেলে ঢুকে গেল টানেলের ভেতরে। লণ্ঠনের আলোয় অন্ধকার পুরোপরি দূর হচ্ছে না। আবছা আলোয় দেখল টানেলের দেয়াল শক্ত পাথরে তৈরি। কোথাও কোথাও হলুদ রঙের স্যাণ্ডস্টোন শিরা দেখা যাচ্ছে। এগুলোকেই সোনা বলে ভুল করেছিল প্রসপেক্টর। কোনও খুঁটি ছাদে ঠেকা দিয়ে রাখা হয়নি, দরকারও নেই পরীক্ষা করে বুঝল জনসন। কঠিন পাথুরে ছাদ ধসে পড়ার সম্ভাবনা নেই।

পঞ্চাশ গজ হেঁটে লেবারদের রেখে যাওয়া ডিনামাইটের বাক্সগুলোর কাছে পৌঁছুল সে। মেঝেতে লণ্ঠন নামিয়ে রেখে হাতুড়ির বাড়িতে সাবধানে একটা বাক্সের তক্তা খসাল। লাল কাগজে মোড়া একটা ডিনামাইট স্টিক বের করে আনল, নামিয়ে রাখল মেঝেতে। ধীরে ধীরে কাগজের মোড়ক খুলল। সাদা থকথকে জমাট কাদার মত ডিনামাইটে ফিউজের একপ্রান্ত গুঁজল। তারপরে বাক্সের ভেতর তলার দিকে অন্যান্য স্টিকগুলো সরিয়ে ফিউজ সহ স্টিকটা নামিয়ে রাখল।

লণ্ঠনটা তুলে নিয়ে সাবধানে কয়েল খুলতে খুলতে বেরিয়ে এল বাইরে। খেয়াল রাখল টান পড়ে স্টিক থেকে ফিউজ যাতে ছুটে না যায়। আশেপাশে তাকিয়ে লেবারদের দেখতে পেল না সে। লোকগুলো রওয়ানা হয়ে গেছে, ট্রায়াঙ্গল মেসার দিকে ইশারা করে জানাল বুড়ো রয়। জনসন তাকিয়ে দেখল ওদিকে হালকা ধুলো উড়ছে।

'ওর কি হবে?' ক্রফোর্ডের পড়ে থাকা মৃতদেহ দেখাল রয় গিলক্রিস্ট।

'ওকে শহরে নিয়ে যাব আমার ঘোড়ার পিঠে বেঁধে। দেখতে চাই মার্শালের চেহারা কেমন হয়।' দু'জনে মিলে জনসনের ঘোড়ায় তুলে বাঁধল ওরা বেঁটে গানহ্যাণ্ডকে। তারপর জনসন বলল, 'তোমার ঘোড়ায় ওঠো, রয়, আমি ফিউজে আগুন দিয়েই পেছন পেছন ছুটব।'

রয় গিলক্রিস্ট আধমাইল এগিয়ে যাওয়া পর্যন্ত অপেক্ষা করল জনসন। ফিউজের শেষ মাথা ছিঁড়ল নখ দিয়ে। তারপর ম্যাচের একটা কাঠি জ্বেলে ফিউজে ছোঁয়াল। সাথে সাথে জ্বলে উঠল ফিউজ, আগুনের ফুলকি ছড়িয়ে পুড়তে পুড়তে এগোল টানেলের দিকে।

শেষবারের মত দেখল জনসন সবকিছু ঠিক আছে কিনা। আজকে এখানে কি ঘটেছে জানার পরে মর্ডাকের চেহারা কি হবে ভাবার চেষ্টা করল সে ঘোড়ায় উঠে দ্রুতগতিতে ছুটতে শুরু করে। লোকটা নিঃসন্দেহে ধরে নেবে কাজটা ওর। পাল্টা ব্যবস্থা নিতে দেরি করবে না। এখন লোকটা জানে জেসিকাকে হারিয়েছে সে। তারপর আজকের ঘটনায় উন্মাদ হয়ে উঠবে। এখন আর হিসেবের ধার ধারবে না, সর্বাত্মক আক্রমণ করে বসবে মর্ডাক। হাতে সময় বেশি নেই!

মেসায় ওঠার ট্রেইলে লেবারদের পেছনে ফেলে এগিয়ে গেল রয় আর জনসন, রিমে উঠে থামাল ওদের হাঁপিয়ে যাওয়া ঘোড়াগুলোকে। হাসল জনসন, 'লাগাম শক্ত করে ধরে থেকো, রয়, একমিনিটের মধ্যেই পালাবার জন্য পাগল হয়ে উঠবে ঘোড়াটা।'

নিচে স্টোনিক্রেস্টের দিকে তাকাল জনসন। ছড়িয়ে ছিটিয়ে পড়ে

রয়েছে তাঁবুগুলো। এখানে ওখানে হার্নেস আর পরিত্যক্ত স্টোনবোট। টানেলের হাঁ করা কালো মুখটা এতদূর থেকেও দেখা যাচ্ছে পরিষ্কার। হঠাৎ পায়ের তলায় থরথর করে কেঁপে উঠল জমিন। লাফ দিয়ে ছোটার চেষ্টা করল ঘোড়া দুটো, শক্ত হাতে লাগাম টেনে ধরে ওগুলোকে সামলে রাখল রয় আর জনসন।

ধূম্রপায়ীর মুখের মত টানেলের ভেতর থেকে বেরিয়ে আসছে কুচকুচে কালো ধোঁয়া আর হলদে ধুলো। প্রায় তিরিশ সেকেণ্ড পর শব্দ শুনতে পেল ওরা। ভোঁতা একটা গর্জন প্রায় একমিনিট ধরে চলল। স্টোনিক্রেস্টে রিজটা নড়ে উঠল ধীরে ধীরে, বড় বড় পাথর গড়িয়ে নেমে ছাতু করে দিল নিচের তাঁবুগুলো। বিশাল ধুলোর মেঘ দৃশ্যটা ঢেকে দিল ওদের চোখের সামনে থেকে।

মিনিট বিশেক পর পুবের বাতাস মেঘটাকে সরিয়ে নিয়ে যাওয়ায় ওরা দেখল লেবারদের ব্যবহৃত সবকিছু পাথর চাপা পড়েছে। টানেলের কোনও চিহ্ন নেই, পুরো পাহাড় ধসে পড়েছে ওটার ওপর। কয়েকটা বড় পাথর ক্রীকে পড়ে বাঁধ তৈরি করেছে। পাথরগুলোর পেছনে উঁচু হতে শুরু করেছে ক্রীকের পানি। চিন্তার কোনও কারণ দেখতে পেল না ওরা। একদিনের জন্য হয়তো পানির পরিমাণ কমে যাবে ক্রীকে। তারপরই উপচে পড়ে বইতে শুরু করবে আবার আগের মত রেগুলেটরদের জমি আর শহরের মাঝ দিয়ে।

স্বস্তির শ্বাস ফেলল জনসন, তাকাল বুড়োর দিকে। 'চলো, রয়, ওদিকে সাপার ঠাণ্ডা হয়ে যাচ্ছে।'

ট্রায়াঙ্গল মেসার রিমের ওপাশে ডুবে যাচ্ছে গোলাকার লাল টুকটুকে সূর্যটা, শহরের দিকে ফিরে চলল ওরা। অনেকদিন পর মনে কিছুটা শান্তি পেল জনসন। আজ হোক কাল হোক, ওর দায়িত্ব ঠিকই পালন করবে সে। মর্ডাক খবর শোনার পরে চুপ করে বসে থাকবে না। আজ রাতেই লেবারের দল খবর সহ পৌঁছে যাবে বক্স জি'তে, তারপরই সম্ভবত হামলা হবে।

রয় গিলক্রিস্টও বোধহয় একই কথা ভাবছিল, জনসনের উদ্দেশে সে

বলল, 'জিনা আর জেসিকাকে আমাদের বোধহয় শহরের বাইরে রেখে আসা উচিত। মর্ডাক কি করে বসে কিছুই বলা যায় না।'

'হ্যাঁ, ভেবে দেখতে হবে,' ঘোড়ার পেটে স্পার ছুঁইয়ে জবাব দিল চিন্তামগ্ন জনসন।

উনিশ

লা স্যালের পশ্চিমে সূর্য নেমে গেছে দৃষ্টির আড়ালে। কিচেনে ব্যস্ত জিনা আর জেসিকা। গরুর মাংসের রোস্ট আর আলুভাজা গরম করছে ওরা,পটে ফুটছে উত্তপ্ত কফি। বাতাসে সুগন্ধ।

ঘুম থেকে জেগে কেঁদে উঠেছে বাচ্চাটা, দুধ খাওয়াতে চলে গেল জিনা। কিছুক্ষণ পরে লণ্ঠন জ্বেলে ফিরে এসে বসল জেসিকার পাশে। অনেকক্ষণ পর পোর্চে পায়ের শব্দ আর গলার আওয়াজ শুনতে পেল ওরা। লাফ দিয়ে উঠে দাঁড়িয়ে দৌড়ে গিয়ে দরজা খুলল জেসিকা, সামনে ধূলি ধূসরিত জনসনকে দেখতে পেয়ে স্বস্তি ফুটল তার চিন্তা মলিন চেহারায়। পরস্পরের দিকে তাকিয়ে থাকল ওরা। জনসনের পাশ দিয়ে ঘরে ঢুকে ওভেন খুলল রয় ভেতরে কোন্ জিনিস গন্ধ ছড়াচ্ছে দেখার জন্য।

'কি হয়েছিল?' এক পা সামনে বাড়ল জেসিকা, 'তোমার দেরি দেখে ভয় পেয়ে গিয়েছিলাম।'

দু'হাত বাড়িয়ে জেসিকাকে বুকে টেনে নিল জনসন। 'তুমি আমার দেরিতে ভয় পাও জেনে দারুণ লাগছে।'

জেসিকা রক্তিম মুখে নিজেকে ছাড়িয়ে নিল, রেগে গেছে মনের কথা

মুখে বলে ফেলায়।

'টেবিলে খাবার দাও, হাতমুখ ধুয়ে খেতে খেতে বলব কি ঘটেছে,' কিচেনের দিকে পা বাড়িয়ে বলল জনসন।

পুরুষরা পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন হয়ে আসার আগেই টেবিল সাজিয়ে ফেলল জিনা আর জেসিকা। মন থেকে সমস্ত ভয় আর দুশ্চিন্তা দূর হয়ে গেছে জেসিকার জনসনকে দেখে। টেবিল সাজানোর পুরোটা সময় গুনগুন করে গান গাইল সে, মাঝে মাঝে অকারণেই লজ্জায় লাল হয়ে উঠল চেহারা।

সবাই টেবিলে বসার পর বলতে শুরু করল জনসন। কখনও কখনও তাকে কথা ধরিয়ে দিল বুড়ো রয়। শুনতে শুনতে ফ্যাকাসে হয়ে গেল দুই ভদ্রমহিলার মুখ। শহর আর রেগুলেটরদের রক্ষা করে বক্স জি'কে বদনামের হাত থেকে জনসন বাঁচিয়েছে বুঝতে পেরে কৃতজ্ঞতায় চোখে পানি এসে গেল জেসিকার।

জনসনের বর্ণনা শেষ হতে আতঙ্কিত হয়ে পড়ল সে। জানে র‍্যাটল স্নেকের লেজে পা দিয়ে বসেছে জনসন। আজ হোক বা কাল, ছোবল ঠিকই দেবে বিষাক্ত সাপ।

রয় গিলক্রিস্ট আর জনসন দু'জনেই অত্যন্ত ক্লান্ত। তবু দ্রুত খেয়ে উঠল ওরা, বুঝতে পারছে বিশ্রাম নেয়ার সময় হাতে নেই। বক্স জি'তে প্রথম পৌঁছানো লেবারের বক্তব্য শুনেই নড়েচড়ে উঠবে মর্ডাক। লোকটার পরবর্তী পরিকল্পনা আন্দাজ করার চেষ্টা করে ব্যর্থ হলো জনসন। মর্ডাক কি করে বসবে বোঝা মুশকিল। অনেকটা গ্রীষ্মের বজ্রপাতের মত, আছড়ে পড়বে জানা আছে কিন্তু কোথায় তা কেউ বলতে পারে না।

টেবিল ছেড়ে উঠে দাঁড়িয়ে জেসিকা আর জিনাকে আশ্বস্ত করার জন্য হাসল জনসন, পা বাড়াল দরজার উদ্দেশে। রয় গিলক্রিস্ট আগেই চলে গেছে ঘোড়াগুলোর কাছে। দরজা পর্যন্ত জনসনকে এগিয়ে দিল জেসিকা। উদ্বিগ্ন চেহারা দেখে যে কেউ বুঝতে পারবে ওরা বাইরে যাক চায় না সে, কিন্তু

মানা করতেও বাধছে। 'আমাদের জন্য চিন্তা কোরো না, জেসিকা, সাবধানে থেকো। মনে রেখো মর্ডাক তোমাকেও খুঁজছে। হয়তো হেলগা তাকে বলেছে জোর করে হলেও তোমাকে র‍্যাঞ্চে ফিরিয়ে নিয়ে যেতে। অস্ত্রের ব্যবহার জানো?' দরজায় দাঁড়িয়ে জানতে চাইল জনসন।

মাথা ঝাঁকাল জেসিকা, জনসন বলল, 'জিনার কাছে কোনও অস্ত্র আছে কিনা জানি না, আমার ঘরে বাড়তি ম্যাগাজিন আর গুলিসহ একটা রাইফেল পাবে। লোড করে রেখো, মর্ডাক যদি আসে বাড়ির ভেতর ঢুকতে দিয়ো না।'

'আমরা এখানে ভালই থাকব,' সোজাসুজি জনসনের চোখে তাকাল জেসিকা। 'তুমি সাবধানে থাকবে কথা দাও।'

হাসল জনসন, ঘুরে দাঁড়াল। একবারও পেছনে না তাকিয়ে দৃঢ় পায়ে বেরিয়ে গেল ঘর ছেড়ে। মৃত গানম্যানের দেহে বাড়ি না লাগিয়ে এক লাফে স্যাডলে উঠে বসল, ঘোড়াটাকে এগোতে নির্দেশ দিল ব্রিজের দিকে। ক্রীক পেরিয়ে রাতের শহরের দিকে তাকিয়ে ভাবল আজ রাতের পর কি অবস্থা হতে পারে শহরটার।

মার্শাল জো হকিন্স সাপার সেরে মাত্র ফিরেছে এমন সময় স্টেবলে ঢুকল জনসন আর বুড়ো রয়। নোঙরা দাঁতের ফাঁকে কাঠি ঢুকিয়ে খোঁচাচ্ছিল হকিন্স, ঘোড়ার খুরের শব্দে মুখ তুলে তাকাল।

'তোমাকে দেখানোর জন্য একটা জিনিস নিয়ে এসেছি, ভেতরে গিয়ে লণ্ঠন ধরিয়ে আনো,' বলল জনসন।

আবছা আলো আঁধারে ঘোড়ার পিঠে বাঁধা মৃতদেহটা নজর কাড়ল হকিন্সের, লণ্ঠন আনতে ছুটল সে। জনসন স্টেবলে ঘোড়া ঢোকানোর পর লণ্ঠন জ্বেলে এগিয়ে এল মার্শাল, তার অন্য হাতে একটা শটগান।

'ওকে নামাও,' বিরক্ত স্বরে বলল জনসন।

'আগে আমার জানতে হবে কি হয়েছিল,' তীক্ষ্ণ মেয়েলি গলায় সমান তেজে জবাব দিল কুঁজো মার্শাল।

এগিয়ে গিয়ে তার সামনে দাঁড়াল জনসন, হাত থেকে শটগান কেড়ে নিয়ে অন্ধকার কোণে ছুঁড়ে ফেলল অস্ত্রটা। ঘোড়ার পিঠ থেকে শক্ত হয়ে যাওয়া লাশটা নামিয়ে রাখল মাটিতে। কৌতূহলী হয়ে এগিয়ে এসেছে হকিন্স, মৃতদেহের চেহারা দেখে চমকে উঠল সে, মুখ থেকে রক্ত সরে গেছে। ফিসফিস করে বলল, 'তুমি ওকে অ্যাম্বুশ করেছ!'

'গাধার মত কথা বোলো না,' ধমকে উঠল জনসন, 'আগে দেখো বুলেটের গর্ত শরীরের কোন দিকে। ক্রফোর্ড আগে ড্র করেছে সাক্ষী আছে অন্তত দশজন। রয় দেখেছে, সন্দেহ থাকলে ওকে জিজ্ঞেস করো।'

'অসম্ভব!' মাথা নেড়ে বিড়বিড় করল মার্শাল হকিন্স।

'হয়তো,' হাসল বুড়ো রয়, 'কিন্তু তা-ই ঘটেছে।'

মার্শালের দিকে গম্ভীর চেহারায় তাকাল জনসন। 'সময় আছে, হকিন্স, দল বদলাও। মর্ডাকের দিন ফুরিয়ে আসছে, পালাতে হবে তোমাকেও।'

'মর্ডাক জানলে তখন...' চুপ হয়ে গেল হকিন্স।

'এসে দেখবে আমরা তার জন্য তৈরি,' কথাটা শেষ করল জনসন। 'আমাদের নতুন দুটো ঘোড়া দরকার, হকিন্স। ও, আরেকটা কথা, তোমার জায়গায় আমি থাকলে পালিয়ে যেতাম।'

'ঘোড়া দিয়ে কি করবে?'

'সেটা তোমার না জানলেও চলবে,' রেগে গেল জনসন। 'ছয় মাস আগেই তোমার যে-কাজ করা উচিত ছিল সেটাই করব আমরা। যা বলছি করো, ঘোড়ায় স্যাডল চাপাও।'

বার্নের পেছন দিকের একটা স্টলে ধুপধাপ পা ফেলে ঢুকল হকিন্স, কিছুক্ষণ পর ফিরে এল দুটো বে ঘোড়ায় স্যাডল চাপিয়ে। ওদের ঘোড়া দুটোকে দলাইমলাই করতে বলে নতুন ঘোড়ায় চাপল জনসন আর রয়। ভীতু লোকটা ঘোড়ার যত্ন নেবে কিনা জানে না জনসন। না নিলেও ক্ষতি নেই, খুব বেশি পরিশ্রান্ত না, সামলে উঠতে পারবে ওর স্ট্যালিয়ন।

রয়ের দেখানো পথে রেগুলেটরদের জমি লক্ষ্য করে ঘোড়া ছোটাল

জনসন। লোকগুলো বোধহয় এখনও কিছু টের পায়নি। সন্ধের আগেই বিগহর্সের পানি কমে যাওয়া শুরু হয়নি, ব্যাপারটা চোখে পড়লে ওরা বুঝতে পারত কিছু একটা ঘটেছে।

দ্রুত গতিতে এগিয়ে চলল ওরা রেগুলেটরদের সতর্ক করার জন্য। প্রথম র‍্যাঞ্চটা চোখে পড়ামাত্র জনসন বলল, 'রয়, তুমি অন্য জায়গা থেকে শুরু করো। আমি সামনের র‍্যাঞ্চে কথা বলে র‍্যাঞ্চারকে নিয়ে ডানদিকে যতগুলো র‍্যাঞ্চ আছে সেগুলোয় যাব। তুমি হাতের বামদিকে যে কয়টা র‍্যাঞ্চ আছে গিয়ে বলবে মর্ডাক কি করতে চেয়েছিল আর আমরা কিভাবে ঠেকিয়েছি। তারপর রেগুলেটররাই ঠিক করুক ওদের কি করা উচিত।'

নড করে সায় জানাল বুড়ো রয়, ঘোড়া সরিয়ে ছুটল বামদিকের র‍্যাঞ্চগুলো লক্ষ্য করে। সামনের ছোট কেবিনে আলো জ্বলছে, ঘোড়া থেকে নেমে দরজায় ধাক্কা দিল জনসন। যে লোকটা বেরিয়ে এল জনসন তাকে চেনে না। লোকটার পেছনে তার সাদাসিধে পোশাক পরা বউ আর পাঁচ-ছয়টা বাচ্চা দাঁড়িয়ে আছে কৌতূহলী চেহারায়।

জনসন নিজের পরিচয় দিয়ে সংক্ষেপে লোকটাকে জানাল স্টোনিক্রেস্টে কি হয়েছে। শেষে বলল, 'আজকে তোমরা একসাথে রুখে দাঁড়াবার শেষ সুযোগ হারালে এখানে আর টিকতে পারবে না।'

র‍্যাঞ্চারের বউয়ের চোখে নগ্ন ভয় ফুটে উঠেছে। ভয় লোকটাও পেয়েছে, কিন্তু পরিবারের সামনে সেটা প্রকাশ না করার চেষ্টা করছে। জনসন তাকে আশ্বস্ত করল, 'কিছু ঘটবেই তা বলা যায় না। তবে যদি কিছু হয়, একসাথে দাঁড়ালে মর্ডাককে ঠেকানো তোমাদের জন্য সুবিধাজনক।'

'তোমার নাম শুনেছি,' মুখ খুলল র‍্যাঞ্চার, 'তুমি আমাদের নেতৃত্ব দেবে?'

'যদি তোমরা চাও,' জবাব দিল জনসন। 'তবে এখন আমাকে শহরে ফিরে গিয়ে সবাইকে সতর্ক করতে হবে। তুমি আর সবাইকে গিয়ে সাবধান করো। সবাই একসাথে সিডার শহরে চলে এসো তোমরা।'

লাফ দিয়ে স্যাডলে উঠল জনসন, লোকটাকে কথা বলার সুযোগ না দিয়ে ঘোড়ার মুখ ফিরিয়ে শহরের পথ ধরল। হঠাৎ মনে হচ্ছে এখানে এসে দেরি করে ফেলেনি তো সে? জিনা, জেসিকা আর ছোট্ট জনসন গিলক্রিস্টের চেহারা ভেসে উঠল ওর মনে। মর্ডাক জানে জেসিকা শহরে আছে। জানে জনসনকেও শহরে পাওয়া যাবে। শহরটা ধ্বংস করে দিলে রেগুলেটরদের তাড়ানো কোনও ব্যাপারই না মনে করে আক্রমণ করে বসতে পারে মর্ডাক।

ফেরার পথে রয় আর একজন অশ্বারোহীর সাথে দেখা হয়ে গেল জনসনের। অন্ধকারে লোকটাকে চিনতে পারল না সে, রয়ের উদ্দেশে বলল, 'তাড়াতাড়ি ফিরে চলো, রেগুলেটরদের যারা জানে তারা গিয়ে অন্যদের বলুক। মর্ডাক শহরের ওপরেও আগে হামলা করতে পারে। শহরটা আগুনে পুড়তে দেখলে সাহস হারাবে রেগুলেটররা।'

হাতের ইশারায় সাথের লোকটাকে নিজের পথ ধরতে বলে জনসনের কথা শেষ হবার আগেই ঘোড়ার গতি বাড়িয়ে দিয়েছে রয় গিলক্রিস্ট। ঘোড়ার পেটে স্পার ছুঁইয়ে তাকে অনুসরণ করল জনসন। অপরিচিত রেগুলেটর ছুটল অন্যদের একত্র করতে।

জনসনের মনে হলো সারা জীবন লাগছে শহরে পৌঁছতে। একসময় শহরের বাতি চোখে পড়ল ওদের। স্বস্তির শ্বাস ফেলে জনসন বলল, 'ফায়ার বেল বাজাতে হবে, রয়। আমার ধারণা হাতে সময় বেশি নেই।' বজ্রের আওয়াজ তুলে কাঠের ব্রিজ পেরিয়ে এল ওরা, গির্জার দিকে ছুটল বুড়ো রয়। ঘাড় ফিরিয়ে একবার গিলক্রিস্টদের বাড়িটা দেখল জনসন। জেসিকা, জিনা আর একটা শিশু আছে ওই বাড়িতে।

জোরে বেজে উঠল গির্জার ঘণ্টি, বাজতেই থাকল একটানা। দু'এক মুহূর্ত পর খুলে যেতে শুরু করল বাড়িঘরের দরজা জানালা। মাত্র কয়েকজন লোক দৌড়ে রাস্তায় বেরিয়ে এল বালতি আর বেলচা হাতে, এই ঘুমের পোশাক পরা লোকগুলো সিডার শহরের অগ্নি নির্বাপক স্বেচ্ছাসেবী।

'কোথায় আগুন লেগেছে?' উত্তেজিত স্বরে চেঁচিয়ে জিজ্ঞেস করল

একজন।

আরও অনেকে বিভিন্ন প্রশ্ন করছে, ওর সামনে দশ-বারোজন লোক জড় হওয়ার পর মুখ খুলল জনসন, গম্ভীর, নিষ্কম্প জোরাল গলায় বলে চলল, 'আগুন লেগেছে বলে ঘন্টি বাজানো হয়নি, লাগবে তাই বাজানো হয়েছে।' লোকগুলোর হাতে লণ্ঠন, মৃদু আলোয় সবার চেহারা দেখল জনসন। ভিড়ের মধ্যে মার্শাল, জাজ বা ডাক্তার নেই। 'আমার যা বলার সংক্ষেপে বলছি, মন দিয়ে শুনবে তোমরা। তোমাদের অনেকের মনেই প্রশ্ন জেগেছে আমি কে, কেন এখানে এসেছি। আজ এসব প্রশ্নের জবাব দেয়ার সময় এসেছে। আমি অ্যারিজোনার স্যান রেমন শহরের মার্শাল ছিলাম। এখানে এসেছি আমার বন্ধু রবার্ট গর্ডনের খুনীকে ট্রেইল করে প্রতিশোধ নিতে। ক্রফোর্ড হচ্ছে সেই খুনী। মর্ডাক তাকে পাঠিয়েছিল রবার্টকে হত্যা করার জন্য।'

ভিড়ের মধ্যে গুঞ্জন উঠল। অবিশ্বাসের সুরে স্টোর কীপার জ্যাক সিমন্স জিজ্ঞেস করল, 'অ্যারিজোনা থেকে অনুসরণ করে এসেছ?'

'হ্যাঁ। কিন্তু আমি স্যান রেমনে লোকটাকে কখনও দেখিনি বলে চিনতে এতদিন লাগল,' সবার চোখে সন্দেহের ছায়া দেখতে পেল জনসন। সন্দেহ আর ভয়। বহুদিন ধরে মর্ডাককে দেখছে লোকগুলো। জানে মর্ডাক কি করেছে এবং কি করতে পারে। জনসন জানে মনে মনে লোকগুলো ওকে দোষ দিচ্ছে শহরের ওপর বিপদ টেনে আনার জন্য।

'আজ রয় গিলক্রিস্ট আর আমি স্টোনিক্রেস্টে গিয়েছিলাম,' আবার বলতে শুরু করল জনসন। 'ওখানে লেবারদের কাজে লাগিয়েছে মর্ডাক প্রসপেক্টরের টানেল খুঁড়ে বিগ হর্সের সমস্ত পানি করোনার ক্রীকে ফেলার জন্য। রিজের এমাথা ওমাথা টানেল খোঁড়া শেষ হয়ে গিয়েছিল লোকগুলোর। আজই হয়তো ডিনামাইট ফাটিয়ে রিজের একটা অংশ বিগ হর্স ক্রীকে ফেলত ওরা বাঁধ দেয়ার জন্য। মর্ডাক চেয়েছিল শহর আর রেগুলেটরদের জমি মরুভূমি হয়ে যাক। সময় মত আমি আর রয় ওখানে পৌঁছে যাওয়ায় ওর পরিকল্পনা ভেস্তে দিতে পেরেছি। এখন মর্ডাক প্রতিশোধ

নেয়ার জন্য শহর আক্রমণ করে বসতে পারে।'

লোকগুলোর গুঞ্জন অসন্তোষের গর্জনে পরিণত হতে শুনল জনসন। শহরের সবাই জানে তাদের ব্যাপারে মর্ডাকের মনোভাব কেমন। রেগুলেটরদের কি হুমকি দিয়েছে সেটাও শুনেছে অনেকে। ওরা বুঝে গেছে জনসন যা বলল সেটা করা মর্ডাকের জন্য অসম্ভব নয়।

হাত তুলে সবাইকে চুপ করতে বলল জনসন। 'তোমরা কি করবে সেটা নিয়ে কথা বলে লাভ নেই। যা করার করে ফেলেছি আমি আর রয়। টানেলের মাঝখানে ডিনামাইট ফাটিয়ে পাহাড় ধসিয়ে দিয়েছি আমরা। কিছু আলগা পাথর পড়ে ক্রীকে একটা বাঁধ মতন হয়েছে, আগামী কাল পর্যন্ত বিগ হর্সে পানির উচ্চতা কম থাকবে। তবে দু'একদিনের মধ্যেই বাঁধ উপচে আগের সমান পানি আসতে শুরু করবে আবার।'

'মর্ডাক আর ক্রফোর্ডের কি হবে?' স্টোর কীপার জিজ্ঞেস করল। চেহারা থেকে অবিশ্বাস, সন্দেহ দূর হয়ে গেছে তার।

'ক্রফোর্ড আমার সাথে গানফাইটে মারা গেছে। লেবাররা স্টোনিক্রেস্ট থেকে ফিরে বক্স জি'তে গেলেই খবরটা জানবে মর্ডাক, কি করবে সে বলা যায় না। তোমাদের শহর পুড়িয়ে দিতে পারে, আবার রেগুলেটরদের ওখানেও ছুটে যেতে পারে। ওকে ঠেকানোর প্রস্তুতি যাতে নিতে পারো সেজন্যেই ঘণ্টি বাজানো হয়েছে।'

জনসনের কথা থামার পরে নীরবতা নামল চারধারে। চিন্তিত ভীত লোকগুলো ভাবছে ভবিষ্যতে কি হতে যাচ্ছে। এই ভয়ের সাথে আর কোনও কিছুর তুলনা করা যায় না। ওরা জানে রয় আর জনসন না ঠেকালে স্টোনিক্রেস্টে ওদের স্বপ্নের কবর হত। কিন্তু এখনও মর্ডাক আসবে শহরে। আসবে নিজ হাতে শহরটা নিশ্চিহ্ন করে দেয়ার জন্য।

জাজ মিচেল কোঁচকানো শার্ট প্যান্টে গুঁজে ব্রিজের ওপর দিয়ে হেঁটে এগিয়ে আসছে, দেখতে পেল জনসন। ভিড়ের ভেতর পথ করে সামনে এসে দাঁড়াল লোকটা। জিভ দিয়ে ঠোঁট ভেজাল, কেশে গলা পরিষ্কার করল, কিন্তু

কোনও কথা বলতে পারল না।

ভয় সংক্রামক জানে জনসন। জাজকে ভয় পেতে দেখে শহরবাসী আতঙ্কিত হয়ে উঠুক চাইছে না সে। লোকগুলো প্রতিরোধ করার সাহস হারালে শহর রক্ষা করার সমস্ত প্রচেষ্টা ব্যর্থ হয়ে যাবে। উঁচু, নিষ্কম্প কণ্ঠে কথা বলে উঠল জনসন, 'মর্ডাকের ভয়ে যদি লেজ গুটিয়ে পালাও শেষ হয়ে যাবে তোমরা। এখনই রুখে দাঁড়ানোর শেষ সময়। এখন যদি পিছিয়ে যাও, দুনিয়ার অন্য কোথাও মেরুদণ্ড সোজা করে দাঁড়াতে পারবে না জীবনে।'

জাজের দিকে স্থির দৃষ্টিতে তাকাল জনসন, কণ্ঠে ব্যঙ্গ মিশিয়ে জিজ্ঞেস করল, 'অন্যদের চেয়ে বেশি ভয় পাওয়ার কোনও কারণ আছে তোমার?'

কেশে গলা পরিষ্কার করল জাজ মিচেল, এবার চেষ্টা করে গলার স্বর বের হলো তার। 'আগুন! আগুন ধরিয়ে দেয়া হচ্ছে বোধহয় ডেভিস ক্লেয়ারের র‍্যাঞ্চে। বেডরুমের জানালা দিয়ে আগুনের শিখা দেখেছি আমি।'

অদম্য ক্রোধ জ্বলে উঠল ভেতরে, গলার কাছে ভারী একটা দলার মত কিছু আটকে আছে বলে মনে হলো জনসনের। লাফ দিয়ে ঘোড়া থেকে নামল সে। তাহলে শুরু করেছে মর্ডাক! উপত্যকায় রেগুলেটরদের ছত্রভঙ্গ করে খুন করবে, তারপর ছুটে আসবে শহরের উদ্দেশে। রাগ না পড়লে শহরটাও আগুনে পুড়িয়ে মাটিতে মিশিয়ে দেবে সে। জেসিকার চেহারা চোখের সামনে দেখতে পেল জনসন। জেসিকাকে খুঁজে পাওয়ার জন্য প্রয়োজনে শহরের প্রতিটা ইট আলাদা করবে মর্ডাক, তারপর···। আর ভারতে পারল না জনসন। যেভাবেই হোক ঠেকাতে হবে উচ্চাকাঙ্ক্ষী উন্মাদ লোকটাকে।

বিশ

ফ্যাকাসে চেহারায় সামনে দাঁড়িয়ে থাকা লোকগুলোর ওপর চোখ বোলাল জনসন, ক্লান্ত কণ্ঠে বলল, 'তোমাদের পথ বেছে নেয়ার সময় এসেছে। পালাবে না লড়বে সিদ্ধান্ত নাও, আমি তোমাদের জোর করব না। এটুকু জানি রয় আর আমি লড়ছি। জাজ আর মার্শালকেও আইনের প্রতিনিধিত্ব করার জন্য থাকতে হবে।'

ঘুরে দাঁড়িয়ে গিলক্রিস্টদের বাড়িটা দেখল জনসন। ওর সামনে দাঁড়িয়ে আছে রয় গিলক্রিস্ট, সামনে দাঁড়ানো লোকগুলোকে দেখছে নির্বিকার চেহারায়।

'মহিলা আর বাচ্চারা তোমার বাসায় থাকবে, জাজ,' ঘাড় ফেরাল জনসন। 'ইটের বাড়িতে সহজে আগুন ধরবে না। তোমরা যারা থাকছ তারা মহিলা, বাচ্চা আর মূল্যবান মালপত্র জাজের বাড়িতে পৌঁছে দাও। রয়, তুমিও যাও, জিনা, বাচ্চা আর জেসিকাকে ওখানে রেখে ফিরে এসো এখানে।'

দু'পা এগিয়ে ভিড়ের মধ্যে দাঁড়ানো জাজের হাত আঁকড়ে ধরল জনসন, শীতল কণ্ঠে বলল, 'চলো, জাজ, মার্শালকে খুঁজে বের করতে হবে। তোমাদের দু'জনের কারণেই এত বাড় বেড়েছে মর্ডাক।'

'জনসন,' পেছন থেকে চেঁচিয়ে ডাকল কে যেন।

ঘুরে তাকাল জনসন, দেখল ব্ল্যাকস্মিথ ক্রিস হ্যারিস ডেকেছে ওকে। নিচু অনিশ্চিত কণ্ঠে লোকটা জিজ্ঞেস করল, 'কি করে বুঝলে আমাদের বিপদ হবেই, তোমার আন্দাজ ভুল নয়?'

'উপত্যকায় আগুন দেখা গেছে জাজকে বলতে শোনোনি?' পাল্টা প্রশ্ন করল জনসন।

'হয়তো কোনও দুর্ঘটনা ঘটেছে। মর্ডাক আগুন ধরিয়েছে তা আমরা নিশ্চিত হব কি করে? তাছাড়া সে শহর আক্রমণ করবে এটাও তো তোমার মুখের কথা,' ক্রিস হ্যারিসের কথায় ভিড়ের মধ্যে থেকে সায় দিল আরও কয়েকজন।

'শহর ছেড়ে পালিয়ো না তোমরা, আমার কথা ঠিক কিনা বুঝতে পারবে।'

জাজের হাত ধরে আবার এগুতে শুরু করল জনসন। 'জনসন সত্যি কথাই বলেছে,' ভিড়ের মধ্যে ঠেলে পথ করে নিতে নিতে চেঁচাল একজন। লোকটার রক্তাক্ত ক্ষত-বিক্ষত চেহারা চিনতে খানিকটা সময় লাগল জনসনের। লেবারদের ফোরম্যানকে দেখে মনে হচ্ছে হাতুড়ি দিয়ে তার সারা মুখ ছেঁচেছে কেউ।

'তুমি এখানে কেন?' জিজ্ঞেস করল জনসন বিস্ময় কাটিয়ে।

'তোমাদের সাবধান করতে এসেছি,' হাসার চেষ্টা করল আহত লোকটা। 'মর্ডাক আমাদের মজুরিও দেয়নি, বলেছে সব দোষ আমাদের। কুকুরের মত আমাকে পিটিয়েছে সে। আমাদের ভাগিয়ে দিয়ে লোকজন নিয়ে অন্য র‍্যাঞ্চগুলোয় গেছে। ক্রুদের বলেছে উপত্যকায় যেন সব গুলি খরচ না করে তারা, সিডার শহর পুড়িয়ে দেয়ার সময়েও অ্যাম্যুনিশন লাগবে।'

'তোমার সাথের লোকজন কোথায়?'

'ভয় পেয়ে চলে গেছে, কিন্তু আমি যাব না। একটা অস্ত্র যোগাড় করে দাও, মর্ডাক আক্রমণ করলে আমি হয়তো তোমাদের কাজে আসব।'

'পাবে। তোমার নাম কি?' জিজ্ঞেস করল জনসন।

'বাড। বাড ওয়াল্টার।'

লোকটার সঙ্গে হ্যাণ্ডশেক করল জনসন। এখানে আসার জন্য ধন্যবাদ জানিয়ে বলল সেলুনে গিয়ে ড্রিঙ্ক নিতে। ফোরম্যান পা টেনে টেনে সেলুনের

দিকে হাঁটতে শুরু করায় ক্রিস হ্যারিসের দিকে তাকাল জনসন। 'তোমার প্রশ্নের জবাব পেয়েছ?'

'একটা প্রশ্নের, হ্যাঁ,' জবাব দিল ব্ল্যাকস্মিথ। 'কিন্তু যদি আমরা শহরে থাকি, মর্ডাকের বিরুদ্ধে জেতার সম্ভাবনা কতটুকু?'

'তোমাদের ওপর ব্যাপারটা নির্ভর করে,' সত্যি কথাই বলল জনসন, 'তোমরা কয়জন লড়বে তার ওপর।'

চোখের সামনে ভিড় পাতলা হতে দেখল জনসন। ক্রিস হ্যারিস, সেলুন কীপার, স্টোর কীপার আর কয়েকজন অপরিচিত লোক দাঁড়িয়ে থাকল শুধু। বাকিরা বাড়ির দিকে ছুটল মালপত্র গোছগাছ করে চলে যাওয়ার জন্য। রয় আর ওকে নিয়ে দশজন গুণে দেখল জনসন। 'যথেষ্ট,' তিক্ত মনে ভাবল সে। জাজ আর মার্শালকে গোণায় ধরেনি, ওর ধারণা কোনও কাজে আসবে না অযোগ্য লোকগুলো।

'বেশ,' শ্রাগ করল জনসন। 'তোমরা জাজের বাড়িতে বউ, ছেলে-মেয়ে রেখে ফিরে এসো। খাবার যতটুকু পারে সঙ্গে নিতে বলবে, ঠিক নেই কতক্ষণ এই অবস্থা চলবে। যাদের অস্ত্র নেই স্টোর কীপের কাছ থেকে যোগাড় করে নাও। সবাই ফিরে এলে আমরা ঠিক করব কি করা উচিত।'

পরিস্থিতির ভয়াবহতা বুঝে লোকগুলো যে যার বাড়ির উদ্দেশে দৌড়াল। মুহূর্তে রাস্তা ফাঁকা হয়ে গেল। জাজের হাত ধরে টানল জনসন। ঝাঁকি দিয়ে হাত ছাড়িয়ে নিল লোকটা, চিন্তিত চেহারায় বলল, 'সব দোষ তোমার।'

'আমিও ভেবেছিলাম তুমি এ-কথা বলবে। নিজের কোনও দোষ খুঁজে পাচ্ছ না? আইনের শাসন ঠিক রাখার জন্য বেতন নিয়ে দায়িত্ব পালনে ব্যর্থ হয়েছ তোমরা—তুমি আর অযোগ্য মার্শাল। দোষ আসলে তোমাদের।'

জনসনের পাশে দ্রুত পায়ে হেঁটে স্টেবলের দিকে রওনা হলো জাজ, কিছুক্ষণ পর লজ্জা ঝেড়ে ফেলে নিচু কণ্ঠে স্বীকার করল, 'তুমি ঠিকই বলেছ, জনসন। আসলে পুরোটাই আমাদের দুর্বলতা, মার্শাল আর আমার দোষেই আজকে এতসব ঘটছে।'

'আমরা বারোজন আছি,' শান্তস্বরে বলল জনসন। 'রেগুলেটররা এলে সংখ্যাটা আরও বাড়বে। বক্স জি'র কাউহ্যাণ্ডদের ঠেকাতে পারব আমরা।'

'কিন্তু আমাদের মধ্যে তুমি ছাড়া আর কেউ লড়তে অভ্যস্ত নয়।'

জবাব দেয়ার প্রয়োজন বোধ করল না জনসন। স্টেবলে পৌঁছে ওরা দু'জন দেখল ঘোড়ায় স্যাডল বাঁধছে হকিন্স। 'কোথায় যাচ্ছ?' জবাবদিহির সুরে জিজ্ঞেস করল জনসন।

'তুমি আমাকে চলে যেতে বলেছিলে,' গোমড়া মুখে বলল হকিন্স, 'চলে যাচ্ছি।'

'আর আমি থাকতে বললে?'

'থাকব,' উজ্জ্বল হয়ে উঠল মার্শালের চেহারা। এতদিনে সত্যিকার একজন নেতা পেয়েছে। হাসি মুখে বলল, 'দেখিয়ে দেব আমিও লড়তে জানি। আসুক না মর্ডাক…'

জনসনের বিরক্ত চেহারায় হাসি ফুটল। 'এই তো আসল মার্শাল, মনে রেখো তুমিই শহরের একমাত্র ল-ম্যান। আজ রাতে আমরা যা কিছুই করব আইনের নামে করব। এখন ঘোড়াটা স্টলে নিয়ে বাঁধো।'

আদেশ মেনে ঘোড়া রাখতে গেল মার্শাল, ফিরে আসার পর জনসন লক্ষ করল ডবল ব্যারেল শটগানটা সাথে নিয়ে এসেছে সে। আঙুল তুলে জাজ আর মার্শালকে রাস্তা দেখাল জনসন। লণ্ঠনের আলোয় আলোকিত হয়ে আছে রাস্তাটা। পুরুষ মানুষরা পরিবার পরিজনদের পৌঁছে দিচ্ছে জাজের বাড়িতে, কাপুরুষরা চলে যাচ্ছে শহর ছেড়ে।

একটা বাচ্চা কেঁদে উঠল। পা মচকে মাটিতে পড়ে যাওয়ায় চেঁচিয়ে উঠল কমবয়সী একটা মেয়ে। বড়দের বেশিরভাগই চুপ করে আছে। বিপদ আর ভবিষ্যতের অনিশ্চয়তার কথা চিন্তা করে সবারই চেহারা ভয়ে মলিন।

বাড়ি ছেড়ে যেতে অনিচ্ছুক এক মহিলা ফুঁপিয়ে কেঁদে উঠল। কান্নার ফাঁকে ফাঁকে বলছে, 'সব কিছুই তো রয়ে গেল, ন্যাপ।' কথা না শুনে হাত ধরে টেনে মহিলাকে নিয়ে চলল তার স্বামী।

'গোটা শহর পুড়িয়ে দেয়ার মত উন্মাদ মনে হয় মর্ডাককে তোমার?' জিজ্ঞেস করল জাজ মিচেল।

মাথা নাড়ল জনসন। 'উন্মাদ না, উচ্চাকাঙ্ক্ষী, লোভী আর নীচ।'

'ঠিক বলেছ,' সায় দিল জাজ, 'মর্ডাক জানে হকিন্স যতদিন মার্শাল আছে আইন নিয়ে ভাবতে হবে না তাকে।'

'আমাকে এসব বলা অন্তত তোমার মুখে মানায় না,' মেয়েলি স্বরে পাল্টা খোঁচা দিল জো হকিন্স।

'এখান থেকে শেরিফের অফিস অনেক দূরে,' মার্শালের কথা কানে যায়নি এমন ভঙ্গিতে বলে চলল জাজ মিচেল। 'জিম গিলক্রিস্ট যখন খুন হলো তখনও শেরিফ তদন্তে আসেনি। সিডার শহর পুড়ে গেলেও আমার মনে হয় না সে আসবে। নতুন শেরিফ অফিসে ঢোকার পর সিডারে কখনোই আসেনি। কাউন্টির অন্যান্য শহরের চেয়ে আমাদের শহর অনেক দূরে, ভোটও কম। শেরিফ নির্বাচনে আমাদের প্রায় কোনও প্রভাবই নেই, কাজেই মুখ রক্ষার জন্য হকিন্সকে ডেপুটি শেরিফের দায়িত্ব দিয়ে পাঠিয়েছে সে। শহরে আর কোনও পুরুষ মানুষ কাজটা নিতে রাজি না হওয়ায় হকিন্সকে আমরা টাউন মার্শালও করেছি।'

গির্জার সামনে থেকে যাওয়া শহরবাসীরা জড় হচ্ছে। ওদিকে এগোল ওরা তিনজন। কেশে গলা পরিষ্কার করে জাজ বলল, 'পুরো শহর পুড়িয়ে দিলে কোনও লাভ হবে না মর্ডাকের, তবে দু'একটা বাড়িতে সে আগুন দিতে পারে আক্রমণের সময়। আমাদের সতর্ক থাকতে হবে।' জনসনের দিকে তাকাল সে। 'জেসিকা বক্স জি'র মালিক। সে যদি লড়াইয়ের সময় কারও ভুলে মারা যায়...'

'তাহলে বক্স জি'র মালিকানা শেষ পর্যন্ত হেলগার হাত ঘুরে মর্ডাক পাবে,' কথাটা শেষ করল মার্শাল।

'ঠিক,' গম্ভীর চেহারায় মাথা ঝাঁকাল জাজ। 'আমি জেসিকাকে বলেছিলাম কয়েকদিন শহরের বাইরে কোথাও থেকে ঘুরে আসতে, কিন্তু

এখন বেশি দেরি হয়ে গেছে।'

'না, দেরি হয়নি,' শুকনো গলায় বলল জনসন, 'আমি দেখব মর্ডাকের হাত যাতে ওকে ছুঁতে না পারে।'

একুশ

গির্জার দেয়ালে ঠেস দিয়ে দাঁড়াল জনসন। একটা সিগারেট ধরিয়ে বাকিদের অপেক্ষায় থাকল। কিছুক্ষণের মধ্যে এসে গেল সবাই। রাস্তায় ওয়্যাগনের চাকার ঘড়ঘড় আওয়াজ শুনতে পাচ্ছে জনসন। চাবুকের শব্দ আর ঘোড়ার হ্রেসাধ্বনি শহর থেকে দূরে চলে যাচ্ছে। অনেকেই যাচ্ছে পায়ে হেঁটে। দু'হাত আর পিঠে জীবনের সমস্ত মূল্যবান সঞ্চয় নিয়ে।

জনসন বুঝতে পারছে লোকগুলোকে চলে যেতে দেখে অস্বস্তিতে পড়ে গেছে ওর সামনে দাঁড়ানো শহরবাসীরা। রাগ, ভয় আর সন্দেহের ছায়া ফুটেছে সবার চেহারায়, হয়তো ভাবছে সময় থাকতে শহর থেকে পরিবার সহ সরে পড়বে কিনা।

দেরি না করে এক পা সামনে বাড়ল জনসন, আঙুল তুলে স্টোর কীপ আর ব্ল্যাকস্মিথকে বলল, 'তোমরা দু'জন ব্রিজের কাছে লুকিয়ে থাকবে, শহরে কেউ ঢুকলে দুটো ফাঁকা গুলি ছুঁড়ে আমাদের সতর্ক করবে। খুন করে বোসো না আবার, রেগুলেটরদের আসার কথা আছে।'

স্টোরকীপ আর ক্রিস হ্যারিস দায়িত্ব পালনে চলে যাবার পর জনসন বাকিদের দিকে তাকাল। 'তোমরা ছায়ার আড়ালে থেকে রাস্তাগুলোয় টহল দাও। আমার নির্দেশ না পেলে কেউ গুলি চালাবে না। মার্শাল আর জাজ

এখানেই থাকবে।' হকিন্সের চোখে চোখ রাখল সে। 'আজ সকালের আগেই পঞ্চাশ বছরের জন্য মর্ডাককে জেলে ভরার মত প্রমাণ হাতে পেয়ে যাবে যদি তাকে গ্রেফতার করতে পারো। মার্শালের চাকরি টিকিয়ে রাখার এটাই তোমার শেষ সুযোগ।'

জো হকিন্স চুপ করে থাকলেও ভিড়ের মধ্যে কে যেন হেসে উঠে বলল, 'মর্ডাককে মার্শাল গ্রেফতার করবে এর চেয়ে মজার কৌতুক জীবনে কখনও শুনেছি বলে মনে পড়ে না।'

পকেটের ওপর থেকে মার্শালের ব্যাজটা খুলে মাটিতে ছুঁড়ে ফেলে দিল হকিন্স, বলল, 'জাজ আছে এখানে, আমার বদলে চাকরিটা তোমরা নিয়ে কে কি করতে পারো দেখাও।'

জবাব দিল না কেউ। হকিন্স আর জাজকে গির্জার সামনেই থাকতে বলে বাকিদের তাড়া দিল জনসন। তারপর বুড়ো রয়ের উদ্দেশে বলল, 'চলো, ক্রীকের ওপাশ থেকে ঘুরে আসি।'

ব্রিজ পেরিয়ে জাজ মিচেলের বাড়িতে গেল ওরা দু'জন। জানালায় আলো দেখে বোঝা যাচ্ছে প্রতিটা ঘরে লণ্ঠন জ্বলছে। পোর্চে রাইফেল হাতে দাঁড়িয়ে আছে জেসিকা। সে জিজ্ঞেস করল আগন্তুকদের পরিচয়।

'আমি আর রয়,' জবাব দিল জনসন। ওরা দু'জন পোর্চে ওঠার পরে দেয়ালে রাইফেলটা ঠেস দিয়ে নামিয়ে রাখল জেসিকা। চাঁদের আবছা আলোয় ওর চেহারা দেখতে পেল না জনসন, শ্বাস প্রশ্বাসের শব্দ শুনতে পেল। জেসিকা সতর্ক আছে দেখে খুশি হলো সে। বুড়োর উদ্দেশে বলল, 'দু'একটা ছাড়া বাকি লণ্ঠনগুলো নিভিয়ে দিতে বলো, রয়। ভেতরে গিয়ে দেখো জানালার সামনে যাতে কেউ না থাকে। সবার জন্য খাবার তৈরি করতে বলতে ভুলে যেয়ো না, মর্ডাকের জন্য কতক্ষণ আমাদের অপেক্ষা করতে হবে কে জানে।'

কিছুক্ষণ পর রয় এসে জানাল ঘোড়ামুখো মিসেস মিচেল খাবার তৈরিতে লেগে গেছে। জেসিকার দিকে তাকাল জনসন, 'রয় এখানেই থাকবে। খাবার

তৈরি হলে ওকে দিয়ে খবর জানিয়ো, লোক এসে নিয়ে যাবে।'

পোর্চ থেকে নামল জনসন, ব্রিজের দিকে হাঁটতে হাঁটতে চিন্তা করল। শহরটা রক্ষা করা যাবে এখন আর ততটা নিশ্চিত নয় সে। মর্ডাকের লোকরা যদি আলাদা হয়ে শহরে ঢুকে পড়ে ঠেকানো যাবে না ওদের। দু'একটা বাড়িতে আগুন ধরিয়ে দিলেই দায়িত্ব ভুলে নেভাতে ছুটবে সবাই, অরক্ষিত হয়ে পড়বে পুরো শহর।

ব্রিজ পেরিয়ে নিঃশব্দে ছায়ায় মিশে শহরটা প্রদক্ষিণ করে এল জনসন। মাঝে মাঝে থেমে কান পেতে অস্বাভাবিক শব্দ শোনার চেষ্টা করল। একবারও প্রহরীদের চোখে ধরা পড়ল না সে। বুঝতে পারল শহর আক্রমণ করা মর্ডাকের জন্য কত সহজ।

আরও অন্তত একঘণ্টা আগেই রেগুলেটরদের চলে আসার কথা ছিল শহরে। ভুরু কুঁচকে উপত্যকার দিকে তাকাল জনসন, ওদিকের আকাশে কমলা রঙের আগুনের আভা দেখে বুঝতে পারল কি ঘটেছে। আবার ফিরে এল ব্রিজের কাছে। নিরাপদ জায়গা বেছে দাঁড়িয়ে গলা চড়িয়ে বলল, 'আমি জনসন। তোমরা কোথায়?'

'রেগুলেটররা এখনও আসছে না কেন?' রাস্তার উল্টোদিকে স্টোরের পেছন থেকে জিজ্ঞেস করল একজন।

জবাব দিল না জনসন। রাস্তার দু'পাশ থেকে কথা বলে উঠল আরও দু'জন। লোকজন পাহারায় আছে, পালিয়ে যায়নি বুঝে গির্জার দিকে ফিরে চলল সে। 'খাবার তৈরি,' দূর থেকে রয়ের গলা ভেসে এল। হোটেলের সামনে দু'জনকে পেয়ে তাদের খাবার নিয়ে আসতে পাঠিয়ে দিল জনসন।

পালা করে খেয়ে যার যার জায়গায় অনেকক্ষণ হলো ফিরে গেছে লোকগুলো। স্টোরের সামনে দাঁড়িয়ে পুবের আকাশ দেখল জনসন, এখনও সূর্যোদয়ের কোনও আভাস দিগন্তে নেই। ফাঁকা পড়ে আছে পরিত্যক্ত সিডার শহর, সতর্ক

প্রহরায় সময় গুনছে ওরা কয়েকজন মানুষ।

ওকে চমকে দিয়ে রাতের নিস্তব্ধ পরিবেশ ভেঙে গর্জে উঠল একটা রাইফেল। সিক্সগান হাতে ব্রিজের দিকে ছুটল জনসন। রেগুলেটররা এলে দুটো গুলির শব্দ হওয়ার কথা। তাহলে কি শেষ হলো ওদের দীর্ঘ প্রতীক্ষা, দলবল নিয়ে মর্ডাক হাজির?

ব্রিজের সামনে নিঃসঙ্গ অশ্বারোহীকে দেখতে পেল সে চাঁদের আবছা আলোয়। মর্ডাক বা তার লোকজন কিনা সেটা নিশ্চিত হওয়ার আগেই বোধহয় গুলি চালিয়েছে আতঙ্কিত প্রহরীদের একজন। লোকটার স্যাডলে বসার ভঙ্গি অস্বাভাবিক লাগল জনসনের কাছে। স্টোরকীপ আর ক্রিস হ্যারিসকে গুলি ছুঁড়তে নিষেধ করে দ্রুত পায়ে এগিয়ে ঘোড়াটার দড়ি ধরল সে। কাছ থেকে দেখে চিনতে পারল লোকটা রেগুলেটরদের প্রেসিডেন্ট ডেভিস ক্লেয়ার।

বুকের ওপর মাথা ঝুঁকে পড়েছে ক্লেয়ারের,নড়বড় করছে ঘাড় ভাঙা পুতুলের মত। একহাতে লাগাম ধরে আছে, রক্তাক্ত বামহাতটা ঝুলছে অসাড়। আড়াল ছেড়ে বেরিয়ে এল জ্যাক সিমন্স আর ক্রিস হ্যারিস। 'আমি ক্লেয়ারকে হোটেলে নিয়ে যাচ্ছি, তোমাদের একজন ডাক্তারকে ডেকে নিয়ে এসো,' নির্দেশ দিল জনসন।

সাবধানে ঘোড়া থেকে ক্লেয়ারকে নামাল সে। বাচ্চা ছেলেকে পাঁজাকোলা করে ওঠানোর মত অনায়াসে লোকটাকে কনুইয়ের ভাঁজে তুলে দ্রুত পায়ে এগোল হোটেলের দিকে। লবিতে চামড়া মোড়া সোফায় প্রায় অজ্ঞান ক্লেয়ারকে নামিয়ে রেখে একটা লণ্ঠন খুঁজে ধরাল, জানালাগুলোর পর্দা টেনে দিল যাতে বাইরে আলো না যায়।

'ওরা আমাদের অপ্রস্তুত অবস্থায়...' ফিসফিস করল ক্লেয়ার।'

'কথা বলে শক্তি নষ্ট কোরো না, ডাক্তার পৌঁছার আগ পর্যন্ত বিশ্রাম নাও।'

দুর্বল ভঙ্গিতে মাথা নাড়ল আহত ক্লেয়ার। 'আমাদের ছ'জনের ওপরে ঝাঁপিয়ে পড়ল ওরা...আমাকে গুলি করে বাড়িঘর পুড়িয়ে দিয়েছে।'

মাতাল ডাক্তারকে নিয়ে কিছুক্ষণ পর ফিরে এল ক্রিস হ্যারিস আর লেবারদের ফোরম্যান। দরজার চৌকাঠে পা বেধে পড়ে গেল ম্যাকনামারা। পড়েই থাকল, নড়তে চাইছে না। গোঙানোর ফাঁকে ফাঁকে গাল দিচ্ছে কাকে যেন।

'জাজের বাড়িতে গিয়ে এক জগ গরম কফিসহ জেসিকাকে এখানে আসতে বলো। বলবে ডাক্তারের জন্য,' ব্ল্যাক স্মিথকে নির্দেশ দিল জনসন। সশস্ত্র ফোরম্যানকে বলল ব্রিজের কাছে পাহারায় থাকতে। লোক দু'জন দৌড়ে বেরিয়ে যাওয়ার পর একটা চেয়ার টেনে ক্লেয়ারের সামনে বসল। ভাবছে হাতটা কেটে ফেলতে হলে র‍্যাঞ্চিঙ করবে কি করে ক্লেয়ার; খাবে কি। ক্রোধ উথলে উঠল ওর ভেতরে। সেদিনই মর্ডাককে শেষ করে দেয়া উচিত ছিল, বেঁচে থাকার কোনও অধিকার নেই তার।

মিনিট পনেরো পরে ধূমায়িত কফির জগ হাতে হোটেলের লবিতে ঢুকল জেসিকা। সময় নষ্ট না করে পড়ে থাকা ডাক্তারের পাশে বসে কাজ শুরু করে দিল। নরম সুরে সর্বক্ষণ কথা বলছে ডাক্তারের সাথে। তার চাপাচাপিতে উঠে বসল ম্যাকনামারা, প্রতিবাদ করলেও তাকে প্রচুর কফি গিলিয়ে ছাড়ল জেসিকা।

জনসন একদৃষ্টিতে লক্ষ করল ওকে। ঋজু হয়ে বসেছে মেয়েটা, কথায় রাগের ছিটেফোঁটাও প্রকাশ পাচ্ছে না। বেশির ভাগ মেয়েদের মত অবিবেচক নয় জেসিকা, যে যেমন তাকে সেভাবেই মেনে এবং মানিয়ে চলার বুদ্ধি রাখে মাথায়। অবুঝের মত আচরণ করলেও ডাক্তারের সাথে একবারও তিরস্কারের সুরে কথা বলেনি এ পর্যন্ত, ধৈর্যের সাথে নিজের কাজ আদায় করে নিচ্ছে।

জেসিকা চোখ তুলে দেখল মুগ্ধদৃষ্টিতে তাকিয়ে আছে জনসন, চেহারা থেকে কাঠিন্য দূর হয়ে যাওয়ায় বাচ্চা ছেলের মত সরল লাগছে মানুষটাকে দেখতে। লজ্জায় লাল হয়ে গেল জেসিকার দু'গাল, চোখ নামিয়ে নিল সে।

উঠে দাঁড়াল জনসন। 'তুমি একা সামলাতে পারলে চলে যাই তাহলে। মর্ডাক যে কোনও সময়ে আসতে পারে, আমার বাইরে থাকা উচিত।'

মাথা ঝাঁকাল জেসিকা। 'সাবধানে থেকো,' দরজা দিয়ে বেরনোর আগে জেসিকার মৃদুকণ্ঠ শুনতে পেল জনসন। বাইরে এসে পুবাকাশ দেখল। দিগন্তে ধূসর রেখা ফুটেছে, লম্বা একটা ক্লান্তিকর রাত শেষ হতে চলল।

রাস্তা ধরে ব্রিজের দিকে কিছুদূর এগুনোর পরে একটা ছুটন্ত ঘোড়ার খুরধ্বনি শুনতে পেল জনসন। তারপর থেমে গেল শব্দটা, এক লোক চেঁচিয়ে বলল, 'জনসন কোথায়, জনসনের সাথে কথা বলব আমি।'

নিঃশব্দ রাস্তায় জনসনের বুটের শব্দ জোরাল শোনাল। ব্রিজের কাছাকাছি পৌঁছে লোকটাকে দেখতে পেল সে। বোধহয় রেগুলেটরদের কেউ না, ব্রিজের এপাড়ে আসার ঝুঁকি নেয়নি, লোকজন রাইফেল হাতে পাহারায় থাকবে বুঝতে পেরে বেশ খানিকটা দূরে ঘোড়া থামিয়েছে।

'তোমার সাথে কয়জন আছে?' ব্রিজের রেলিঙের আড়ালে দাঁড়িয়ে জিজ্ঞেস করল জনসন।

'কেউ না, আমি একা।'

'তাহলে হাত তুলে এগিয়ে এসো, চালাকি করতে গেলে খুন হয়ে যাবে।'

'মর্ডাক তোমাকে ডেকেছে। কথা বলতে চায়।' এগিয়ে আসার কোনও লক্ষণ দেখা গেল না আগন্তুকের ভেতর। 'তুমি না গেলে রেগুলেটরদের বাড়িঘরের মত শহরটাও পুড়িয়ে দেয়া হবে।'

কিছুক্ষণ চুপ করে ভাবল জনসন। শহর ছেড়ে বেরনো আর মৃত্যুকে আলিঙ্গন করা একই কথা। মর্ডাকের সাথে দেখা করতে গেলে একটাই ভাল কাজ হবে, নিজে মরার আগে মর্ডাককে শেষ করতে পারবে সে। তবু জেসিকা আর শহরটাকে একসাথে রক্ষা করার এটাই হয়তো একমাত্র পথ। সিদ্ধান্ত নিয়ে ফেলল জনসন, স্টোরকীপের উদ্দেশে ভারী কণ্ঠে বলল, 'সিমস, আমার ঘোড়াটা স্টেবল থেকে নিয়ে এসো।'

জনসন শুনতে পেল পেছনে ফিসফিস করে কথা বলছে কয়েকজন, তারপর দীর্ঘক্ষণের নীরবতা ভাঙল চার পাঁচটা ঘোড়ার খুরধ্বনি। ঘাড় ফিরিয়ে জনসন দেখল জাজ আর মার্শাল সহ আরও কয়েকজন সশস্ত্র লোক এগিয়ে আসছে।

'শহর ছেড়ে বেরলে ওরা তোমাকে খুন করবে,' লোকগুলো ওর চার পাশ ঘিরে ঘোড়া থামানোর পর জাজ বলল উত্তেজিত স্বরে। 'আমরা তোমাকে যেতে দেব না।'

'আমি না গেলে মর্ডাক শহর আক্রমণ করবে। তা-ই চাও?'

চুপ করে গেল সবাই। কিছুক্ষণ পর স্টোরকীপার ইতস্তত করে বলল, 'কাউকে মৃত্যুর মুখে ঠেলে দেয়ার চেয়ে বিপদ মোকাবেলা করলে নিজেদেরকে মানুষ মনে হবে আমাদের।' সবাইকে একনজর দেখে নিল সে। 'তোমরা কি বলো, নিজেদের চামড়া বাঁচাতে মর্ডাকের হাতে ওকে তুলে দেয়া আমাদের উচিত হবে?'

কথা বলল না কেউ। 'একজন আমার ঘোড়াটা নিয়ে এসো,' আবার নির্দেশ দিল জনসন স্টোরকীপারকে।

'কি করবে তোমরা ঠিক করো,' নীরবতা ভাঙল জাজ। 'জনসন একবার টানেল ধসিয়ে দিয়ে শহরটা রক্ষা করেছে কথাটা ভুলে যেয়ো না।'

নিজেদের মধ্যে ফিসফিস করে আলাপ করল লোকগুলো। একটু পরই প্রত্যেকের গলা আলাদাভাবে শুনতে পেল জনসন। সবার মূল বক্তব্য একই—জনসনকে একা বিপদের মোকাবেলা করতে দেয়া যাবে না। মরলে ওরা সবাই একসাথে লড়ে মরবে।

বক্স জি'র রাইডারের দিকে তাকাল জনসন। 'ফিরে গিয়ে সবাইকে বোলো এখানে এলে মর্ডাককে খুন করব আমি, পালাবার জন্যে নিজেদের ঘোড়া যেন তৈরি রাখে ওরা।'

কোনও কথা না বলে যেদিক থেকে এসেছিল ঘোড়ার মুখ ফিরিয়ে সেদিকে ছুটল বক্স জি রাইডার। লোকটা চোখের আড়ালে চলে যাওয়ার পর জনসন বলল, 'রুখে দাঁড়ালে ঠিকই ওদের ঠেকিয়ে দিতে পারবে তোমরা।'

লোকজনকে পাহারায় রেখে হোটেলে ফিরে এল সে, দেখল ডাক্তারকে জেসিকা সুস্থ করে তুলেছে। লোকটা এখন ছুরি হাতে কসাইয়ের মত চেহারা করে দাঁড়িয়ে আছে আহত ক্লেয়ারের সামনে। পদশব্দে ঘাড় ফিরিয়ে তাকাল সে, জনসনের উদ্দেশে বলল, 'মিস গর্ডন অস্ত্রোপচারের সময় এখানে থাকলে ভয় পাবে। তুমি বরঙ ওকে বাড়ি পৌঁছে দেয়ার পথে ব্ল্যাকস্মিথকে পাঠিয়ে দিয়ো, লোকটা আগেও আমার সাথে কাজ করেছে।'

মাথা ঝাঁকিয়ে জেসিকার হাত ধরে লবি থেকে পোর্চে নামল জনসন, কয়েক কদম এগিয়ে টহলরত হ্যারিসকে দেখতে পেয়ে তাকে পাঠিয়ে দিল ডাক্তারের কাছে।

বাইশ

জেসিকার পাশে পোর্চে দাঁড়িয়ে অন্ধকারে চোখ বোলাল জনসন। রয়ের উড ইয়ার্ডে আগুনের আভা দেখতে পেয়েছে বলে মনে হলো। আরও কিছুক্ষণ তাকিয়ে থাকল সে ওদিকে, তারপর ভাবল ভুল দেখেছে।

এখনও আসছে না কেন মর্ডাক, নাকি রাগ সামলে র‍্যাঞ্চে ফিরে গেছে। মাথা নাড়ল জনসন আপন মনে। মাঝপথে থেমে যাওয়ার লোক না মর্ডাক। হয়তো দেরি করে শহরে থেকে যাওয়া লোকগুলোর মনোবল নষ্ট করে দিতে চাইছে। এমনও হতে পারে ক্রুদের সাথে মতবিরোধ দেখা দিয়েছে তার।

'তোমার বাবার সময় যে ক্রুরা ছিল মর্ডাকের সাথেও কি তারাই আছে?' জেসিকার কাছে জানতে চাইল জনসন।

'দু'একজন,' জবাব দিল জেসিকা। 'বাকিরা সবাই নতুন। বাবার মৃত্যুর পরে পুরানো লোকদের বরখাস্ত করে নিজের লোক ঢুকিয়েছে মর্ডাক।'

ক্রীকের তীরে দাউ দাউ করে জ্বলে ওঠা একটা কাঠের বাড়ি জনসনের মনোযোগ কেড়ে নিল। আগুনের লালচে আভা নাচছে আকাশে, অনেকদূর পর্যন্ত আলো ছড়াচ্ছে। দ্রুত গতিতে আগুন ছড়িয়ে পড়ল পুরো বাড়িটাতে। দেখে বোঝা যাচ্ছে কেরোসিন তেল ব্যবহার করা হয়েছে।

তাহলে আক্রমণ শুরু করেছে মর্ডাক! দলবল নিয়ে ছুটে আসার আগে একজনকে পাঠিয়ে দিয়েছে আগুন ধরিয়ে শহরবাসীদের আতঙ্কিত করে তোলার জন্য। জনসন আগেই ভেবেছ মর্ডাক এ-কাজ করলে কি হতে পারে। পুরো শহরে আগুন লেগে যাবে এই ভয়ে মর্ডাকের কথা ভুলে রাইফেল ফেলে বেলচা আর পানির বালতি হাতে ছুটে আসবে লোকগুলো, প্রতিরক্ষাহীন হয়ে যাবে শহরটা।

দৌড়ে এগোল জনসন। জ্বলন্ত বাড়িটার কাছাকাছি পৌঁছে দেখল ওর অনুমান সঠিক। রাইফেল ফেলে আগুন নেভাতে ছুটে আসছে সবাই। 'বাড়িটা পুড়তে দাও, বাতাস অন্যদিকে বইছে, পুরো শহরে আগুন লাগবে না,' গায়ের জোরে চেঁচাল জনসন। 'যার যার জায়গায় ফিরে যাও, মর্ডাক চাইছে আগুন নেভাতে গিয়ে সময় নষ্ট করো।'

ওর কথা কারও কানে ঢুকেছে বলে মনে হলো না জনসনের। আতঙ্কিত চেহারায় চোখ বড় বড় করে ছুটছে লোকগুলো আগুন নেভাতে। জনসনকে ধাক্কা দিয়ে পথ থেকে সরিয়ে আগুনের কাছে পৌঁছে গেল তারা, কোদাল দিয়ে রাস্তার ধুলো তুলে ছুঁড়ে দিতে লাগল বাড়িটার জ্বলন্ত দেয়াল লক্ষ্য করে।

দ্রুত বেগে ছুটে আসছে আট-দশটা ঘোড়া, আগুনের চড় চড় শব্দ ছাপিয়ে উঠেছে ঘোড়ার খুরের শব্দ। পায়ের তলার মাটিতে মৃদু কম্পন অনুভব করল জনসন, পেছনে হোটেলের দিক থেকে জেসিকার আর্তচিৎকার শুনতে পেল। জিতে গেছে মর্ডাক। রেগুলেটরদের বাড়িঘর পুড়িয়ে দিয়ে

এসেছে লোকটা, এখন পোড়াবে সিডার শহর। তারপর সকাল হলে মেসার উপর থেকে গর্বভরে দেখবে পোড়া শহরটা ছেড়ে উদ্বাস্তুর মত চলে যাচ্ছে পরাজিত, ভীত শেষ কয়জন বিদ্রোহী। তাদের মধ্যে জেসিকা, জিনা, রয় বা জনসন থাকবে না, থাকবে না ছোট্ট জনসনও। ফিরে এসে ক্ষতির কারণ হতে পারে এমন কাউকে মর্ডাক জীবিত রাখবে না।

হোলস্টারের কাছে নেমে এল ওর হাত, ডানদিকে ব্রিজের দিকে তাকিয়ে থাকল একদৃষ্টিতে। উত্তরে, ওদিক থেকেই ব্রিজ পেরিয়ে শহরে ঢুকবে মর্ডাক আর বক্স জি'র রাইডাররা।

'জনসন!' চেঁচিয়ে ডাকল জেসিকা, 'রাস্তা থেকে সরে যাও!'

ঘাড় ফিরিয়ে ফাঁকা দৃষ্টিতে জেসিকার দিকে তাকাল জনসন, নড়ল না একচুল। বুঝতে পারছে আর কিছু করার নেই, মর্ডাক জিতে গেছে, কখনোই আর রবার্ট হত্যার বিচার হবে না।

হোটেলের দিক থেকে জেসিকাকে দৌড়ে আসতে দেখল জনসন। একটা গুলিও না ছুঁড়ে ব্রিজ পেরিয়ে ঢুকে পড়ল মর্ডাকের অশ্বারোহী বাহিনী, ওখানে ওদের বাধা দেয়ার জন্য কেউ নেই। জনসনের বুকে ঝাঁপিয়ে পড়ল জেসিকা, অশ্রুসজল চোখে ফিসফিস করে বলল, 'পাগল হয়ে গেছ তুমি, এখানে মরার জন্য একা দাঁড়িয়ে আছ কেন...'

'হ্যাঁ, আমি পাগল হয়ে গেছি,' হাসার চেষ্টা করল জনসন, হোটেলের উদ্দেশে দৌড়াল জেসিকাকে পাঁজাকোলা করে তুলে নিয়ে। হোটেলের বারান্দায় ওকে নামিয়ে দিয়ে বলল, 'ভেতরে যাও, যাই ঘটুক বাইরে আসবে না।'

ছায়ায় মিশে ব্রিজের দিকে এগুলো সে, পেছন ফিরে তাকাল না। নিশ্চিত জানে জেসিকা ওর কথা রাখবে। হোটেলের ভেতর থেকে আর্তনাদ শুনতে পেল জনসন। গলাটা জেসিকার না, ডাক্তারের খপ্পরে পড়ে গলা ফাটিয়ে চেঁচাচ্ছে আহত ডেভিস ক্লেয়ার। অমানুষিক জান্তব চিৎকারে গায়ের রোম দাঁড়িয়ে গেল জনসনের, শীতল ক্রোধে ফুটতে শুরু করল রক্ত।

চিৎকার করে উঠল কেউ একজন। হোটেল পেরিয়ে রাস টেনে ঘোড়ার মুখ ফেরাল মর্ডাক আর তার সঙ্গীরা। মর্ডাকের কর্কশ মোটা কণ্ঠস্বর শোনা গেল আগুন নেভাতে ব্যস্ত লোকগুলোর কথা ছাপিয়ে। 'জনসনকে খুঁজে বের করো, যে তাকে খুন করবে এক হাজার ডলার পাবে।'

ছড়িয়ে পড়তে শুরু করল অশ্বারোহীরা। হোটেলেও খুঁজবে ওরা। ওখানে জেসিকাকে পেয়ে যাবে, তারপর? জোর খাটিয়ে রাস্তায় বেরিয়ে আসার ইচ্ছে দূর করল জনসন। সে মারা গেলে জেসিকার কোনও উপকার হবে না, তার চেয়ে উপযুক্ত সময়ের জন্য অপেক্ষা করা ভাল। কাছাকাছি কোথাও আছে রয় গিলক্রিস্ট, তার সাহায্য পেলে সুযোগ একটা মিলতেও পারে।

আবার মর্ডাকের গলা কানে এল জনসনের। আগুন নেভাতে ব্যস্ত শহরবাসীর ওপর দু'জনকে নজর রাখার নির্দেশ দিল সে।

দূরে গর্জে উঠল কিছু একটা। জনসন দেখল বিস্মিত চেহারায় মুখ চাওয়াচাওয়ি করছে মর্ডাকের সঙ্গীরা। হোটেলের কোণের ছায়ায় সরে এসে দাঁড়াল জনসন। আওয়াজটা বাড়ছে। অনেকটা দূরাগত বজ্রপাতের মত, কিন্তু আরও ধাতব। মেসা থেকে কোনও বড় পাথর গড়িয়ে নামছে? উত্তর দিকে তাকাল জনসন, অন্ধকারে কিছু দেখতে পেল না দিগন্তে ভোরের ধূসর রেখা ছাড়া।

হোটেলের ভেতর আবার আর্তনাদ করে উঠল ডেভিস ক্লেয়ার।

'হাঁ করে দাঁড়িয়ে থেকো না, বদমাশের দল,' হতচকিত বক্স জি রাইডারদের উদ্দেশে চেঁচাল মর্ডাক। 'খুঁজে বের করো জনসনকে। দেরি করলে গাধাগুলো আগুন নিভিয়ে ফেলবে।'

সংবিৎ ফিরে পেয়ে আবার নড়ে উঠল মর্ডাকের লোকজন। জনসন তাকিয়ে দেখল আগুন নিয়ন্ত্রণে এনে ফেলেছে ক্রিস হ্যারিস, জ্যাক সিমন্সের দল। বেলচা হাতে রাস্তায় দাঁড়িয়ে আছে কয়েকজন। তাদের পেছনে নিভন্ত আগুনে হিসহিস শব্দে বাষ্প উঠছে বাকিরা বাকেট ভর্তি পানি ছুঁড়ে

দেয়ায়।

আগুন নিভে আসায় আবার আঁধার হয়ে গেছে রাস্তাটা। আলাদা করে কাউকে চেনা যাচ্ছে না। 'লারসেন, আরেকটা বাড়িতে আগুন দাও,' চেঁচিয়ে নির্দেশ দিল মর্ডাক।

দল থেকে একটা ঘোড়া আলাদা হতে দেখল জনসন, আরোহীকে লক্ষ্য করে একবার আগুন ঝরাল ওর সিক্সগান। স্যাডল থেকে ছিটকে মাটিতে আছড়ে পড়ল লোকটা। ঝটকা দিয়ে জনসনের দিকে ফিরল মর্ডাক সহ সবক'জন ঘোড়সওয়ার, আন্দাজে এক পশলা গুলি ছুঁড়ল অন্ধকারে। পুব দিগন্তে ধূসর রেখাটা চওড়া হতে শুরু করেছে, ছাই রঙা আকাশ শহরের ওপর আবছা আলো ছড়াল।

দেয়ালের কোণে আড়ালে দাঁড়িয়ে জনসন বুঝতে পারল ওর পরিকল্পনা উল্টোপাল্টা হয়ে গেছে। শহর রক্ষায় যাদের পাহারায় থাকার কথা ছিল তারা এখন রাস্তার পাশে দাঁড়িয়ে আছে বেলচা আর বাকেট হাতে। ধারেকাছে কোথাও রয় গিলক্রিস্টকে দেখা যাচ্ছে না। হোটেলে আটকে পড়েছে জেসিকা। একা সবার বিরুদ্ধে লড়ে খুন হয়ে যাওয়া ছাড়া জনসনের সামনে আর কোনও পথ খোলা নেই।

দলের লোকজন মর্ডাককে ঘিরে রেখে এগোচ্ছে জনসনের দিকে। ভাবভঙ্গি দেখে মনে হলো ইচ্ছের বিরুদ্ধে কাজটা করছে তারা। দূরের সেই গর্জন কাছে চলে আসছে, ভয়ঙ্কর আক্রোশে হুঙ্কার ছাড়ছে যেন হাজার ড্রাগন। হঠাৎ শব্দটা কিসের বুঝতে পেরে ব্রিজের দিকে তাকাল জনসন। রয় গিলক্রিস্টের স্টিম ট্রাক্টরটাকে দেখতে পেল। চিমনি দিয়ে বিশ ফুট উঁচু ধোঁয়ার কুণ্ডলী আর কয়লার আগুনের ফুলকি তুলে সগর্জনে এগিয়ে আসছে দানবটা। একবার হুইসল বাজাল রয়। জোরাল শিসের শব্দে জনসনের মনে হলো কানের পর্দা ফেটে যাবে।

ব্রিজের ঢাল বেয়ে নামার সময় গতি বেড়ে গেল ট্রাক্টরের। বড় রাস্তা ধরে দশ মাইল গতিতে এগুলো ওটা মর্ডাকের সঙ্গীদের লক্ষ্য করে। ভয় পেয়ে

পিছিয়ে যাওয়ার চেষ্টা করল অস্থির ঘোড়াগুলো। দু'হাতে লাগাম টেনে ধরে জন্তুগুলোকে নিয়ন্ত্রণে রাখার চেষ্টা করল রাইডাররা।

সুযোগ বুঝে রাস্তা পার হয়ে যার যার ফেলে আসা রাইফেল সংগ্রহ করতে দৌড়াল শহরের পুরুষরা। প্রচণ্ড গর্জন তুলে অমোঘ নিয়তির মত ছুটে আসছে রয়ের ট্রাক্টর। হুইসলের জোরাল শব্দে কাঁপছে জীর্ণ বাড়িগুলোর জানালার কাঁচ।

বয়লারের আড়ালে বসে আছে রয়। এই মুহূর্তে বুড়োকে কেমন দেখাচ্ছে আন্দাজ করতে পারল জনসন। বাচ্চা ছেলের শয়তানি হাসি ঠোঁটে, চোখে কৌতূকের ঝিলিক, কিন্তু মনে তার জ্বলছে প্রতিশোধের আগুন। আজ পুত্র হত্যার শোধ নেয়ার সুযোগ পেয়েছে বুড়ো গিলক্রিস্ট, মর্ডাককে ছাড়বে না সে।

চার পা ছুঁড়ে বক্স জি রাইডারদের পিঠ থেকে ঝেড়ে ফেলে দিতে চেষ্টা করছে ঘোড়াগুলো পিছিয়ে যাওয়ার ফাঁকে ফাঁকে। স্যাডলে উটকো লোকগুলো চেপে বসে বাধা না দিলে বহু আগেই এই তল্লাট ছেড়ে হাওয়া হয়ে যেত ওরা।

সামলাতে না পেরে উড়ে গিয়ে হোটেল বারান্দার থামের সাথে মাথা ঠুকল একজন বক্স জি রাইডার। পড়েই থাকল লোকটা। নড়ছে না আর। নড়বেও না কোনদিন। আরেকজন পিছলে স্যাডল থেকে মাটিতে পড়ল। মুহূর্তে ঘোড়ার খুরের আঘাতে ভর্তা হয়ে গেল লোকটা, মরণ চিৎকার থেমে গেল মাঝপথে।

মার্শাল আর জাজের নেতৃত্বে ব্রিজের দিক থেকে রাইফেল হাতে এগিয়ে আসতে শুরু করেছে ছ'সাতজন। কয়েকজন রেগুলেটরের একটা দল এই মাত্র ব্রিজ পেরল। শেষবারের মত হুইসল বাজিয়ে বন্ধ হয়ে গেল ট্রাক্টরের এঞ্জিন। দ্বিধান্বিত বক্স জি রাইডারদের ওপর গুলি ছুঁড়তে শুরু করল জাজ মিচেলের সাথের লোকরা।

বক্স জি'র রাইডাররা পালাতে শুরু করলেও মর্ডাক নিজের মাথা ঠাণ্ডা

রেখেছে। ঘোড়া সহ পিছাতে পিছাতে রিভলভার বের করল সে। গুলি করল ট্রাক্টর লক্ষ্য করে। বয়লার ফুটো হয়ে যাওয়ায় তীক্ষ্ণ শিসের শব্দ উঠল, সাদা ধোঁয়া ঘিরে ধরল তাকে। আরও দু'জন লোক খসে পড়ল ঘোড়ার পিঠ থেকে। ভাঙা পা টেনে ক্রল করে একজন আশ্রয় নিল হোটেল বারান্দার সামনে। দ্বিতীয় লোকটা দু'হাত তুলে করুণা ভিক্ষা করতে করতে ছুটল শহরবাসীদের দিকে। মাঝপথে রাইফেলের বুলেটে ঝাঁঝরা শরীর নিয়ে মুখ থুবড়ে রাস্তায় পড়ে গেল।

হঠাৎ যেমন শুরু হয়েছিল তেমনি আচমকা সব শব্দ থেমে গেল। বয়লার থেকেও শেষ বাষ্পটুকু বেরিয়ে গেছে। মরা একটা বিশাল আর ভয়ঙ্কর জন্তুর মত ট্রাক্টরটা রাস্তায় পড়ে আছে ভোরের ধূসর আলোয়।

'পালাচ্ছ কেন, ঘোড়া থেকে নেমে পাল্টা জবাব দাও,' উন্মাদের মত চেঁচাল মর্ডাক সঙ্গীদের উদ্দেশে। জবাব দিল না কেউ। পালিয়ে গেছে বক্স জি'র অক্ষত রাইডাররা। নিজেও অবস্থা বেগতিক বুঝে ঘোড়ার পেটে স্পার দাবাল মর্ডাক পালিয়ে যাবার জন্য।

রাস্তার মাঝখানে এসে দাঁড়াল জনসন। 'তুমি যাচ্ছ কোথায়, মর্ডাক? তোমাকে তো কোর্টে যেতে হবে!' সিক্সগান নাচিয়ে গম্ভীর চেহারায় জিজ্ঞেস করল সে। লোকটা ওর দিকে অস্ত্র ওঠাচ্ছে দেখে ট্রিগারে চাপ বসাল। গর্জে উঠল সিক্সগান। ব্যথায় চেহারা কুঁচকে গেল মর্ডাকের। বামহাতে ডানহাতের গুঁড়িয়ে যাওয়া কব্জি চেপে ধরল। হাত থেকে অস্ত্র পড়ে গেছে।

'আমাকে...আমাকে মাফ করে দাও, জনসন। আর কখনও এখানে ফিরব না...আমাকে ছেড়ে দাও...'

'প্রলাপ বোকো না,' শীতল কণ্ঠে বলল জনসন। 'অন্যদের তুলনায় নিজের জীবনের দাম তোমার কাছে বেশি মনে হচ্ছে কেন? জিম গিলক্রিস্ট বা রবার্টকে খুন করাবার অধিকার তোমাকে কে দিয়েছিল?'

ভয়ঙ্কর ধূর্ত লোক মর্ডাক, কথা শোনার ফাঁকে কব্জিতে বাঁধা ছোট্ট

ডেরিঞ্জারটা বামহাতে তুলে নিয়েছে সে। জনসন দেখতে পেল অস্ত্রটার লোলুপ কালো নল ওর বুকের দিকে তাক করা। শূন্যে ডাইভ দিল সে। শুনতে পেল গর্জে উঠেছে একটা আগ্নেয়াস্ত্র।

মাটিতে এক গড়ান দিয়ে সিক্সগান হাতে উঠে দাঁড়াল সে, হাতের অস্ত্র তাকিয়ে আছে মর্ডাকের দিকে। ঘোড়ার পিঠে লোকটাকে দু'ভাঁজ হয়ে যেতে দেখে বিস্ময় ফুটে উঠল ওর চেহারায়। ভারী একটা বস্তার মত মাটিতে আছড়ে পড়ল মর্ডাক। ফোয়ারার মত রক্ত বের হচ্ছে তার বুকের অসংখ্য ফুটো দিয়ে।

কাঁধে শটগান ঠেকিয়ে রয়কে দাঁড়িয়ে থাকতে দেখল জনসন ঘাড় ফিরিয়ে। 'এতদিনে আমার ছেলেটা শান্তি পাবে,' শটগান ছুঁড়ে ফেলে দিয়ে বিড়বিড় করে বলল বুড়ো। দু'চোখের কোল ভিজে উঠেছে তার।

চারদিকে সব শব্দ থেমে যাওয়ায় পরিবেশটা অস্বাভাবিক লাগছে। ব্রিজের ওপর ঘোড়ার খুরের শব্দ শুনে তাকাল জনসন। হেলগা গর্ডনকে চিনতে পারল ভোরের আলোয়। ছেলের বিজয় দেখতে এসেছে নিষ্ঠুর মহিলা। মর্ডাকের মৃতদেহের পাশে ঘোড়া থেকে নামল সে। একদৃষ্টিতে কিছুক্ষণ তাকিয়ে দেখল প্রায়-দ্বিখণ্ডিত দেহটা। তারপর লাশের ওপর হুমড়ি খেয়ে পড়ে ডুকরে কেঁদে উঠল।

হোটেল থেকে দৌড়ে বেরিয়ে এসে জনসনকে জড়িয়ে ধরল জেসিকা। ভয় পাওয়া একটা বাচ্চার মত কাঁপছে থরথর করে। ওকে শক্ত আলিঙ্গনে আবদ্ধ করে বুড়ো রয়ের দিকে তাকাল জনসন। মাথা ঝাঁকাল রয় গিলক্রিস্ট। এগিয়ে এসে জেসিকার মাথায় স্নেহের পরশ বুলিয়ে দিল।

জাজ আর মার্শালের পিছু পিছু ওদের এসে ঘিরে ধরল শহরবাসী আর এই মাত্র পৌঁছনো রেগুলেটররা। জেসিকাকে নিয়ে ভিড় ঠেলে বেরিয়ে এল ওরা, হোটেলের উদ্দেশে হাঁটতে শুরু করল। হেলগা গর্ডন ছাড়া বাকি সবাই নীরবে অনুসরণ করল ওদের।

*

হোটেল লবিতে ঢুকে একটা চেয়ারে বসা অবস্থায় ডেভিস ক্লেয়ারকে দেখতে পেল জনসন। লোকটার কাঁধে ব্যাণ্ডেজ বেঁধে দিয়েছে ডাক্তার ম্যাকনামারা। ক্লেয়ারের হাত কাটা পড়েনি দেখে স্বস্তি অনুভব করল জনসন। ওর দিকে তাকিয়ে হাসল ক্লেয়ার।

অন্তত বিশজন লোক উপস্থিত হোটেল লবিতে, অথচ ঘরে পিনপতন নীরবতা। 'এবার?' কিছুক্ষণ পর জনসনের দিকে তাকিয়ে জিজ্ঞেস করল ক্লেয়ার।

কাঁধ ঝাঁকাল জনসন। 'সপ্তাহখানেক আছি এখানে। তোমাদের সবার বাড়িতে দাওয়াত খেয়ে বেড়াব এ'কদিন। তোমাদের গিন্নীরা কে কেমন রাঁধে পরীক্ষা করে দেখতে হবে না! তারপর যেখান থেকে এসেছি ফিরে যাব সেখানে।'

অসন্তোষের গুঞ্জন উঠল ভীড়ের মধ্যে থেকে। ক্লেয়ার হাত ওঠানোয় চুপ হয়ে গেল সবাই। 'চলে যাবে কেন, জনসন, তোমাকে আমাদের দরকার। এখানে অনেক জমি পড়ে আছে এখনও। আমরাও সবাই কিছু কিছু করে ছেড়ে দেব তোমাকে।' উপস্থিত রেগুলেটরদের ওপর চোখ বোলাল সে। তাদের চেহারায় সম্মতি দেখে বলল, 'আমরা তোমাকে সাহায্য করব একটা র‍্যাঞ্চ গড়ে তুলতে। তুমি রেগুলেটরদের প্রেসিডেন্ট হলে খারাপ লোক এদিকে ভুলেও ঝামেলা করবে না।'

মাথা নাড়ল জনসন। 'আমি আইনের লোক, র‍্যাঞ্চিঙের কাজ বুঝিই না।'

'তাহলে আমার বদলে তুমি মার্শাল হও,' সাথে সাথে বলল হকিন্স। তার কথায় আবার গুঞ্জন উঠল ভীড়ের মধ্যে।

জাজ এগিয়ে এসে দাঁড়াল জনসনের পাশে, গম্ভীর স্বরে বলল, 'হকিন্স তো ডেপুটি শেরিফ থাকছেই, তুমি মার্শালের দায়িত্ব নাও। র‍্যাঞ্চের কাজও করতে পারবে একই সাথে। লাগলে ব্যাঙ্কারকে বলে তোমাকে লোন দেয়ার ব্যবস্থা করব আমি।'

জেসিকার দিকে তাকাল জনসন। চুপ করে একদৃষ্টিতে ওকে দেখছে মেয়েটা। 'বেশ,' জেসিকা আর রয়ের হাত ধরে বলল সে, 'আমি ভেবে দেখব।' হোটেল থেকে বেরিয়ে এল ওরা তিনজন। ব্রিজের দিকে হাঁটতে শুরু করল ছেলের মৃতদেহের পাশে বসে থাকা হেলগা গর্ডনকে পাশ কাটিয়ে।

দুপুরের আগেই নিজেদের মালপত্র গোছগাছ করে জাজের বাসা ছেড়ে যে যার বাড়িতে ফিরে গেল সবাই। বক্স জি'র তরফ থেকে ক্ষতিপূরণ দেয়া হবে ডেভিস ক্লেয়ারকে লিখিত জানিয়েছে জেসিকা জাজের মারফত। ক্লেয়ার রেগুলেটরদের নিয়ে চলে গেছে নিজের জমিতে। যাওয়ার পথে ওর প্রস্তাবটা ভেবে দেখার জন্য আরেকবার জনসনকে অনুরোধ করে তবেই রওয়ানা হয়েছে।

সন্ধেয় জিনা আর জেসিকা টেবিলে খাবার সাজানোর পর রয় আর জনসনকে ডাক দিল। পোর্চ থেকে উঠে এসে চেয়ারে বসল ওরা। নীরবে খাওয়া শেষ হলো অস্বস্তিকর পরিবেশে। 'কি ভাবলে?' অবশেষে জিজ্ঞেস করল রয়।

'ভেবে দেখিনি।'

'অত ভাবাভাবির কিছু নেই। তুমি র‍্যাঞ্চ করছ, আমি ফোরম্যান। বুড়ো হাড়ে কত শক্তি ধরি দেখিয়ে দেব সবাইকে,' হাসল রয়। 'এক বছরও লাগবে না র‍্যাঞ্চটা দাঁড় করাতে।'

চুপ করে থাকল জনসন। জিনা বলল, 'ওকে আমরা যেতে দিলে তো! জেসিকা বলতে পারছে না লজ্জায়, কিন্তু আমি তো জানি জনসন চলে গেলে চোখের পানি শুকাবে না ওর।'

চেহারা লাল হয়ে গেল জেসিকার, মুখ নামিয়ে নিল। মৃদু স্বরে বলল, 'বক্স জি'র অনেক জমি খালি পড়ে আছে, তুমি আলাদা র‍্যাঞ্চ করতে চাইলে নিতে পারো।'

'এখনি কিনে নেয়ার টাকা যে নেই আমার,' একদৃষ্টিতে জেসিকাকে

দেখল জনসন। 'শোধ দিতে দেরি হবে।'

'আমি নিলে তো?' দাঁত দিয়ে ঠোঁট কামড়ে ধরল জেসিকা।

হঠাৎ ব্যস্ত হয়ে উঠল জিনা আর বুড়ো রয়। কি যেন কাজ পড়ে আছে অজুহাত দেখিয়ে টেবিল ছেড়ে উঠে পড়ল বুড়ো। বাচ্চাকে ঘুম পাড়াবে কৈফিয়ত দিয়ে জিনাও সরে পড়ল।

নীরবতা নামল ওদের দু'জনের মাঝে। দু'চোখ ভরে পরস্পরকে দেখল ওরা। অনেক কথা হয়ে গেল চোখের ভাষায়।

* * * *

WWW.BOIGHAR.COM